অস্বীকার

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

আড়াই টাকা

প্রীতিভাজন

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন মজুমদার

শ্রীমতী শোভনা দেবী

কর-কমলেষু

আপনাদের স্নেহে ঋণী। সে ঋণ স্বীকার করে আমার এই 'অস্বীকার' বইখানি দুজনের হাতে দিলেম।

প্রীতিমুগ্ধ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

৫২এ বেণী নন্দন ষ্ট্রীট

কলিকাতা, আশ্বিন, ১৩৫০

অস্বীকার

১

কল্লোল রায় কি করিয়া কেনই বা রেঙ্গুনে আসিল, এ-ব্যাপার তার কাছেও দুর্জ্ঞেয় রহস্য! রেঙ্গুনে আসিবার কল্পনাও তার মনে কখনো উদয় হয় নাই! অথচ ··

কল্লোলের বাড়ী বারাশতে। বারাশত হইতে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া কলিকাতার কলেজে সে পড়িতে আসে। পড়াশুনায় ভালো ছেলে বলিয়া নাম ছিল; চেহারা ভালো; পৈত্রিক পয়সা-কড়ির সংস্থান আছে। কাজেই কলিকাতার সমাজে সহজে প্রবেশাধিকার ঘটিল।

কলেজের মারফৎ এ-দিকে যেমন এম-এ পাশ করিল, ও-দিক দিয়া তেমনি কলিকাতার সৌখীন-সমাজ-অবলম্বনে জন্মগত আচার-রীতি ত্যাগ করিয়া প্রগতিশীল বলিয়াও সে নাম কিনিল। এবং এ-নাম কিনিতে গিয়া জীবনে যে-ঘূর্ণী রচিয়া তুলিল, তার বেগে বাঁধা লাইন ছাড়িয়া ছিটকাইয়া কোথায় আজ আসিয়া পড়িয়াছে!

কিন্তু সে-কথা বলিতে গেলে অনেক বছরের খুঁটীনাটী বৃত্তান্তের আলোচনা করিতে হয়। প্রয়োজন হইলে পরে সে কথা বলিব।

নিজেকে লইয়া কল্লোলের এখন দুশ্চিন্তার সীমা নাই! বসিয়া বসিয়া সে নিজের কথা ভাবে। বাঙালীর চিরাচরিত প্রথা মানিয়া বিবাহ করিয়া নিরীহ শান্ত ভাবে ঘর-সংসার, লৌকিকতা-রক্ষা, ছেলেমেয়ের শাসন-পালন, তাস-পাশা-দাবা, খোশ-গল্প এবং চাকরি—এ সবের উপর কল্লোলের এতটুকু মমতা নাই। জীবনে সে চাহিয়াছে নব-নব বৈচিত্র্য, উত্তেজনা, উন্মাদনা, কৌতুক আর আমোদ। বন্ধুরা তার সঙ্গে খানিকটা দৌড়-ঝাঁপ করিয়া শ্রান্ত দেহ-মন লইয়া যখন নিত্য-দিনের ঘর-সংসারে গিয়া আশ্রয় লইল, তখন তাদের ডাকিয়া ব্যঙ্গ করিয়া কল্লোল বলিয়াছিল,

ইহার চেয়ে হতেম যদি
আরব বেদুইন—
চরণ-তলে বিশাল মরু
দিগন্তে বিলীন··

অর্থাৎ এই বিশাল মরুর পিপাসায় কল্লোল ব্রাণ্ডি-হুইস্কি ধরিল; এবং এক দিন সুরাপানে-বিভোর কল্লোলের মনে হইল, পৃথিবীতে সে একা! কাহারো সঙ্গে তার যেমন সম্পর্ক নাই, তেমনি কাহারো উপর কোনো কর্ত্তব্যও নাই, দায়ও নাই! প্রাণ তার যা চাহিবে, তাই সে করিবে। কারো কাছে কৈফিয়ৎ নয়!

কল্লোল জানিত, তার বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে। কাহারো সঙ্গ সে সহিতে পারিত না। কি তুচ্ছ কথা সকলে কয়···কি তুচ্ছ জিনিষ লইয়াই সব মাতিয়া আছে···সে-সবের না আছে কোনো অর্থ, না কোনো যুক্তি! পৃথিবীর সঙ্গে নিজেকে সে কোনো মতে খাপ খাওয়াইতে পারিল না। মনে হইত, সে যেন এ-পৃথিবীর নয়! নিজের উপরে বিরক্তি ধরিল।

এবং এই বিরক্তির ঘোরে হুইস্কি-ব্রাণ্ডির মাত্রা সে বাড়াইয়া দিল! সঙ্গে সঙ্গে আনুসঙ্গিক উপসর্গ! তার পর···

নাটকে যেমন দৃশ্যের পর দৃশ্য রচিয়া নাট্যকার আখ্যান-বস্তুকে ঘোরালো জটিল করিয়া তোলেন, তেমনি করিয়া কল্লোল নিজের জীবনকে জটিল করিয়া তুলিল। জীবনে নানা বিরোধ, নানা সমস্যা গড়িয়া শেষে এক দিন দেখে, তার হাতে-পায়ে অসংখ্য শৃঙ্খল···অক্টোপাশ যেন তাকে কষিয়া বাঁধিতে চায়!

সবলে শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া সে তখন দিকদিগন্ত-হারা অসীমের উদ্দেশে পাড়ি দিল।

আজ সকালে রেঙ্গুনের হাসপাতালে বিছানায় শুইয়া উনত্রিশ বৎসর বয়সে সে ভাবিতেছিল···

এখনো হয়তো নূতন ছাঁদে জীবনটাকে গড়িয়া তোলা যায়!

কিন্তু কেন? গড়িয়া সে-জীবন লইয়া কি করিবে?

এক-একবার মনে হয়, মনের মধ্যে কি যেন ছিল···কত সাধ, কত আশা···পৃথিবীর বুকে একটা অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া যাইবে! কিন্তু সে সাধ, সে আশা তার ঔদাস্য-অবহেলার তাপ সহিতে না পারিয়া ঝরিয়া নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে!

মনে পড়িল দশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। ইউনিভার্সিটির কন্‌ভোকেশনে একগাদা মেডেল···বি-এ অনার্শে এত নম্বর পাইয়াছিল যে লাট-সাহেব করকম্পন করিয়া কল্লোলের খ্যাতি-গৌরব কামনা করিয়াছিল!

আজ সেই কল্লোল···উনিশ বৎসর বয়সের সে-কল্লোলের জীর্ণ কঙ্কালমাত্র! কোথায় গেল দেহের সে শক্তি, মনের দীপ্তি!

কিন্তু না…

কিসের অনুশোচনা ! পাশ করিয়া গলায় মেডেল দুলাইলেই জীবন সার্থক হয় ? অনেকে এমন মেডেল গলায় দুলাইয়াছে ! তার পর ?

না খাইয়া অভাব-অভিযোগের জাঁতায় পিষিয়া কেহ গুঁড়া হইয়া গিয়াছে ! কেহ ওকালতি করিয়া, কেহ জজীয়তী করিয়া জীবন কাটাইয়াছে ! মক্কেলের নথি পড়িয়া পয়সাই তারা লুটিয়াছে ! জজ রায় লিখিয়া দিন কাটাইয়াছে ! পৃথিবীতে এত যে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ…তার স্বাদ ক'জন পাইয়াছে ! তবে ?

না, কল্লোল ভুল করে নাই ! জীবনকে এই উনত্রিশ বৎসর বয়সে সে যেমন দেখিয়াছে, ভোগ করিয়াছে…

ভোগ ?

জীবন-গ্রন্থের গোড়ার পাতাগুলা খুলিয়া তার উপর দিয়া চোখ বুলাইতে লাগিল। তখন তার বাইশ বৎসর বয়স…পৃথিবীর দিকে দিকে রঙের ফুলঝুরি ঝরিতেছে…তখন তার জীবনের পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল শিপ্রা !

স্যর পার্ব্বতীশঙ্করের কন্যা শিপ্রা।…কল্লোল ভালোবাসিয়াছিল এই শিপ্রাকে ! শিপ্রা তাকে ভালোবাসে নাই, তা নয়। তবে কল্লোলের চেয়ে অনেক-বেশী পয়সাওয়ালারা স্যর পার্ব্বতীশঙ্করের দ্বারে গিয়া হত্যা দিত। স্যর পার্ব্বতীশঙ্করের বিষয়-বুদ্ধি প্রখর, কাজেই শিপ্রার পাশে কল্লোল দাঁড়াইতে পারিল না ! শিপ্রা ভয়ে একেবারে মৌনমুখী ! তার যদি সাহস থাকিত…কল্লোল তাকে ধিক্কার দিয়া সরিয়া আসিল ! আসিবার পূর্ব্বে শিপ্রার সজল চোখে সেই নিরুপায় করুণ দৃষ্টি !

সে-দৃষ্টি কল্লোল আজো ভুলিতে পারে নাই !

তার পর পথ-বিপথ বলিয়া কল্লোল কিছু মানে নাই…কোনো বাছ-বিচার করে নাই ! সামনে যে-পথ পাইয়াছে, সেই পথে চলিয়াছে।

ঐ মোটর-গাড়ী···লেক···এম্পায়ারের ষ্টেজে নাচ, অভিনয়···কল্লোল হাড়ে-হাড়ে তার মর্ম্ম জানে। জর্জেট-শাড়ী-পরা, ব্লুম-রুজ-পাউডার-মাখা ঐ সব সৌখীন মেয়ে···মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত আগাগোড়া নকলে ভরা! ঐ সব মেয়ে···কল্লোলকে কে না কামনা করিয়াছে! কে না কল্লোলের সামনে হাসির ফাঁদ পাতিয়াছে!

কল্লোলের ঘৃণা হয়! উহাদের নামে দারুণ ঘৃণা! ওরা কি মানুষ? কাচের পুতুল! প্রাণ নাই···মন নাই! নকল প্রাণ-মন লইয়া উহারা চায় বেসাতি করিতে! হায়রে!

রেঙ্গুনে আসিবার পূর্ব্বে দু'চার জায়গায় আস্তানা পাতিয়াছিল; টি'কিতে পারে নাই। সে-আস্তানা ভাঙ্গিয়া আবার পথকে সম্বল করিয়াছে! যেখানে যায়, দু'দিন কাটে না! একটা-না-একটা বিপ্লবের আগুন জ্বলিয়া ওঠে! তার ছোঁয়াচ লাগিবামাত্র চারি-দিককার বাঁধন যেন কেমন শিথিল হইয়া যায়! শেষে কল্লোল ভাবিল, না ডাঙ্গায় আর বাসা বাঁধিবে না···তাই একদিন রেঙ্গুন-মেলে চড়িয়া বসিল। ভাবিয়াছিল, রেঙ্গুনে নামিয়া রেঙ্গুন হইতে ও-দিকে যাইবে···চীন, জাপান, হাওয়াই দ্বীপ···মানে, যত দূর যাওয়া যায়!

রেঙ্গুনে আসিয়া কল্লোল উঠিল গাওয়ার ষ্ট্রীটে এক বর্ম্মীজ হোটেলে। আগে এ-হোটেলের মালিক ছিল গিরিশ চক্রবর্ত্তী। গিরিশ কলিকাতার লোক। ত্রিশ-বৎসর পূর্ব্বে সিভিল-কোর্টের একগাদা ডিক্রীর জ্বালায় সেখান হইতে গা-ঢাকা দিয়া সে আসে রেঙ্গুন। আসিয়াই বর্ম্মীজ কাঠ-ওয়ালা মঙ্ ফের গোলায় মিস্ত্রীর কাজ পায়। গিরিশের চেহারা ভালো এবং বুদ্ধি ছিল প্রখর; কাজেই অচিরে কারবারের ম্যানেজারীর

পদ অলঙ্কৃত করিতে তার অসুবিধা ঘটে নাই। মঙ্ ফের ছিল তিন মেয়ে এবং ছেলে। ম্যানেজার হইবার পর গিরিশের ভাগ্যে মঙ্ ফে বেশী দিন বাঁচিতে পারিল না। তখন মঙ্ ফের স্ত্রী মা-পান্, তার চার ছেলে-মেয়ে এক কাঠের মালিকানী—সব আসিয়া সুচতুর গিরিশের হাতে ঠেকিল। গিরিশ চক্রবর্ত্তী কলিকাতায় হোটেল চালাইয়া খানিকটা অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিল। মঙ ফের মৃত্যুর পর মা-পানকে বিবাহ করিয়া কারবার বেচিয়া সেই টাকায় গাওয়ার ষ্ট্রিটে গিরিশ নিজের নামে হোটেল খুলিয়া বসিল। হোটেলের পশার দিন-দিন বাড়িতে লাগিল। নানা দেশের যাত্রী আসিয়া গিরিশের হোটেলে আস্তানা লইত। যাত্রী ভুলাইবার কলাকৌশলে গিরিশের বিশেষ পটুতা ছিল।

এই পশারের আবর্ত্তে দু'জন বাঙালী যাত্রীর সঙ্গে বড় দুই মেয়ে কোথায় এক দিন নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। তাদের আর পাত্তা মিলিল না। ছেলে লা-থুন এক সাহেবের পাল্লায় পড়িয়া কলিকাতার কোন্ হোটেলে চাকরি লইয়া বর্ম্মা ছাড়িয়া চলিয়া গেল। মা-পানের কাছে রহিল শুধু ছোট মেয়ে মা-শী। মা-শীর বয়স তখন আঠারো বৎসর, এমন সময়ে ও-পার হইতে গিরিশের ডাক আসিল।

এখন মা-পান হোটেল চালায়। মা-শী তার মস্ত সহায়। মা-শীর রূপে যেমন দীপ্তি, তার বুদ্ধিও তেমনি প্রখর!

হোটেলে উঠিয়া কল্লোল মা-শীকে দেখিল। দেখিয়া মুগ্ধ হইল। গোলাপী-তুষারের মতো মা-শীর গায়ের রঙ…মাথার উপর একরাশ কালো চুল…সেই কালো চুলে মস্ত খোঁপা সামনের দিকে··দেখায় যেন হিমগিরির মাথায় শ্রাবণের পুঞ্জিত মেঘ! মা-শীর মুখে-চোখে হাসির জ্যোৎস্না! নিটোল দেহ দেখিলে মনে হয় যেন

মোম-বাতি! তারুণ্যের আভায় মা-শীকে দেখায় যেন বসন্তের পুষ্পিত লতা!

কল্লোলকে মা-শীর ভালো লাগিল। আর পাঁচ জনের মতো সে নয়! কল্লোলের কথায় সে পায় গানের সুর, হাসিতে সুরার নেশা, চোখের দৃষ্টিতে প্রচণ্ড মোহ! রঙীন ফুল কিনিয়া কল্লোল আনিয়া মা-শীকে উপহার দেয়! কখনো দেয় রঙীন পাথরের মালা, কখনো বা রেশমী লুঙ্গি! তার উপর মা-শীর চেহারার তারিফ! এ-সবে মা-শী গলিয়া যায়। কল্লোলের পরিচর্য্যায় মা-শীর যেন শ্রান্তি নাই! সকালে উঠিয়া মা-শী বাজারে যায়; হোটেলের জিনিষ-পত্র কিনিয়া আনে। এ তার নিত্য-দিনের কাজ। কল্লোলের আসিবার পর হইতে কাজ বাড়িয়াছে। এখন বাজারের সঙ্গে সে আনে অজস্র ফুল।

হোটেলে ফিরিয়া বাজারের জিনিষ রাখিয়া পরণে ময়ূরকণ্ঠি রঙের লুঙ্গি, গায়ে এইঙ্গি-জামা···এক-হাতে ট্রেতে করিয়া সেই ফুল, আর-এক হাতে চায়ের পেয়ালা আনিয়া মা-শী কল্লোলের টেবিলে ধরিয়া দেয়। দিয়া ভাঙ্গা বাঙলায় মা-শী বলে,—নমস্কার বাবুজী!

হাসিয়া কল্লোল বলে,—নমস্কার অপ্সরী!

কল্লোলের হাতে মা-শী ফুল দেয়, দিয়া বলে,—তোমার ফুল নাও!

কল্লোল ফুল লয়; ফুল লইয়া মা-শীর খোঁপায় গুঁজিয়া দিয়া বলে,—আমার দেনা দিনে-দিনে বেড়ে উঠছে মা-শী! এ-দেনা কি করে শুধবো?··· দেনার হিসাব দিতে পারো?

হাসিয়া মা-শী বলে,—যে-দিন চলে যাবে, সে-দিন হিসাব দেবো, বাবুজী।

কল্লোল জবাব দেয়,—যদি শোধ দিতে না পারি?

মা-শী বলে,—না পারো, তাহালে তোমাকে কিনে নেবো। ধার রেখে রেঙ্গুন সহর থেকে চলে যাবে, সে-কানুন্ এখানে নেই!

কল্লোল হাসে, হাসিয়া বলে,—আমাকে নিয়ে কোনো লাভ হবে না! কি আমার দাম!

হাসিয়া মা-শী বলে,—যে-জিনিষের দাম নেই, সে-জিনিষকে মা-শী দামী করে নিতে পারে!

—নিয়ে আমাকে ধরে রাখতে পারবে?

মা-শী বলে,—হুঁ!

—কি দিয়ে ধরে রাখবে?

মা-শী বলে,—আমার যা আছে, তাই দিয়ে তোমাকে ধরে রাখা যাবে।

—সে কী, মা-শী?

কথার সঙ্গে সঙ্গে মা-শীর মৃণালের মতো হাত দু'খানা ধরিয়া কল্লোল তাকে একেবারে বুকের কাছে টানিয়া আনে। আনিয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে কম্পিত কণ্ঠে কল্লোল বলে,—না, আমি চলে যাবোনা মা-শী···যেতে আমি পারবো না। তোমার হাসি, তোমার চোখের চাহনি,তোমার কথা মানে, আমায় তুমি এমন বাঁধনে বেঁধেছো···ভেবেছিলুম, কোথাও ধরা দেবো না···কেউ আমাকে ধরে-বেঁধে রাখতে পারবে না···কিন্তু তুমি এমন যে তোমার হাতে ধরা দিয়ে আমি বিভোর হয়ে আছি!

এ এক নূতন অনুভূতি!

শেষে মা-শীর সঙ্গ এমন লোভনীয় হইয়া উঠিল যে কল্লোল তাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না! মা-শীর সঙ্গে সে যায় ফুলের দোকানে, পোয়ে নাচের আসরে, শোয়েডাগো পাগোডায়; এবং খাওয়া-দাওয়া সারিয়া জ্যোৎস্না রাত্রে সবুজ ঘাসের ফ্রেমে আঁটা ঝিলের ধারে···

মা-পান্ দেখে · দেখিয়া বোঝে ! ভাবে, ভালো ! এমন একজন বাঙালী রেইস্ ভদ্রলোক···তাকে যদি পায়, ইহ-জন্মে মা-শীর আর-কোনো দুঃখ থাকিবে না ! কাজে-কর্ম্মে গল্পে-গানে বেশে-ভূষায় মা-শী যদি এই বাঙালী রেইস্‌কে বাঁধিতে পারে, তাহা হইলে সে মারা গেলে হোটেল উঠিয়া যাইবার ভয় থাকিবে না। সে শুনিযাছে, বাঙালী বাবুজীরা মেয়ে-লোককে খাতির করে !

এমনি রোমান্স আর জল্পনা-কল্পনার মধ্য দিয়া মা-পান নিজেই একদিন কথা তুলিল, সাহেব যদি মা-শীকে বিবাহ করে ! মা-শী ডাগর হইয়াছে, তার বিবাহ দিতে হইবে। দু'-তিনটি ভালো পাত্র আসিয়া তাগিদ্ দিতেছে ···লুঙ্ চান্ চীনা,—দেহাতী সহর ইন্‌শিনে লুঙ চান্ চীনার সিল্কের মস্ত কারবার। তারপর লৌউঞ্জি-সদাগর ছিয়া সেযা···মা-শীর জন্য সে একেবারে পাগল ! একজন সরকারী ইংরেজ-অফিসারও আছে রবিনশন্··মাসে পাঁচশো তঙ্কা তলব পায় ইত্যাদি।

শুনিয়া কল্লোল একবার মনের মধ্যে ডুব দিল। নিজের অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের যে-ছবি চোখে পড়িল···কল্লোল বলিল,—আমার টাকা-কড়ি আছে মা-পান্।

মা-পান বলিল,—না থাকলেও ক্ষতি নেই, বাবুজী। আমার যা আছে, বহুৎ ! তাছাড়া আমি তো জানি নিজের জীবন দিয়ে···বাঙালী-বাবুজীরা জেনানাকে বহুৎ পেয়ার করে। গিরিশ আমাকে যে তোয়াজে রেখেছিল, বর্ম্মীজ খশম্‌রা সে-তোয়াজের কিছু জানে না !

কল্লোল বলিল,—কিন্তু···

মা-পান বলিল,—কিন্তু কি, বাবুজী···দেখছো তো, মেয়েটা তোমাকে কি-রকম ভালোবাসে ! মা-শী যেন তোমার গোলাম !

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কল্লোল বলিল,—সেই হয়েছে মুস্কিল ! নাহলে

আমার ইচ্ছা ছিল, বিয়ে ক'রে কোথাও জমি নেবো না·· ছুনিয়ায শুধু ঘুরে বেড়াবো।

হাসিয়া মা-পান বলিল,—এমন বেকুবি করো না, বাবুজী! তোমার এই জোযান বযস! এমন চেহারা! বুদ্ধি আছে!· ঘুরে বেড়ায কারা? যাদের কিচ্ছু নেই,·· না চেহারা, না বুদ্ধি, না পযসা-কড়ি!

কল্লোল কোনো জবাব দিল না···চুপ করিয়া রহিল। কি ভাবিতেছিল। সে-চিন্তার এক প্রান্তে শিপ্রার মূর্তি· পরিপাটী বেশ-ভূষা·· ছু'টি চোখ শুকতারার মতো জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে! কল্লোলের মেঘ-ভরা বুকের উপরে যেন ঢাকা-পড়া চাঁদের ক্ষীণ জ্যোৎস্নাভাস!

এমন সময সজ্জিত বেশে মা-শীর প্রবেশ। পরণে নীল রঙের সিল্কের লুঙ্গি, গাযে গেরুবা রঙের এংজি, মাথার উপর নক্সাদার রেশমী রুমাল বাঁধা, হাতে বাহারে ছাতা।

মা-শী বলিল,—এখনো তৈরী হওনি, বাবুজী! মন্দিরে যেতে হবে না?

মা-শীর মুখে-চোখে হাসির ঝিলিক! হাসি নয যেন অতনুর তীর-হইতে-খশা ফুলের পাপড়ি!

কল্লোল চাহিল মা-শীর দিকে, বলিল,—ও··

আবেগে-বিস্ময়ে কল্লোলের মুখে আর কোনো কথা বাহির হইল না।

মা-শী কল্লোলের হাত ধরিল; ধরিয়া টানিল, বলিল,··এসো বাবুজী।

মা-পান বলিল,—তোর সঙ্গে বাবুজীর বিয়ের কথা বলছিলুম। কি বলিস্ তুই, মা-শী?

এ কথায মা-শী যেন বিগলিত হইয়া পড়িল। বলিল,—সত্যি? বেশ হবে বাবুজী···মন্দিরে আজ ভগবান বুদ্ধদেবের কাছে এই কামনাই জানাবো, ঠিক করেছিলুম···এই কামনা যে বাবুজী হবে আমার মঙ ছ্যি সেয়া (প্রিয়তম জীবন-বল্লভ)!

২

বিবাহের পর মা-শীর হাতে কল্লোল নিজেকে একেবারে সঁপিয়া দিল। মা-শী হইল তার জীয়ন-কাঠি! মা-শীর রূপ, মা-শীর যৌবন, সেবা-পরিচর্য্যা, মা-শীর ভালোবাসার উচ্ছ্বাস বিচিত্র ছন্দে কল্লোলকে আবার নূতন স্বপ্নে বিহ্বল-বিভোর করিয়া তুলিল। সে বিহ্বলতার মধ্যে কল্লোলের কর্ম্মচেতনা ডুবিয়া গেল!

এমনি স্বপ্নমগ্নতার মধ্য দিয়া দেড়-বৎসর কাটিল। তার পর মা-শী একদিন কল্লোলকে উপহার দিল একটি কন্যা-রত্ন! ফুলের মতো মেয়ে!

মা-শী বলিল,—এ-মেয়ের নাম রেখেছি চাপা। তোমার দেশের সব-চেয়ে জেল্লাদার ফুল···খর-গন্ধা চাঁপা! তোমার কাছে শুনেছি, চাঁপা তোমার দেশের সেরা ফুল!

কল্লোল চাহিল মেয়ের পানে, তারপর মা-শীর পানে। অবিচল দৃষ্টি!

স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। বুকে যেন তীর-বেঁধার যাতনা!

মেয়েকে লইয়া মা-পান, মা-শী আনন্দে বিহ্বল! যেন আকাশের চাঁদ পাইয়াছে! কল্লোলের বুকে কিন্তু যে-চাদ এত দিন ধরিয়া জ্যোৎস্না-ধারা বর্ষণ করিতেছিল, সে-চাঁদের উপরে এই মেয়ে কালো মেঘের নিবিড় ছায়া ঘনাইয়া তুলিল। কোলাহলের বাহিরে যে-মন নিজেকে লইয়া মত্ত-মাতোয়ারা ছিল, সে-মন ঘিরিয়া রাজ্যের কলরব-কোলাহল!

এবং এ-কোলাহল সহিতে না পারিয়া একদিন ভোরে হোটেলে সকলের ঘুম ভাঙ্গিবার আগে কল্লোল উঠিয়া নিজের ছোট স্যুটকেশ হাতে করিয়া রেঙ্গুনের পথে বাহির হইয়া পড়িল।

যেদিকে দু'চোখ যায় · গাওয়ার ষ্ট্রীটের পথে সে আর ফিরিল না।

ঘুরিতে ঘুরিতে দেহ-মন যখন একান্ত শ্রান্ত, তখন একদিন সন্ধ্যার পর কল্লোল চলিয়াছিল মন্দিরের দিকে। বুদ্ধদেবের উপর ভক্তি-বশে মন্দিরের পথে চলে নাই; মন্দিরের প্রাঙ্গণে বিচিত্র জনতার মধ্যে নিজেকে নিমগ্ন করিবে, ভাবিয়াছিল!···বিরাট প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের চারিদিকে ছোট-বড় বহু মন্দির। সে মন্দিরে ধূপ-দীপের খুব সমারোহ। প্রাঙ্গণের একদিকে পশারীদের ভিড়। সে ভিড়ে আছে ফুলওয়ালী, রঙীন-পাথরওয়ালী, গায়িকা, নর্ত্তকী!

চলিতে চলিতে কল্লোল ভাবিতেছিল, আশ্চর্য্য জায়গা এই রেঙ্গুন! মন্দিরে-মন্দিরে ভক্তি-নিবেদনের ঘটায় এখানকার নর-নারী যেমন ইহ-জগৎ ভুলিয়া যায়, মন্দির হইতে বাহির হইবামাত্র তেমনি হাসি-গল্প আমোদ-প্রমোদের তরল-তরঙ্গে নিজেদের ভাসাইয়া দিতে দের সহে না!

মন্দিরের বাজনা কাণে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মাথার মধ্যে লক্ষ লক্ষ ঝিল্লী মায়া-সুর ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিল। চোখের সামনে আলোর লহর··· কাণের কাছে মস্ত কলরব···সব মুছিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

তারপর আবার যখন এ আলো-কলরব জাগিল, তখন চোখ চাহিয়া কল্লোল দেখে, হাসপাতালের বিছানায় সে শুইয়া আছে। মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

মনে পড়িল, সন্ধ্যার পর মন্দিরে যাইতেছিল···মন্দিরের স্বর্ণ-চূড়া দেখিয়াছিল···আলোয় আলো! তারপর···

তার বিছানার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল নার্শ মার্থা। মার্থা ইংরেজ নয়। তার বাপ ছিল এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, মা বর্ম্মীজ।

হাসিয়া মার্থা প্রশ্ন করিল,—ভালো বোধ করিতেছ, বন্ধু?

মার্থা ইংরেজীতে কথা কহিল।

প্রশ্ন শুনিয়া কল্লোল মার্থার পানে চাহিল। মার্থার বয়স হইয়াছে।

বয়সের ভারে দেহে মেদ জমিয়া মার্থাকে কুৎসিত কদর্য্য করিয়া তুলিয়াছে! তবু সে কুশ্রীতাকে ঢাকিবার জন্য মার্থার কি-সাধনা চলিয়াছে, তা তার মুখে পাউডার-রুজের ছোপ দেখিয়া বুঝিতে বিলম্ব হয় না। মাথার কেশে রঙ লাগাইয়া সে-কেশে পরচুল আঁটিয়া কেশের বেশ পরিপাটী করিয়া তুলিযাছে। তার মুখে-চোখে হাসি ফুটিয়াই আছে! সে-হাসি যেন বয়সের জীর্ণতার উপরে হারানো-দিনের স্মৃতির পালিশ!

মার্থার এই সজ্জা-পটুতা দেখিয়া কল্লোলের মন বিরূপতায় ভরিয়া উঠিল। কিন্তু ইহাদের হাতে নিজেকে এখন সমর্পণ করিয়াছে··· এ বিরূপতা সাজে না! তাই হাসিয়া সে জবাব দিল,—তোমার মিষ্ট হাতের পরিচর্য্যায় কারো খারাপ থাকিবার জো নাই, মিস!

মার্থা বলিল,—বেড়াইতে যাইতে চাও? এ-ঘর ছাড়িয়া বাহিরের খোলা মাঠে?

কল্লোল বলিল,—ইট উড বী এ গ্রেট প্লেজার!

মার্থা বলিল,—তুমি ইণ্ডিয়ান?

কল্লোল বলিল,—এবং বাঙালী।

মার্থা বলিল,—তোমাকে দেখিয়া আমি তাহা বুঝিয়াছি।

কল্লোলের বালিশ-বিছানা ঝাড়িয়া ঠিক করিয়া দিতে দিতে মার্থা বলিল, —বাঙালীদের আমি খুব পছন্দ করি। বাঙালীরা ভারী সদালাপী, মিশুক, সমুদার এবং বুদ্ধিমান!

হাসিয়া কল্লোল বলিল,—বুদ্ধিই এই বাঙালীর একমাত্র মূল-ধন, মিস্। এই বুদ্ধির জোরেই সে পৃথিবীতে টিঁকিয়া আছে। বুদ্ধি ছাড়া তার আর কিছু নাই! না পয়সা-কড়ি, না স্বাস্থ্য!

মার্থা বলিল,—এত বড় সেন্টিমেণ্টাল জাতিও আর নাই!

কল্লোল বলিল,—বর্ম্মায় বসিয়া বাঙালীর সেন্টিমেণ্টের কি পরিচয় তুমি

পাইলে, মিস্? আমায় ক্ষমা করিয়ো···তোমার মুখে বাঙালীর এমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসার কথা শুনিয়া এ-প্রশ্ন করিতে আমার দুঃসাহস হইয়াছে।

কল্লোলের মাথার ব্যাণ্ডেজ একটু শিথিল হইযাছিল···সে-ব্যাণ্ডেজ ঠিক করিয়া দিতে দিতে মার্থা বলিল,—দুঃসাহস নয়, বন্ধু! সারিয়া ওঠো। আলাপ আরো জমুক, তখন বাঙালীর ইতিবৃত্ত-রহস্য তোমায় বলিব; দু'-চারি জন ভালো বাঙালী বন্ধুর সৌহার্দ্দ্য-লাভের সৌভাগ্য আমার পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

কল্লোল চুপ করিয়া রহিল। তার মনে কৌতুকের উৎস! কল্লোল বুঝিল, মার্থার বয়স হইলে কি হইবে, তার মন রোমান্সের রাঙা রঙে ভরিয়া আছে!

ব্যাণ্ডেজ ঠিক করিয়া দিয়া মার্থা বলিল,—আর দু'টি কেস দেখিয়া এখনি আমি ফিরিয়া আসিব, বাঙালী বন্ধু। তারপর নিজে তোমাকে লনে লইয়া যাইব। তোমার সঙ্গে আলাপ করিতে চাই।···তুমি নিশ্চয় কলিকাতা হইতে আসিয়াছ?

কল্লোল বলিল,—হ্যাঁ।

একটা উদ্যত নিশ্বাস রোধ করিয়া মার্থা বলিল,—কলিকাতা! আমার বিগত-দিনের সহস্র সুখ-স্মৃতি তোমার ঐ কলিকাতার বুকে সমাহিত আছে। কলিকাতা আমার তাজ-মহল!

কল্লোল বুঝিল, এ কথায় কতখানি ব্যথা! বুঝিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে মার্থার পানে চাহিয়া রহিল।

মার্থা দেখিল না! আর-একটিও কথা না বলিয়া সে চলিয়া গেল।

কল্লোল তার পানে চাহিয়া রহিল। ঐ যায় মার্থা···দশ-নম্বর বেডে

এক বৃদ্ধ এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পড়িয়া আছে। মার্থা গিয়া সন্তর্পণে তাকে ধরিয়া বিছানার উপরে তুলিয়া বসাইয়া দিল। তার পর কি যত্ন··· কি মমতা ··

সাত দিন পরের কথা।

কল্লোল সারিয়াছে। হাসপাতাল হইতে আজ সে ডিস্‌চার্জ্জ হইবে।

বেলা বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। হাসপাতালের বেয়ারারা কল্লোলের জিনিস-পত্র গুছাইয়া রাখিয়াছে।

মার্থা আসিল ; আসিয়া বলিল—ইয়েস, নাউ মাই ফ্রেণ্ড···

হাসিয়া কল্লোল বলিল—কি বলিবে, বলো মিস্।

মার্থা বলিল,—এখানে তোমার বাসা কোথায় ?

কল্লোল কহিল,—বাসা নাই।

মার্থা অবাক ! কহিল,—কোথায় যাইবে ?

কল্লোল বলিল,—আমি মাইগ্রেটরি বার্ড।···আকাশে উড়িয়া বেড়াই। যেখানে সন্ধ্যা নামে, সেখানে যে-বৃক্ষশাখা পাই, অবলম্বন করি।

মার্থার মনে যেন তীর বিঁধিল ! মার্থা বলিল,—কিন্তু এই শ্রান্ত শরীর লইয়া আকাশে ওড়ায় বিপদ আছে ! বৃক্ষশাখায় এখন তোমার আশ্রয় লওয়া উচিত হইবে না !

হাসিয়া কল্লোল বলিল,—কিরূপ আশ্রয় উচিত হইবে, শুনি ?

মার্থা বলিল,—একটি cosy nest।·· সে-নেষ্টে স্নেহের আলো-বাতাস এবং নিরাপদ কোমল শয্যায় কিছু-দিন বিশ্রাম !

কল্লোল বলিল,—গৃহ, আলো-বাতাস, নিরাপদ কোমল শয্যা···এ-সবের প্রয়োজন কোনো দিন বুঝি নাই, মিস্ !

সাগ্রহ দৃষ্টিতে মার্থা চাহিয়া রহিল কল্লোলের মুখের পানে।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কল্লোল বলিল—হঠাৎ আজ গৃহ কোথায় পাইব ?

মার্থার মনে চিরদিনকার মমতাময়ী নারী জাগিয়া উঠিল···যেন পাষাণ আবরণ ভাঙ্গিযা শাপমুক্তা অহল্যার জাগরণ !

মার্থা বলিল,—পাইতেই হইবে, বন্ধু।

কল্লোল নিরুত্তরে চাহিয়া রহিল খোলা দ্বার-পথ দিয়া রৌদ্রোজ্জ্বল সুদূর আকাশের পানে।

মার্থা বলিল,—এখানকার হাসপাতালে যে-সব রোগী আসে, তুমি তাদের মতো নও। তোমার প্রাণ আছে, মন আছে। তোমার মন অসুস্থ! এ ক'দিনের আলাপে তোমার মনের যে-পরিচয় পাইযাছি, দুঃখ হয, গৃহের অভাবে স্নেহের আলো-বাতাসের অভাবে সে-মনকে সুস্থ রাখিতে পারিবে না।

কল্লোল ফিরিল, ফিরিয়া মার্থার পানে চাহিল। বলিল,—অর্থাৎ ?

মার্থা বলিল,—যদি অন্যায় অনুরোধ বলিয়া মনে না করো, আমার ফ্ল্যাটে একখানা কামরা লও··ভাড়া বেশী নয়···আমার আশ্রিত হইয়া থাকিতে বলি না। তবে নার্শিংয়ের একটু সুবিধা হইতে পারে। তার পর দেহে-মনে বল পাইলে মাইগ্রেটরি বার্ড আবার আকাশে উড়িযো !

শ্রান্ত দেহ-মন লইযা এমন প্রাণ-ভরা দরদকে চরণে দলিয়া যাইতে কল্লোল যেন পারে না! তাছাড়া এখানে এই সেবা-পরিচর্য্যা···

কল্লোল বলিল,—নার্শিংযের জন্য তোমাকে কি মূল্য দিতে হইবে, মিস্ ?

মার্থার মনের উপরে কল্লোল যেন লাঠি মারিল! মার্থা বলিল,—পয়সাটাকে খুব-বড় করিয়া আমি আজো দেখিতে শিখি নাই, মিষ্টার রায় !

কথাটা বলিয়া উত্তরের প্রত্যাশায় মার্থা চাহিল কল্লোলের পানে।

কল্লোলের বুকের মধ্যে সাগরের তরঙ্গ !

রাজ্যের আবর্জ্জনার সঙ্গে সে-তরঙ্গে সদ্য-ঝরা দু'-চারিটা টাট্‌কা ফুলও ভাসিয়া চলিয়াছে!

কল্লোল বলিল,—তোমার সঙ্গে এ-জন্মে হাসপাতালে হঠাৎ আমার পরিচয়···ক্ষণেকের পরিচয়! মনে হয়, আর-জন্মে···ভালো কথা, আর জন্মে তুমি আমার কে ছিলে বলিতে পারো?

ভ্যানিটি-কেস্ খুলিয়া ছোট আয়না বাহির করিয়া মাথার বিস্রস্ত কেশগুলাকে সুবিন্যস্ত করিতে করিতে হাসি-মুখে মার্থা বলিল,—বন্ধু!

৩

চায়না ষ্ট্রীটে সুরাটী-বাজারের কাছে মস্ত চার-তলা ফ্ল্যাট। ফ্ল্যাটের সামনে দু'খানা রিক্‌শ আসিয়া থামিল। রিক্‌শ হইতে নামিল মার্থা এবং কল্লোল।

ফ্ল্যাটের ছাদ সেই আকাশে গিয়া ঠেকিয়াছে! কল্লোলের মনে হইল, যেন কলিকাতার চিত্তরঞ্জন এভেনিউয়ে আসিয়াছে···পথের দু'ধারে তেমনি সব উঁচু ফ্ল্যাট। ফ্ল্যাট নয়, যেন খোপের উপরে খোপ সাজানো··· পায়রার মতো মানুষ-জন ঐ সব খোপে বাস করিবে!

কল্লোল বলিল—এই ফ্ল্যাট?

মার্থা বলিল—ইয়েস।

কল্লোল বলিল—এত সব ঘর, ইহার মধ্যে নিজের ঘর কি করিয়া বাছিয়া লও, বন্ধু? ভুল করিয়া অন্য কাহারো ঘরে ঢুকিয়া পড়ো না?

হাসিয়া মার্থা বলিল—ইউ আর এ উইট! কাম্ উইথ্ মী, আই শ্যাল্ গেট ইউ সুটেব্‌ল্ রুম্‌স্।

কল্লোল চুপ করিয়া রহিল। ভাবিল, এ ঘর ক'দিনের জন্য!

নিঃশব্দে মার্থার সঙ্গে কল্লোল ফ্ল্যাটে প্রবেশ করিল।

সামনে লিফ্‌ট্। যেন মোটা একটা পাইপ! যতখানি জায়গা বাচাইয়া, যত সংক্ষেপে সারা চলে, এম্‌নি ভাবে ঘর-দালান তৈরী হইয়াছে!

তিন-তলায় লিফ্‌ট্ হইতে নামিযা সুদীর্ঘ দালান। মার্থা বলিল—আমার ঘরে একটু অপেক্ষা করিতে হইবে। ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করিয়া এখনি আমি কামরা ঠিক করিয়া দিব। একটি কামরা। আর তার পাশে লাম্বার ও বাথ।

দালানের দু'দিকে পাশাপাশি ঘরের আর সংখ্যা নাই! সে-সব ঘরে বিচিত্র কলরব। কল্লোলের মনে হইল, সে যেন মৌচাকের মধ্যে ঢুকিয়াছে!

পঁযত্রিশখানা কামরা পার হইয়া ডান দিকে ছত্রিশ-নম্বরে মার্থার ঘর। চাবি ঘুরাইয়া দ্বার ঠেলিতে দ্বার খুলিয়া গেল। দু'জনে ভিতরে ঢুকিল।

বড় কামরা। মাঝখানে জাপানী স্ক্রীন দিয়া একখানিকে দু'খানি কামরা করা হইযাছে। বাহিরের দিকে ছোট একটি গোল-টেবিল, বেতের চারখানি ছোট চেয়ার, কোণে হাট্-র‍্যাক, বইযের ছোট সেল্‌ফ্, সেল্‌ফে বই ঠাশা।

মার্থা বলিল—বসো

কল্লোল বসিল। মার্থা স্ক্রীনের ও-দিকে ভিতরের কামরায় গেল। গিয়া ও-দিককার ছোট খড়খড়ি খুলিয়া দিল। ঘরে সূর্য্যালোক প্রবেশ করিল।

তার পর মার্থা বাহির হইয়া আসিল। আসিয়া বলিল,—এখনি আসিতেছি। এ্যাণ্ড টু মেক্ ইযোরশেল্‌ফ্ মোর কম্‌ফর্টেব্‌ল্ দেযার্স মাই কট্ ছাট সাইড। ইউ মে রোল অন্ বেড…

কথার সঙ্গে মার্থার মুখে হাসি!

কল্লোল বলিল—তোমায় ধন্যবাদ ! এইখানেই আমি আরাম পাইব, আশা করি।

মার্থা সে-কথার জবাব না দিয়া হাসি-মুখে বাহির হইয়া গেল।

পাঁচ-সাত মিনিট কাটিল। কল্লোল উঠিয়া স্ক্রীনের ও-দিকে উঁকি দিয়া দেখিল। ও-দিকটা চমৎকার সাজানো সিঙ্গল্‌-বেড খাট ; খাটে পুরু গদির উপর ফর্শা বিছানা, বিছানায় ঝালর-দার বালিশ। আর্শির টেবিল, আলমারি, কৌচ-চেয়ার. ছোট একটি অর্গান, খড়খড়িতে বর্ম্মীজ-সিল্কের নক্সাদার পর্দ্দা। দেখিয়া কল্লোল চমৎকৃত হইল। বয়স হইয়াছে, অথচ মার্থার এমন সখ ! তার পর এ-ঘরে বইয়ের সেল্‌ফের দিকে মনোযোগ দিল। শুধু নভেল। বেশীর ভাগ শস্তা-দামের বাজে নভেল। সেকণ্ড-হ্যাণ্ড দোকানে গিয়া লাগসৈ-নামের যে-নভেল চোখে দেখিয়াছে, কিনিয়া আনিয়াছে। দু'চার-খানা বই টানিয়া দেখিল, প্রেমের উপন্যাস। ক'খানা থ্রিলারও আছে।

তাচ্ছল্য-ভরে হাসিয়া মনে-মনে কল্লোল বলিল, এমনি করিয়াই রোমান্সের রঙে রাঙাইয়া জীবনটাকে ইহারা কাটাইয়া দিতে চায় ! চাহিবার সীমা কি ছোট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ! জীবনকে এরা ভাবে কি ? একটু সাজগোজ করিয়া দু'খানা নভেল পড়িয়াই ব্যস্‌ ! এতখানি বুদ্ধি, এত রকমের বাসনা-কামনা লইয়া মনের মধ্যে হাজার দীপের বাতি জ্বালিবার সামর্থ্য মানুষের আছে, সে হাজার বাতির মধ্যে এরা ক'টা জ্বালে ? একটা, দুটো, বড়-জোর তিনটে ! সেই দু'-তিনটে বাতি জ্বালিয়া পয়সার সন্ধান করে ; স্ত্রী-পুত্রকে লইয়া ভাবে, সংসারের সাধ মিটিল ! তার উপর দু'-চারিটা সখ থাকিলে খেলাধূলা, না হয় একটু পান-ভোজন !

রাজা-বাদশাদের কথা মনে পড়িল। ইতিহাসে পড়িয়াছে। আরব্য-

উপন্যাসে পড়িয়াছে। তাঁদের মতো পয়সা সকলের নাই! না থাকুক, তবু এ পৃথিবীতে আরাম-বিলাস সংগ্রহ করিয়া মনকে পরিপূর্ণ তৃপ্তি দেওয়া কি এমন কঠিন? কঠিন যে নয়, এ ক' বৎসরের জীবনে সে নিজে তা বুঝিয়াছে!

বুঝিয়াছে বলিয়া কোথাও ছোট গণ্ডীরেখা টানিয়া চুপচাপ পড়িয়া থাকিবার কথা মনে হইলে কল্লোলের নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসে! মনে হয়, তার কথা মনে করিয়াই যেন কবি লিখিয়াছেন, বিশ্ব-নিখিল লিখে দিল বিধি দু'-বিঘার পরিবর্ত্তে!

মার্থা আসিল। বলিল—চমৎকার ঘর। পথের দিকে। দেখিবে এসো।

কল্লোল উঠিল। উঠিবার ইচ্ছা ছিল না। মনে হইতেছিল, কেন দৌড়-ঝাঁপ! সবচেয়ে ভালো হইত যদি এই ঘরের এককোণে···

তা হয় না! নিজের দেশ, নিজের সমাজ সে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে! ত্যাগ করিয়া যেখানে গিয়াছে, সেখানেই দেখিয়াছে সেই সমাজ, নিয়ম-কানুনের সেই বাঁধন! মানুষ যত বেশী করিয়া জ্ঞানের আলো পাইতেছে, নিজের গণ্ডীকে ততই সে সঙ্কীর্ণতর করিয়া তুলিতেছে! দুঃখ কল্লোলের এইখানে! তার মনে হয়···

মার্থা বলিল—এসো···

কল্লোল তার সঙ্গে চলিল। যেন মন্ত্র পড়িয়া মার্থা তাকে লইয়া চলিয়াছে!

ঘরখানি ভালো। চার-তলায়। খোলা জানলা দিয়া সারা সহরটা চোখে পড়ে। আকাশ যেন নাগালের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছে! খোলা জানলার ধারে দাঁড়াইয়া কল্লোল নীচে পথের পানে চাহিয়া দেখিল। মনে হইল, লোকালয় ছাড়িয়া সে অনেক উঁচুতে···প্রায় আকাশের কাছে উঠিয়া আসিয়াছে! মনে হইল, যারা ছোটখাট বাসনা-কামনা লইয়া ছুটাছুটি

করিয়া জীবন কাটাইয়া চলিয়াছে, এখানে তাদের ঘেঁষ-ছোঁয়াচ লাগিবে না !...এই বেশ !

মার্থা বলিল—ঘর পছন্দ হয় ?

কল্লোল বলিল—ভাড়া ?

মার্থা বলিল—যত উপর-তলায় উঠিবে, ভাড়া কম হইবে। এ ঘরের জন্য ভাড়া দিতে হইবে মাসে দশ টাকা। আমি রাজী করাইয়াছি। নহিলে আগে এ-ঘরের ভাড়া ছিল পনেরো টাকা। এ-দেশের লোক উঁচু-তলায় থাকিতে চায় না। কাজের লোক...তারা বলে, ওঠা-নামা করিতেই যদি বিশ মিনিট কাটিয়া যায়, তাহা হইলে কাজ করিব কখন ? তোমার বিশ্রাম চাই। এ কামরা উত্তম হইবে। আমি নার্শ। আমি বুঝিতেছি, এই ঘরই ঠিক।

হাসিয়া কল্লোল বলিল,—আমার ভাগ্যদেবী যখন এ-কথা বলিতেছে, তখন বেশ, তাই হোক ! বাট ফুড ?

মার্থা বলিল—বর্মীজ কুক্। বর্মীজ রান্না। কিন্তু আমরা আলাদা ব্যবস্থা করিতে পারি।

কল্লোল ভ্রূ-কুঞ্চিত করিল—কিন্তু তুমি যদি সত্যই আমাকে বাঁচাইতে চাও, তাহা হইলে আমার দেশী খাদ্য—ভাত আর ঝোল...

মার্থা কি ভাবিল...নিমেষের জন্য ! তার পর বলিল,—তোমার দেশের ও-অঞ্চলের তিন-চারটি পরিবার এখানে আছে। বাঙালী। তাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত হইতে পারে। আজ রাত্রে কিন্তু তুমি আমার আমার গেষ্ট।

কামরা ঠিক হইয়া গেল ! নিজের যা জিনিষপত্র ছিল, সেগুলা আনিয়া কল্লোল নিজের কামরা অধিকার করিল।

বৈকালে মার্থা আনিল চা আর টোষ্ট।

কল্লোল বলিল,—আমি তোমার ঘরে যাইব, ইচ্ছা ছিল।

মার্থা বলিল,—কল্ মী মার্থা।

কল্লোল বলিল,—আমাকে তুমি কল্লোল বলিয়া ডাকিয়ো।

হাসিয়া মার্থা বলিল,—ইয়েস! ক্যালল!

কল্লোল বলিল—বেশ, আমি ক্যালল।

মার্থা বলিল,—আমার ঘরে তোমাকে আনিতে পারিতাম, কিন্তু আজ খানিকটা ধকল গিয়াছে। আবার ধকল বাড়িবে, তাই তোমার ঘরে চা আনিয়া দু'জনে একসঙ্গে আসর বসাইলাম। হ্যাঁ, ভালো কথা ক্যালল, বেঙ্গলীকে ডাকিয়াছি। তার নাম হৃষি। বেঙ্গলী ব্র্যামিন্। কেমেন-ডাইনে পেট্রোলের দোকানে কাজ করে। পুয়োর ম্যান্...মাহিনা পায় ত্রিশ টাকা...লার্জ ফ্যামিলি ..বেঙ্গলী ওয়াইফ্ এ্যাণ্ড এ হোষ্ট অফ চিলড্রেন...নাইন ইন্ নাম্বার।

শিহরিয়া দুই চোখ কপালে তুলিয়া কল্লোল বলিল,—মাই গড্!

মার্থা বলিল,—সন্ধ্যার পর হৃষি বাড়ী ফিরিয়া তোমার ঘরে আসিবে। আমি ঘরের নম্বর দিয়া আসিয়াছি,—চার-তলা, ষোল নম্বর কামরা। বাই-দী-বাই পাশের কামরার প্রতিবেশীরা কেহ আসিয়াছিল?

কল্লোল বলিল—পায়চারি করিয়া আমি সমস্ত দালান ঘুরিয়া আসিয়াছি। পাশাপাশি বাঙালী কেহ নাই। জাপানী, পাঞ্জাবী, শিখ, বর্ম্মীজ!...মনে হইল, এই ফ্ল্যাটটা যেন পৃথিবীর মানচিত্র! এ-ফ্ল্যাটে বাস করিলে কষ্ট করিয়া জিওগ্রাফি পড়িতে হইবে না।

হাসিয়া মার্থা কহিল—এক্জ্যাক্টলি শো!

চা-পান শেষ হইলে মার্থা বলিল—এবার উঠি। হাসপাতাল আছে।

কল্লোল বলিল—কটা পর্য্যন্ত আজ ডিউটি?

মার্থা বলিল—আজ এ-বেলায় ডিউটি সিক্স টু নাইন্ পি-এম্। হৃষি আসিলে কথা কহিয়ো। হৃষির স্ত্রীকে আমি সব কথা বলিয়া আসিয়াছি।

কিছু টাকা পাইলে উহারা বর্ত্তাইয়া যাইবে। হৃষির স্ত্রী বলিল, ভাতের ভাগ দেওয়া শক্ত হইবে না!

কল্লোল হাসিল; কিছু বলিল না।

মার্থা বলিল—হাসিলে যে!

কল্লোল বলিল—একটা কবিতা মনে পড়িতেছে।

মার্থা বলিল—তুমি কবি? কবি আর কবিতা আমি খুব ভালোবাসি। কবিতার মতো আনন্দের বস্তু জীবনে আর নাই!

কথাটা বলিয়া মার্থা বড় একটা নিশ্বাস ফেলিল।

কল্লোল লক্ষ্য করিল, বয়স বাড়িয়া মার্থার দেহ এমন হইলে কি হইবে, মন এখনো কিশোর রহিয়াছে!

কল্লোল বলিল—তোমার ঘরে কিন্তু কবিতার বই দেখি নাই মার্থা—শুধু নভেল দেখিযাছি।

মার্থা বলিল—আই লাইক পোইট্রি···আই লভ পেয়েট্স্। দে ফ্যাসিনেট্ মী! কবিতার বই আছে। সঙ্গে সঙ্গে থাকে···আমার এই ভ্যানিটি ব্যাগে। পকেট-এডিসন্স শেলি আর বায়রণ। সব-সময়ে আমি সে বইগুলি পড়ি।

কল্লোলের বিস্ময়ের সীমা নাই! এই প্রৌঢ়া নারী ভিড়ে মিশিযা আছে···ইহার পানে কেহ চাহিয়া দেখে না! এ-বয়সেও এ শেলি-বায়রণকে সঙ্গে লইয়া ফিরিতেছে! মানুষ এ-বয়সে গীতা পড়ে। মার্থার গীতা ঐ শেলি-বাযরণ! মার্থার মনের বিচিত্র তাহা হইলে ইতিহাস আছে!

মার্থা চাহিয়াছিল বাহিরে আকাশের দিকে। দু' চোখের দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ আবেশ! আকাশের দিকে চাহিযা সে যেন কোন্ অতীতের স্মৃতি-রেখার খোঁজ করিতেছে!

কল্লোল বলিল—কি ভাবিতেছ মার্থা? শেলির কবিতা?

মার্থা কল্লোলের পানে চাহিল। দু' চোখের পাতা ঈষৎ কাঁপিল··· ভোরের বাতাস লাগিলে কিশলয়-পল্লব যেমন কাঁপে, তেমনি!

মার্থা বলিল—না।

কল্লোল বলিল—তবে?

মার্থা বলিল—তোমার কথা ভাবিতেছিলাম।

—আমার কথা?

—হ্যাঁ

কল্লোল কোনো কথা বলিল না।

মার্থা বলিল—তুমি এমন ভালো···কেন তুমি এখানে আসিলে! এখানে তোমার দেশের আর-যারা আসে, তারা তোমার মতো নয়। বিদ্যা-বুদ্ধি লইয়া যারা আসে, সে-বিদ্যা-বুদ্ধি লইয়া তারা আসে এখানকার পয়সা লুটিতে। বাকী যারা আসে, তাদের বুকে দেখিয়াছি কালি, ধূলা, আবর্জ্জনা···না হয় সুগভীর ক্ষত! তাই তোমাকে দেখিয়া ভাবি···

হাসিয়া কল্লোল বলিল—যদি বলি, আমার বুকেও ঐ সব আছে·· কালি, ধূলা, আবর্জ্জনা, সুগভীর ক্ষত···বিশ্বাস করিবে?

মার্থা কল্লোলের পানে চাহিয়া রহিল·· চোখের দৃষ্টি মমতায় বিগলিত!

নিশ্বাস ফেলিয়া মার্থা বলিল—তা যদি হয়, দুঃখের কথা!

৪

আরো দু'-তিন দিন কাটিয়া গিয়াছে।

নিজের মনের সঙ্গে এ ক'দিন কল্লোল অনেক বুঝা-পড়া করিয়াছে। মনকে বুঝাইয়াছে, এত দিন পথ-বিপথ না মানিয়া চলিয়া দেখিয়াছিস্‌··· কি পাইলি ? মনকে পিপাসা-ক্ষুধায় আতুর আর্ত্ত রাখিবি না, ভাবিয়াছিলি ! যা পাইয়াছিস্‌, তাই দিয়া মনের ক্ষুধা-পিপাসা মিটাইতে কার্পণ্য করিস্‌ নাই ! তবু মনের ক্ষুধা-পিপাসা গেল না তো !

মন বলিল, ক্ষুধা-পিপাসার মতো ভোজ্য-পানীয় পাইলে মিটিত বৈ কি ! দিয়া ছাখো ··

কল্লোল বলিল—কি ভোজ্য-পানীয়ে তোর ক্ষুধা-পিপাসার নিবৃত্তি হইবে, বল্‌ !

মন এ কথার জবাব দিল না। তাচ্ছল্যের হাসি হাসিয়া মন চুপ করিয়া রহিল।

কল্লোল ভাবিল, আর-পাঁচ জনের মতো চুপচাপ ভাবে জীবনটাকে একবার চালাইয়া দেখিবে ! লাভ কিছু না হোক, একটা নূতন অনুভূতি ! ক্ষতি কি ?

মার্থার সঙ্গে রোজ দেখা হয়। সকালে দু'জনে একসঙ্গে বসিয়া চা খায়।

কল্লোল বলে—আমি যাইব তিন-তলার ছত্রিশ নম্বর কামরায়। আমার এখানে তুমি আসিলে অনেক হাঙ্গামা !

মার্থা বলে—কিসের হাঙ্গামা ?

কল্লোল বলে—নিজে এই সব তোড়-জোড় বহিয়া আনা!

হাসিয়া মার্থা বলে—বেশ, তুমি এক-শেট কেনো।

কল্লোল বলে—মাইগ্রেটরি বার্ড যদি এ-শাখায় বাসা বাঁধে, তাহা হইলে কেনার কথা ভাবিবে। নহিলে কতকগুলো জিনিষ বাড়াইয়া বোঝা ভারী করিয়া লাভ?

মার্থা বলে—বাসা বাঁধিলে ক্ষতি কি?

কল্লোল বলে—বাসা বাঁধি নাই বলিয়াই তো রেঙ্গুনে আজ মার্থা বন্ধুকে পাইয়াছি!

হাসিয়া মার্থা জবাব দেয—মার্থাকে বন্ধু বলিয়া যদি মনে করো, তাহা হইলে নূতন বন্ধুর সন্ধানে এ-শাখা ছাড়িয়া নাই বা আর উড়িলে!

কল্লোল বলে—মার্থাকে সন্ধান করিতে হয় নাই! মাইগ্রেটরি বার্ডদের জন্য বন্ধু অলক্ষ্যে মজুত থাকে!

মার্থা বলিল—ঈশ্বর মজুত রাখেন, বলিতে চাও?

কল্লোল বলিল—এ সব কথার মধ্যে ঈশ্বরকে টানিয়া আনো কেন?

—তার মানে?

—তার মানে, ঈশ্বরকে যদি মানো তাহা হইলে বলিব, আমার মতে লোকের জন্য বন্ধু মজুত রাখার দিকে নজর রাখিলে তাঁর চলিবে কেন?

মার্থা বলিল—তাঁর কাছে কোনো কাজই তুচ্ছ নয়। ছোট-বড় সব কাজ তাঁর কাছে সমান।

কল্লোল বলিল—ও কথা থাক! মাইগ্রেটরি বার্ড এখানে বসন্ত পাইয়াছে। অতএব শীতের আগে সে উড়িবে না।

মার্থা কহিল—কিন্তু এটা বসন্ত-কাল নয়, ক্যালল। দিস ইজ্ সামার।

হাসিয়া কল্লোল বলিল—পৃথিবীর গ্রীষ্ম হইতে পারে, আমার জীবনে

বসন্ত-কাল ! আমার জীবনটা এক স্বতন্ত্র পৃথিবী, তা তুমি জানো না ! যদি পারি, একদিন তোমাকে এ-পৃথিবীর পুরাতত্ত্ব শুনাইব।

ইহার পরে কথা আর অগ্রসর হয় না। দু'জনে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। তার পর ঘড়িতে আটটা বাজে, মার্থা ধড়মড়িয়া উঠিয়া দাঁড়ায়।

নীচের তলায় এখানকার এক বুদ্ধিমান এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ডিস্‌পেন্‌সারি খুলিয়াছে। সে ডিস্‌পেন্‌সারির বারান্দায় পর্দা ফেলিয়া রোগীদের রোগ দেখিবার ছোট-আউটডোর আছে। সে আউটডোরে মার্থা রোগী দেখে। রোগীদের ফী দিতে হয় না। রোগ দেখিয়া মার্থা প্রেসক্রপসন্ লেখে। দাম দিয়া ডিস্‌পেন্‌সারি হইতে রোগীরা ঔষধ লয়। ঔষধের দাম হইতে মার্থা কিছু কমিশন পায়।

ঘড়িতে আটটা বাজিবামাত্র মার্থা তাই সচকিত হইয়া নীচে ছোটে··· রোগী দেখিতে হইবে।

কল্লোলের বারান্দা হইতে নীচেকার সেই আউটডোরের একাংশ দেখা যায়। বারান্দায় দাঁড়াইয়া কল্লোল দেখে, ভিড় করিয়া লোক আসিয়াছে রোগ দেখাইতে ! নানা জাতের রোগী···নানা বয়সের রোগী পুরুষ-রোগী, মেয়ে-রোগী।

সকালে মন যখন প্রভাত-রৌদ্রের স্নিগ্ধ আলোয় ভরিয়া আশায় উচ্ছ্বসিত হইতে চায়, সে-সময়ে পৃথিবীর এই বিকার-দৃশ্য ! এ দৃশ্যে মনের সব আলো নিবিয়া যায় ! দারুণ অন্ধকারে মন ভরিয়া ওঠে ! চোখের সামনে হইতে সব যেন মিলাইয়া যায় ! অন্ধকারের পট-ভূমির উপর শুধু জাগে মার্থা···যেন জ্যোতির রেখা !

সে-দিনও সকালে বারান্দায় চেয়ার টানিয়া সেই চেয়ারে বসিয়া কল্লোল চাহিয়া ছিল নীচের দিকে।

ঐ মার্থা···প্রৌঢ়া কুৎসিত নারী···এমন সুন্দর তাকে দেখাইতেছে! আশ্চর্য্য! অবিচল নয়নে কল্লোল তার পানে চাহিয়াছিল।

হৃষি আসিয়া ডাকিল—বাবু···

চেহারা দেখিয়া আর কথাবার্ত্তা শুনিয়া হৃষি বুঝিয়া ফেলিযাছে, কল্লোল যে-সে বাজে লোক নয়; নিশ্চয় কলিকাতার ধনাঢ্য সমাজের অলঙ্কার! তার উপর কল্লোল-নামটা সহজে মুখে আসে না; এবং এক-মাসের খোরাকির জন্য অগ্রিম দিয়াছে নগদ কুড়িটা টাকা। কাজেই বাবু বলিয়া কল্লোলের পায়ে নিজেকে অবলুণ্ঠিত করিবার গৌরব হৃষি ত্যাগ করিতে পারে নাই!

হৃষির আহ্বানে কল্লোল বলিল—এই যে হৃষি বাবু! কি খপর?

হৃষি বলিল—আজ আমার ছুটি। তাই এলুম আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে।

কল্লোল বলিল—বটে!

কথাটা বলিযা কল্লোল তেমনি সেই আউটডোরের দিকে চাহিয়া রহিল ···নীচে মার্থা একটা বর্ম্মীজ মেয়ের হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিতেছে।

হৃষি বলিল—কি দেখছেন?

কল্লোল বলিল—তোমাদের মেম-সাহেবের ডাক্তারী।

হৃষি বলিল—মেম-সাহেব ভারী ভালো। সকলের সঙ্গে ভাব। এ বাড়ীতে কারো অসুখ হলে খুব যত্ন করে ছাখেন। কারো কাছ থেকে একটি পয়সা নেন না কখনো···তা কি গরীব, কি বড়মানুষ···কারো কাছ থেকে নয়।

কল্লোল বলিল—এত দেশ থাকতে তোমাদের মেম-সাহেব এ-দেশে

কেন এলেন, তাই আমি ভাবি! মেম-সাহেবের আপনার জনও এখানে তো কেউ নেই!

হৃষি বলিল—না।

—উনি এখানে কত দিন আছেন?

হৃষি বলিল—তা প্রায় বিশ বচ্ছর।

বলিয়াই সে অর্দ্ধ-স্বগতভাবে হিসাব কষিতে লাগিল—এই ধরুন না, আমি এখানে আসি···এই সামনের কার্ত্তিকে হবে বাইশ বছর। আমি আসবার বছর-খানেক···না, দেড়-বছর পরে।

তার পর কণ্ঠ একটু উচ্চ হইল। হৃষি বলিল—বিশ বছর নয় বাবু, বিশ বছর ছ'মাস।

কল্লোল বলিল—তাহলে ওঁর বয়স হয়েছে?

হৃষি বলিল—হয়নি? নিশ্চয় হয়েছে। তা ধরুন, বয়স কত হবে? চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ? হুঁ, তাই। বড় ভালো লোক। এ যা লক্ষ্মী-ছাড়া দেশ বাবু···মেম-সাহেবের কিন্তু কোনো-রকম বেচাল দ্যাখেনি কেউ!

কল্লোলের মনের উপর যেন কাঁটার চাবুক পড়িল! সঙ্গে-সঙ্গে হৃষির উপর বিরূপতায় মন ভরিয়া উঠিল। লক্ষ্মীছাড়া দেশই বটে! নহিলে এই হৃষি·· তাকে বাবু বলিয়া ডাকে! আতিশো জানাইয়া বন্ধু সাজিতে আসিয়াছে···অথচ আসিয়াই মেম-সাহেবের চরিত্র-ব্যাখ্যা!

কল্লোলের ভালো লাগিল না। কল্লোল চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল, কহিল,—আমি এবার উঠছি হৃষি। একটু কাজ আছে।

হৃষি বলিল—কাজ! আমায় বলুন না বাবু। আমি থাকতে আপনি কাজ করবেন কি?

হাসিয়া কল্লোল কহিল—সে-কাজ তোমায় দিয়ে হবে না। বাড়ীতে চিঠি লিখবো।

এ কথায় হৃষি কেমন হক্‌চকিয়া গেল ! তার সুদৃঢ় ধারণা যেন এ-কথার আঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায় !

হৃষি বলিল—বাড়ীতে চিঠি লিখবেন ?

কল্লোল বলিল—হ্যাঁ···আমার স্ত্রীকে ।

হৃষির মুখে আর কথা ফুটিল না ।

কল্লোল গিয়া ঘরে ঢুকিল। ঢুকিয়া কাগজের প্যাড খুলিয়া বসিল। হৃষি ধীর-পায়ে নীচে নামিয়া গেল।

একটু পরে নীচেকার ঘরে স্বামি-স্ত্রীতে কথা হইতেছিল। স্বামী হৃষি। স্ত্রী নীরদা।

নীরদা বলিল—গৌরী ডাগর হয়েছে··তাকে দিয়ে ওঁর খাবার পাঠাবো···কি যে তুমি বলো ! তোমার মাথা খারাপ হয়েছে !

মাথা যে হৃষির খারাপ হয় নাই, হৃষি বেশ ভালো করিয়াই জানে ! কি জন্য কল্লোলকে এত খাতির করিতে চায়, সে-কথাটা নীরদাকে কি করিয়া বুঝাইয়া বলিবে, সেইটাই সমস্যা !

নীরদা বাটনা বাটিতেছিল। বসিয়া-বসিয়া হৃষি ভাবিতে লাগিল, কি করিয়া বুঝাইয়া দিবে !

হঠাৎ হৃষি বলিল—ভদ্দর লোকের পয়সা-কড়ি বেশ আছে, নীরু। বাড়ীতে ঝগড়া করে বর্ম্মায় চলে এসেছে। মেম-সাহেব বলছিল শুনিস্‌নি, এইখানেই পাকা-ভাবে থাকবে ?

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে নীরদার পানে চাহিল। ভাবিয়াছিল, নিশ্চয় কৌতূহল-বশে নীরদা দু-চারিটা প্রশ্ন করিবে !

কিন্তু নীরদার এতটুকু কৌতূহল দেখা গেল না। শীলে নোড়া ঠুকিয়া নিবিষ্ট-মনে সে হলুদ ছেঁচিতে লাগিল।

হৃষি বিপদে পড়িল। কাল হইতে যে-কথা তার মনে জাগিয়াছে··· আঃ, সংসারের শ্রী তাহা হইলে ফিরিয়া যায়! কিন্তু নীরদা এমন বাঁকিয়া আছে যে হৃষি ভূমিকা ফাঁদিবামাত্র নীরদা চোখ বাঁকাইয়া মুখ ঘুরাইয়া শাসন-ভর্ৎসনা সুরু করে!

হৃষির রাগ হইল। কথাটা না বলিতে পারিয়া তার বুকে যেন পাহাড় জমিয়া আছে! মস্ত পাহাড়! অফিস হইতে ফিরিতে ও-দিকে রাত্রি হইয়া যায়·· ঘরে একপাল ছেলে-মেয়ের চ্যাঁ-ভ্যাঁ · নীরদা কাহাকে ধরিয়া পিটিতে থাকে, কাহারো নড়া ধরিয়া টানে, কাহাকেও ভর্ৎসনায় ভরিয়া যমালয়ের পথে যাইতে বলে! তখন তার সে যা-মূর্ত্তি! সকালে নীরদার মেজাজ একটু ভালো থাকে বলিয়াই অফিস হইতে বহু-মিনতিতে আজ ছুটী লইয়া আসিয়াছে! তার নাম, কম্‌সে-কম পাঁচটা টাকা লোকসান! কুপন দিয়া যে-সব খরিদ্দার পাম্প হইতে পেট্রোল লয়, তাদের ড্রাইভারদের সঙ্গে বন্দোবস্ত, দু'-গ্যালন পেট্রোল দিয়া কাগজে চার গ্যালন লেখানো! ড্রাইভারের সঙ্গে এই দু'-গ্যালন ভাগ হয়·· অর্দ্ধা-অর্দ্ধি। নীরদা যদি তার কথা কাণে না তুলিবে, ছুটি লইয়া কেন মিথ্যা সে ঘরে থাকে? ঘরে থাকার মানে তো এই কেল্লার ফৌজদের চ্যাঁচামেচি আর সেই সঙ্গে নীরদার ভর্ৎসনা-ভোগ!

ভাবিতে ভাবিতে হৃষি মরিয়া হইয়া উঠিল। কহিল,—সংসারের সুখ-দুঃখের কথা যা বলি, একটু চুপ করে শোনো দিকিনি···তা না, কথা বলবার আগেই রেগে কাঁই!

ঝঙ্কার দিয়া নীরদা বলিল—বলো, কি বলবে। শীলে নোড়া ঘষে আমি হলুদ ছেঁচছি·· কাণ দুটোকে ছেঁচিনি, আর তোমার মুখখানাকেও ছেঁচিনি!

হৃষি বলিল,—একে বলে সংসার?· বাপ! যেমন মোষের খাটাল!

থালি শিং নেড়ে ঢুঁশুনি! এতগুলো ছেলেমেয়ে ··কার বাড়ীতে এমন আছে !

নীরদা ঝাঁজিয়া উঠিল। বলিল,—ছেলেমেয়ে নিয়ে তুমি খুঁড়োনা বলছি, খবদ্দার! কতবার তোমাকে মানা করেছি !

হৃষি বলিল—খুঁড়িনি বাবু। তোমার ছেলেমেয়েদের খুঁড়তে হলে যে-শাবলের দরকার, তেমন ধারালো শাবল এখনো কোনো কারখানায় তৈরী হয়নি !

রাগে গুম্ হইয়া নীরদা ঘষড়-ঘষড় করিয়া নোড়া ঘষিয়া হলুদ বাটিতে লাগিল ; কথার জবাব দিল না।

হৃষি বলিল—মেয়ে ডাগর হয়েছে, তাকে পার করবার চেষ্টা দেখতে হবে তো! বসিয়ে-বসিয়ে এতগুলোকে আমি কত দিন খাওযাবো, শুনি ?

নীরদা এবারো কথা কহিল না · আপন-মনে বাটনা বাটিতে লাগিল।

নীরদার স্তব্ধতায় হৃষির সাহস আর একটু বাড়িল। হৃষি বলিল—বম্মা-মুল্লুকে কোথায় পাবে শুনি তোমার ঘর-আলো-করা জামাই ? হুঁ:, অত আস্থা করো না, বুঝলে! এ তোমার বাঙলা দেশ নয় যে কুলুজী মিলিয়ে মেয়ের বিয়ে দেবে! মেয়ে হয়েছে, বেশ! মেয়ে ডাগর হয়েছে, ব্যস্!···মন্তর পড়ে বিয়েও তো করে কত বর, দেখছি···এখন আর ধম্ম-অধম্ম নেই, বুঝলে! শুধু টাকা আর টাকা! টাকা ছাড়া মানুষ আর-কিছু মানে না! তাই বলছিলুম, এ ভদ্দরলোক একা··· টাকা-কড়ি আছে! তোমার আচার-নিষ্ঠা·· দেশে গিয়ে ও-সব চালিয়ো··· বর্ম্মায় নয় !

রাগে নীরদার ছু'-চোখে আগুন জ্বলিল! মুখ তুলিয়া সেই আগুন-ভরা দৃষ্টিতে নীরদা চাহিল হৃষির পানে, কহিল—তুমি উঠবে এখান থেকে ?

হৃষি একটু সরিয়া বসিল, বসিয়া বলিল—মেয়ের বয়স হয়েছে। এ মুল্লুকে এই সাতশো-রকম লোকের সঙ্গে বাস করে' মেয়ের বিয়ে না দিয়ে তুমি তাকে ঠিক রাখবে, ভেবেছো? হুঁঃ, মেয়ে-বুদ্ধি আর কাকে বলে!·· মানে, এ হলো বর্ম্মা-মুল্লুক·· পথে-ঘাটে তোমার-আমার মতো যাদের গ্যাখো, তার অর্দ্ধেক লোক দেশ থেকে নাম কাটিয়ে এখানে এসেছে। তারা ধর্ম্ম করতে আসেনি! অধর্ম্মের ভার দেশ আর বইতে পারলো না বলেই এখানে এসেছে। ··বুঝলে, এখনো বলছি, আমার কথা শোনো···

অগ্নিমূর্ত্তি নীরদা মুখ তুলিয়া হৃষির পানে চাহিল। সে-দৃষ্টিতে মানুষের বুকের রক্ত জল হইয়া যায়!

হৃষি ছাড়িল না···হয় এস্‌পার, নয় ওস্‌পার! হৃষি বলিল—আহা, তা নয়। ভদ্দর লোক বিয়ে করতে পারে তো! তোমার মেয়ে দেখতে মন্দ নয়···কিছু লেখাপড়াও শিখেছে···

হাতের নোড়া সবলে হৃষির দিকে নিক্ষেপ করিয়া নীরদা বলিল—তুমি না মেয়ের বাপ?

নোড়া হৃষির পায়ে না লাগিলেও ছোড়ার ধরণ দেখিয়া সে লাফাইয়া উঠিল। উঠিয়া হৃষি বলিল—মেয়ের বাপ···আমাকে আমার কোন্ বাপ বাঁচাবে, তার ঠিক নেই! বলে, মেয়ের বাপ! হুঁঃ!

এ কথা বলিয়া হৃষি আর এক-মুহূর্ত্ত সেখানে দাঁড়াইল না, পথে বাহির হইয়া গেল।

৫

সন্ধ্যার ঠিক আগে ইরাবতীর তীরে কল্লোল সে-দিন বেড়াইতে গিয়াছিল। নদীর বুকে নৌকা, ষ্টীমার। ওখানে একখানা নৌকায় চাল বোঝাই হইতেছে, সেখানে ষ্টীমার হইতে কাঠ নামিতেছে···

আঘাটায় আসিয়া একটা ঝাঁকড়া শিশুগাছের নীচে কল্লোল বসিল। আকাশের গায়ে আবীর মাখাইয়া সূর্য্য জলের ও-পারে হেলিয়া পড়িয়াছে। বসিয়া কল্লোল কত-কি ভাবিতেছিল···

হঠাৎ কাণে শুনিল বাঙলা গান। পুরুষের কণ্ঠ। জলের বুক বহিয়া গান যেন ভাসিয়া তীরে আসিতেছে!

গায়ক গাহিতেছিল

সাগরের কূলে বসিয়া বিরলে
গণিব লহর-মালা,
মনোবেদনা কবো সমীরণে,
গগনে জানাবো জ্বালা···

কল্লোল বিস্ময় বোধ করিল। বাঙলা-থিয়েটারের গান! তাও এ-কালের দুর্ব্বোধ-ভাষায় রচা গান নয়! ছেলেবেলায় নিজের গ্রামে থাকিতে লোকের মুখে এ-গান শুনিয়াছে···অনেক বার। তার পর কৈশোরে সহরে আসিল···সহরে আসিয়া এ-গান আর শোনে নাই! সহরে এখন এ-সব গানের রেওয়াজ নাই। সহরের লোক এখন সিনেমার গান গায়···ইতর-ভদ্র সকলেই। পাপিয়া-বকুলের সঙ্গে বন্দিনী রাজ-কন্যার চূর্ণ-অলক-বাঁধা গান! সে-সব গানের বাণী শুনিয়া কল্লোলের প্রাণ একেবারে রী-রী করিয়া উঠিত।

গায়ক গাহিতেছিল

প্রতারণাময় মানব-প্রাণ
আর না হেরিব নর-বয়ান,
সমাজ-শ্মশানে রহিব না আর
বহিব না দুখ-ডালা !

কৌতুক-হাস্যে মন ভরিয়া উঠিল। এ বাঙলা দেশ নয়···বর্ম্মা-মুল্লুক ! এখানে কার মনে এমন ব্যথা লাগিল যে সমাজকে শ্মশান বলিয়া মনে হইতেছে এবং মানুষের মুখ আর কখনো দেখিবে না বলিয়া এমন আর্ত্ত অভিযোগ তুলিযাছে !

ভাবিল, এ-গান যিনি লিখিয়াছেন, পৃথিবীর জ্বালা-যাতনা কি তিনি এমন গভীর ভাবে কখনো উপলব্ধি করিয়াছিলেন ?

নৌকার গান আরো কাছে আসিল। পারানী-নৌকা। কল্লোলের সামনে আঘাটায় নৌকা লাগিল। নৌকা হইতে একরাশ লোক নামির্ল। বর্ম্মীজ, চীনা, বলিনীজ্···একজন শুধু বাঙালী।

কল্লোল বুঝিল, এ-গান ঐ বাঙালী যাত্রী গাহিতেছিল।

যাত্রীরা তীরে উঠিল। বাঙালী-যাত্রীটির পানে কল্লোল একাগ্র-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

যেন চেনা-চেনা মুখ ! কল্লোল উঠিয়া দাঁড়াইল। যাত্রীর কাছে আসিল। তখনি চিনিল। অনাদি ! অনাদি ছিল কলেজে তার সহপাঠী; ···দিল্‌খোলা অনাদি···ক্লাশে সে দু' হাতে সকলকে সিগারেট বিতরণ করিত।

কল্লোল ডাকিল,—অনাদি !

স্তম্ভিত দৃষ্টিতে কল্লোলের পানে চাহিয়া যাত্রী দাঁড়াইল। আধ-মিনিট কল্লোলকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিল,—কল্লোল !

মৃদু হাস্যে কল্লোল বলিল,—হ্যাঁ।

অনাদি কহিল,—এখানে ?

কল্লোল কহিল,—তুমি যদি আসতে পারো, আমিই বা কেন আসবো না, বন্ধু ?

অনাদি বলিল,—হুঁ···কিন্তু আমার পক্ষে আসা সহজ। তুমি এক জন ব্রিলিয়াণ্ট ষ্টুডেণ্ট···হাইকোর্টের বেঞ্চ একদিন তোমাকে বুকে নেবার জন্য উদ্‌গ্রীব···

হাসিয়া কল্লোল কহিল,—আমাকে বুকে না পেলেও হাইকোর্টের বেঞ্চ কোনো দিন খালি থাকবে না, অনাদি। আর জানো তো, ভালো ছেলে হয়ে বেঞ্চে বসবার রুচি বা প্রবৃত্তি আমার কোনো কালে ছিল না।

যাত্রীরা একে-একে চলিয়া গেল···তীরে এখন শুধু অনাদি আর কল্লোল।

অনাদি কহিল,—তামাসা নয়···রেঙ্গুনে আছো কদ্দিন ?

কল্লোল কহিল,—তা এক-বছরের কিছু বেশী কাটলো এখানে।

—কিছু করছো ?

—ভ্যাগাবণ্ডাইজ্জিং।

—হুঁ।

অনাদির মনে পড়িল কল্লোলের কলেজ-জীবনের ইতিহাস। লেখাপড়ায় কল্লোল ছিল সবার উপরে ··কল্লোলের গলায় ইউনিভার্সিটি তার মেডেলের মালা দুলাইয়াছে চিরদিন! কিন্তু ঐ ইউনিভার্সিটির গণ্ডীটুকুর মধ্যেই কল্লোলের যা কিছু ব্রিলিয়ান্স! সে-গণ্ডীর বাহিরে কল্লোল কি যে না করিয়া বেড়াইয়াছে···কি-অবস্থায় কোথা হইতে তাকে আনিয়া এগজামিনের হলে বসানো হইত!···কিন্তু সে-নেশা আজো কাটে নাই ? এখনো কল্লোল ··

বিস্মিত স্তম্ভিত দৃষ্টিতে অনাদি কল্লোলের পানে চাহিয়া রহিল।

কল্লোল বলিল,—গান গাইতে গাইতে নৌকো করে তুমি এলে, দেখলুম।

হাসিয়া অনাদি বলিল,—হ্যাঁ। গানটা আমার গলায় কেমন এঁটে আছে। কারো সঙ্গে যখন কথা না কই একা থাকি, তখনি গান গাই। ও আমার রোগ, জানো তো! কলেজের বারান্দায় সেই এক দিন··· মনে নেই?

কল্লোল বলিল,—মনে আছে বৈ কি। তার পর···এখানে সংসার পেতেছো? কাজ-কর্ম্ম করছো?

অনাদি বলিল,—খেয়াল হয়েছে···একটু আস্তানা পেতেছি। আস্তানা রক্ষা করতে পয়সা চাই···তোমার মতো ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স তো নেই, ভাই!

গম্ভীর কণ্ঠে কল্লোল বলিল,—হুঁ।

অনাদি বলিল,—কিন্তু···অফ্ অল্ পার্শন্‌স্ তোমাকে দেখবো বর্ম্মায় ···এ আমার স্বপ্নের অগোচর!

কল্লোল বলিল,—তোমরা যদি বর্ম্মায় আসতে পারো, আমার পক্ষে বর্ম্মায় আসা কেন অসম্ভব হবে, বুঝতে পারি না। তবে আমার আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে যে, আস্তানা পাতাই যদি তোমার উদ্দেশ্য ছিল, তাহলে সে-আস্তানা বাঙালা-দেশে না পেতে সুদূর বর্ম্মায় পাতবার হেতু?

মৃদু হাস্যে অনাদি বলিল,—হেতু আছে। কিন্তু তার আগে···ভালো কথা, এখানে কোথায় আছো?

কল্লোল বলিল,—সুরাটী বাজারে আছি···চায়না ষ্ট্রীটে। মস্ত চার-তলা ফ্ল্যাট। তারি চার-তলায় একখানা কামরা নিয়েছি। করবার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া করি, গল্প করি আর বেড়াই।

—একলা আছো? না···

মৃদু হাসিয়া কল্লোল কহিল,—আপাততঃ একলা আছি।

অনাদি কহিল,—বটে! তাহলে আমার সঙ্গে আমার আস্তানায় এসো। আমি আস্তানা নিয়েছি চায়না ষ্ট্রীটের আরো ওদিকে··থীবো লেনে। চমৎকার জায়গা। ইরাবতী ওখানটায় বেঁকে গেছে। সেই বাঁকের মুখে খানিকটা চড়া পড়ে একটা দ্বীপের মতো হযেছিল··· এখন জল শুকিয়ে দ্বীপত্ব ঘুচে সেটা প্রমণ্টরি হযে উঠেছে। বাঁশ আর বেতের ঝাড়···যাকে বলে খাশা ন্যাচারাল বিউটি! আসবে আমার সঙ্গে?

আলস্যভরে কল্লোল বলিল, —চলো।

দু'জনে হাঁটিতে সুরু করিল···

চলিতে চলিতে অনাদি বর্ম্মায় আসিয়া তার আস্তানা পাতিবার কাহিনী বলিল।

বলিল···

বি-এ পাশ করিয়া কলিকাতায় একটা চাকরি জুটাইয়াছিল এবং সেই সঙ্গে বিবাহ করিয়া ঘরে বধূ আনিয়াছিল। অর্থাৎ বাসনা ছিল পাঁচ জনের মতো চিরাচরিত প্রথায় সংসার পাতিবে। পাতিয়াছিলও তাই। কিন্তু সংসার পাতিবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রহগুলা এমন বাঁকিয়া বসিল অর্থাৎ চার বৎসরে তিনটে ছেলেমেয়ে···সঙ্গে সঙ্গে খরচ-পত্রের বাহুল্য··· ডাহিনে আনিতে বাঁয়ে কুলায় না! তার উপর যে-বধূকে প্রাণের প্রেয়সী ভাবিয়া কাব্য-সুখে বিভোর ছিল, সে-প্রেয়সী সহসা এমন রুক্ষ কর্কশ-ভাষিণী হইয়া উঠিল যে প্রহার করিয়াও তাকে শায়েস্তা করিতে পারে নাই! তার উপর পাওনাদারদের সুতীক্ষ্ণ শরক্ষেপ · দায়িত্বের বাঁধনে প্রাণ একেবারে বাহির হইবার জো! একদিন তাই ধুত্তোর্ বলিয়া সকল দায় হইতে মুক্তি লাভ করিতে বর্ম্মায় চলিয়া আসিয়াছে। পেটটাকে রাখিয়া আসিতে পারে নাই, তাই পেটের দায়ে একটা

চাকরিও সংগ্রহ করিতে হইয়াছে; এবং সেই সঙ্গে একটু আরাম পাইবে বলিয়া···

অর্থাৎ বিবাহ-করা স্ত্রী নয়। মানে, বিবাহে অনেক দায়। শিকলের মতো সে-দায় এমন আঁটিয়া ধরে যে সে-শিকল কাটা যায় না! ইহাতে মস্ত সুবিধা এই যে কতকগুলা ছেলেমেয়ের ভার অসহ্য মনে হইবামাত্র চট্ করিয়া সরিয়া পড়া চলে···ধূমকেতুর পুচ্ছের মতো আগুনের দাহ লইয়া তাড়া করে না! অনাদি রিয়ালিষ্ট! বর্ম্মায় সেন্টিমেণ্টের বালাই নাই! ছেলেমেয়ে হইয়াছে, হোক্। শাক-ভাত খাইয়া যদি বাঁচে, বাঁচিবে! তাদের লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিতে হইবে, আচারে-ব্যবহারে তারা ভদ্র হইবে, তার পর জীবনে তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—এ-সব দুশ্চিন্তার এক-তিলও কখনো মনে জাগে না! তাদের দেহ শক্ত-সমর্থ হইলে···এত বড় মগের মুল্লুক পড়িয়া আছে···খুঁটিয়া খাইবে ঠিক! বাঙালী-বাবু সাজিয়া দুঃখকে সার করিয়া পড়িয়া থাকার হাঙ্গামা এখানে নাই! কথায় বলে, জীব দিয়াছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি! এ-কথা বর্ম্মায় যেমন খাটে···

কল্লোল একাগ্র মনে অনাদির কাহিনী শুনিল। মনে হইতেছিল, যে-দুর্দ্দিন সমাগত···ছাপোষা গৃহস্থের পক্ষে আজিকার দিনে এ-ফিলজফি শিরোধার্য্য করা ছাড়া অন্য কি উপায়ই বা আর আছে!

কাহিনী শেষ হইলে অনাদি দুম্ করিয়া প্রশ্ন করিল,—এ মুল্লুকে আস্তানা নেছো এক-বচ্ছর···এতদিনে এখানে কি পেলে যে এক-বছরেও এখানকার মায়া কাটলো না?

কল্লোল বলিল, এ-মুল্লুকে আসিয়া কি করিয়া তার দিন কাটিয়াছে! গাওয়ার ষ্ট্রীটের হোটেল···মা-পান···মা-পানের মেয়ে মা-শী···নিজের মেয়ে চাঁপা···তার পর মা-শী, চাঁপা—সব ছাড়িয়া এক দিন

সরিয়া পড়া! অসুখ···হাসপাতাল···নার্শ মার্থা·· মার্থার অযাচিত করুণা···

শুনিয়া অনাদি বলিল,—নার্শ মার্থা! ডিস্পেন্সারির আউট-ডোরে যিনি রোগী দেখেন?

কল্লোল বলিল,—হ্যাঁ।

অনাদি বলিল,—মেম-সাহেব খুব ভালো! সেবার যখন আমার ঐ মেয়েটা হয়···তার মাদারের একেবারে যায়-যায় দশা! সে-সময় ঐ নার্শ মার্থাই ঢাকী আর ঢাক—দুটোকেই রক্ষা করলে!

কথায়-কথায় অনেকগুলা পাড়া পার হইয়া দু'জনে আসিল দরিদ্র-পল্লীতে। চ্যাঁচা বাঁশের বেড়া-দেওয়া ঘর, ঘরের চাল খড়ে-পাতায় ছাওয়া···এ-সব ঘরে যত বর্ম্মীজ কারিগর আর দোকানী-পশারীর বাস। মুখে চুরুট মেয়েরা পথে বসিয়া বেতের টুকরি তৈয়ারী করিতেছে। কাগজের ফুল, গালার মালা, বাঁশের পেঁটারি তৈয়ারী করিতেছে।

দু'-চারিটা মোড়ের পর ইরাবতীর বাঁক। মস্ত চড়া। চড়ার উপর বেত আর বাঁশের ঘন ঝোপ। সেই ঝোপের ফাঁকে-ফাঁকে ক'খানা কুটীর। তারি একটা কুটীরের সামনে আসিয়া অনাদি ডাকিল,—বুনো···

সে-ডাকে আট-বছর বয়সের একটি ছেলে বাহির হইয়া আসিল। কল্লোলের পানে চাহিয়া অনাদি বলিল,—ছেলে···তার পর বুনোর দিকে চাহিয়া বলিল,—দুটো বেতের মোড়া নিয়ে আয় ঐ বেতের ঝোপে। আর তোর মাকে বল্ চায়ের জল চড়াতে···বুঝলি?

বুনো বলিল,—বুঝেছি।

অনাদি বলিল,—তোর মাকে বলবি, আমার এক বন্ধু এসেছেন··· কলকাতার বন্ধু···তাঁর জন্য যেন খাবার নিয়ে আসে।

বুনো চলিয়া গেল। অনাদি বলিল,—বাড়ীর মধ্যে তোমাকে আর

নিয়ে যাবো না। ভাববে, কি করে এ-গোয়ালে বাস করছি! মোড়া আনুক···বাইরে বসবো।

এখানকার এই কদর্য্য আবহাওয়ায় কল্লোল কেমন অস্বস্তি বোধ করিতেছিল! বলিল,—এর মধ্যে বাস করছো অনাদি!

অনাদি বলিল,—জীবনটাকে খুব সিরিয়স্ বলে মনে করি না বলেই পারছি, বোধ হয়!···আসল কথা কি জানো কল্লোল, মনে যখন বিরূপতা জাগে, মনকে তখন এই বলে প্রবোধ দি···সভ্য-সমাজের আইন-কানুন, নিষেধ-শাসন মেনে বাস করে তো দেখেছি—আষ্টে-পৃষ্ঠে ভীষণ বাঁধন! সকলের মন রেখে, সকলের কাছে মান রেখে বাস করা···ওঃ, হাউ ট্রব্‌ল্‌সাম্! তার চেয়ে নেচারের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে বাস করায় মস্ত আরাম আছে। এখানকার এ-জীবনে দুঃখ নেই, অতৃপ্তি নেই! এখানে কেউ আমাকে হিংসা করবে না, আমিও পরের শ্রীবৃদ্ধি দেখে মনে-মনে জ্বল্‌বো না! তা ছাড়া কোনো দিকে দায়-দায়িত্ব নেই···কোয়ায়েট্ ফ্রী!

বুনো মোড়া আনিয়া দিল। একটা বেত-ঝাড়ের সামনে মোড়া পাতিয়া দু'জনে বসিল।

তার পর দু'জনে বসিয়া কথা·· নানা কথা।

একটু পরে বুনো আবার আসিল; তার হাতে চায়ের পেয়ালা, কেট্‌লি। সঙ্গে বুনোর মা। মার হাতে রুটি, তরকারী আর বর্ম্মীজ মিঠাই।

অনাদি বলিল,—এসো···তার পর কল্লোলের পানে ফিরিয়া কহিল,—ইনি হলেন গিন্নী। নাম দয়াময়ী। নামটি কে রেখেছিল, জানি না··· তিনি মানুষ চিনতেন।

তার পর দয়াময়ীর পানে চাহিয়া অনাদি বলিল,—আমার পুরোনো

বন্ধু কল্লোল রায়। সহরের সৌখীন মানুষ। আলাপ করো।···গঙ্গা কি করছে? তাকেও ডাকো।

দয়াময়ী চাহিল বুনোর পানে, বলিল,—গিয়ে তোর মাসিকে বল্, ফল ছাড়িয়ে শীগগির করে যেন নিয়ে আসে।···নিজে যেন নিয়ে আসে।

কল্লোলের পানে চাহিয়া অনাদি বলিল,—বেচারী গঙ্গা!···সত্যি কল্লোল তাকে তোমার ভালো লাগবে!···এক হতভাগার পাল্লায় পড়ে বর্ম্মায় এসেছিল। স্রেফ্ লভ্। কলকাতায় দিব্যি ছিল। একটা থিয়েটারে এ্যাক্ট করতো··দু'শো টাকা মাইনে পেতো। তার পর জুটলো এক হতভাগা। তার পাল্লায় পড়ে এখানে এলো। হতভাগা বলেছিল, বিয়ে করবে···দেশে বিয়ে করা যাবে না, তাই বর্ম্মা!···এই লোভ দেখিয়ে গঙ্গা এখানে আনে। এনে কোথায় বিয়ে! হুঁঃ। বেচারীর তিন-চার হাজার টাকার গহনা আর নগদ প্রায় দেড়-হাজার টাকা নিয়ে একদিন দে লম্বা!···পথে বসে গঙ্গা কাঁদছিল। দেখে আমার এই গিন্নী-দয়াময়ীর দয়া হলো···নিয়ে এলেন নিজের কাছে।···বোনের মতো গঙ্গাকে এখন পালন করছেন। মেয়েটা সত্যি খুব ভালো হে!

কল্লোলের মনে আঘাত লাগিল। এত অনাচারেও মনের আদিম-সংস্কার একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই! কল্লোল ভাবিল, এই সব অভাগিনীর নামে সমাজ খড়্গহস্ত! অথচ এদের চেয়ে অধম ঐ সব ভদ্র পুরুষ·যারা এদের সঙ্গে প্রতারণা করে! কল্লোল বলিল,—আমার ভারী দুঃখ হয় অনাদি, যখন ওদের কথা ভাবি।

মৃদু কটাক্ষে কল্লোলের পানে চাহিয়া দয়াময়ী বলিল,—আমাদের কথা ভেবে বাবুদের তাহলে দয়া হয়!

অনাদি বলিল,—চুপ···ও নিয়ে মামুলি ব্যঙ্গ আর কেন? আমরা মানি গো, তোমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছো যাদের পাশে বিয়ে-

করা অনেক ভদ্র-ঘরের স্ত্রী দাঁড়াতে পারে না! না ভালোবাসার নিষ্ঠায়, না আত্ম-দানে!

গঙ্গা আসিল। তার হাতে বর্ম্মীজ রেকাবিতে কাটা ফল। মূর্ত্তি শান্ত···দেহে রূপের বিভা···সে-বিভায় এতটুকু উগ্রতা নাই!

কল্লোল দেখিল। এই কদর্য্য পল্লীতে এমন মূর্ত্তি দেখিবে, কল্পনা করে নাই!

বসিয়া অনেক কথা হইল। গঙ্গাকে উদ্দেশ করিয়া কল্লোল দু'-চারিটা কথা বলিল। ভাবিল, গঙ্গাও সে-কথায় যোগ দিবে! কিন্তু গঙ্গা কোনো কথা কহিল না।

কল্লোল ভাবিল, রহস্য? না, দাম বাড়াইতে চায়?

দূরে কোথায় চার্চ্চ,না,মন্দির ছিল, ঘড়িতে ঢং-ঢং করিয়া আটটা বাজিয়া গেল। কল্লোলের হুঁশ হইল। কল্লোল বলিল,—রাত হয়ে গেছে। উঠি···

ইহার মধ্যে কখন্ বোতল আনিয়া অনাদি বোতল খুলিয়া বসিয়াছে। ক'পাত্র নিঃশেষ করিয়াছে···এখন আর-এক পাত্র ভরিয়া কল্লোলকে কহিল,—সত্যি খাবে না? এমন পণ করে মদ ছেড়েছো, বন্ধু?

কল্লোল বলিল,—পণ করিনি। তবে মদ ছেড়েছি। আর কখনো খাবো না, এমন কথা বলছি না। তবে আপাততঃ ওতে রুচি নেই!

সে-পাত্র নিঃশেষ করিয়া অনাদি বলিল,—কেন মদ খাই জানো? না খেলে সাদা চোখে এদের সঙ্গে বাস করতে পারতুম না। তোমাদের গান্ধিজী বলেন, বামুন-কায়েত্-বদ্যি সকলে তোমরা হাড়ি-ডোম-চণ্ডালের সঙ্গে মিশে এক হও! সেই সঙ্গে আবার বলেন, মদ ছাড়ো!···অসম্ভব কথা! মদ ছাড়লে এদের সঙ্গে মিলে-মিশে এক হওয়া যায় না···আমি তা মর্ম্মে-মর্ম্মে বুঝি।

৬

বাড়ী ফিরিয়া কল্লোল সঙ্কোচ-ভরে আসিয়া মার্থার ঘরের সামনে দাঁড়াইল।

ফুলে-পাতায় সাজানো ঘর। ডিনার-টেবিল সজ্জিত। ঘরে মার্থা··· আর আছে হুবির স্ত্রী নীরদা, তার মেয়ে গৌরী এবং দীনবেশ একজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান।

কল্লোলকে দেখিয়া মার্থা বলিল,—আমার জন্ম-দিনের উৎসব! তোমাকে অত করিয়া বলিলাম, আর তুমি এ-উৎসবে যোগ দিলে না!

কুণ্ঠিত স্বরে কল্লোল বলিল,—হঠাৎ একজন পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে পথে দেখা হলো। সে তার বাসায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল। তার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে···তাদের ওখানে দেরী হয়ে গেল। আমায় ক্ষমা করো।

মার্থা বলিল,—এসো···বসো। বসে মুখে কিছু দাও।···সকালে যে-ফুল উপহার দেছো, মোষ্ট লাভ্লি ফ্লাওয়ার্স··· আমার ধন্যবাদ!

কল্লোলকে দেখিয়া হুবির স্ত্রী নীরদা জড়োসড়ো মূর্ত্তিতে সরিয়া গিয়া চাপা গলায় বলিল,—আমরা আসি।

এ-কথা বলিয়া নীরদা এক-মিনিট দাঁড়াইল না। মেয়ে-গৌরীকে লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

আবছা-আভাসে কল্লোল দেখিল গৌরীকে···মেয়েটি দেখিতে বেশ লজ্জা-সরমও আছে!

মার্থা কহিল,—বসো ক্যালল। আমার হাতের কেক খাইয়া তবে তুমি যাইতে পাইবে।

তার পর মার্থা চাহিল এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের দিকে। বলিল,—তুমি এখন এসো বিল।

এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের নাম উইলিয়াম।

কাতর করুণ নয়নে সে চাহিল মার্থার পানে···ডাকিল,—মার্থা··

—ও নো···যাও। তোমাকে পনেরো টাকা দিয়াছি। আবার টাকার দরকার হইলে কুড়ি দিন পরে আসিয়ো···কিছু দিব। তার আগে আসিলে এক-পয়সা পাইবে না।

বিল একটা নিশ্বাস ফেলিল।

মার্থা বলিল,—দেরী করো না, যাও। গুড নাইট্। রাত্রে ভয় হয়, তোমার হাতে টাকা···কি তুমি করিবে!

বিল বলিল,—বিশ্বাস করো মার্থা, আমি মদ ছাড়িয়া দিয়াছি।

মার্থা বলিল,—ছাড়িয়া থাকো, তোমারি মঙ্গল। কিন্তু আর নয়, বিল···আধ ঘণ্টা ধরিয়া তোমাকে চলিয়া যাইতে বলিতেছি, কেন তুমি কথা শুনিতেছ না?

বিল বলিল,—চলিয়া যাইব বলিয়া আমি আসি নাই। আজ তোমার বার্থ-ডে ··আমাকে ক্ষমা করো···ভিক্ষা দাও মার্থা!

মার্থা ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। এবং এবার একটু রূঢ় স্বরেই বলিল,—নো ননসেন্স প্লীজ! আই ডিটেষ্ট সীন্স্!

বিল আবার একটা নিশ্বাস ফেলিল, ফেলিয়া বলিল,—ইউ আর এ্যাজ হার্ড এ্যাজ ষ্টোন্! ইউ শী মার্থা···

মার্থা উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিল মার্থার পানে চাহিয়া আরো কি বলিতে যাইতেছিল, মার্থা বলিল,—আর একটি কথা শুনিব না। প্লীজ্, প্লীজ্ বিল্···

বলিয়া খোলা দ্বারের দিকে সে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিল।

বিল হাত বাড়াইল···

কল্লোল বুঝিল, এবারে চলিয়া যাইবে···বিদায়-সম্ভাষণের জন্য কর-মর্দ্দন করিতে চায়।

মার্থা কিন্তু বিলের হাত ধরিল না। বলিল,—এক্সকিউজ মী! নো ফাশ্।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া···যেন গভীর শ্রান্তি-ভরে টলিতে টলিতে বিল চলিয়া গেল।

মার্থা দাঁড়াইয়া আছে স্তম্ভিত নির্ব্বাক্···তার দু'চোখের দৃষ্টি···যেন জীবন্ত মানুষের চোখের দৃষ্টি নয়! পুতুলের চোখে তুলি দিয়া আনাড়ি-শিল্পী যেমন দৃষ্টি আঁকিয়া দেয়, তেমনি!

রঙ্গমঞ্চে কল্লোল যেন একখানা নাটকের শেষ দৃশ্যটুকু মাত্র চোখে দেখিল! আগেকার নানা দৃশ্যে এ-নাটকের কি-সব ঘটিয়া গিয়াছে, তার কিছু জানে না!

প্রায় পাঁচ মিনিট কাটিল।

তার পর নিশ্বাস ফেলিয়া মার্থা কল্লোলের পানে ফিরিয়া চাহিল; বলিল,—আই এ্যাম সরি ফ্রেণ্ড, তোমাকে চুপচাপ বসাইয়া রাখিয়াছি! কেক্ আনি।

কল্লোলকে প্রশ্ন-নিক্ষেপের অবকাশমাত্র না দিয়া মার্থা গিয়া ছোট রেফ্রিজারেটর খুলিল। তার পর কেকের প্লেট বাহির করিয়া আনিয়া টেবিলের উপর রাখিল। নিজের হাতে কল্লোলের সামনে প্লেট রাখিয়া সে-প্লেটে কেক্ পরিবেষণ করিল; নিজের জন্যও আলাদা একটা প্লেটে কেক্ রাখিল। রাখিয়া কল্লোলের পানে চাহিল···

কল্লোলের দু'চোখের দৃষ্টিতে কৌতূহল···বন্যায় নদীর জল যেমন টল্‌টল্

করে, কৌতূহল তেমনি টল্‌টল্ করিতেছে! চোখ ছাপাইয়া এখনি যেন ঐ কৌতূহল···

মার্থা বলিল,—ইউ সীম্ সো ভেরি কিউরিয়স!

কল্লোল বলিল,—ইয়েস্···ইট্ ইজ সো ড্রামাটিক!

হাসিয়া মার্থা বলিল,—ইয়েস্, ইট ইজ ড্রামা! মাই লাইফ্‌স্ ড্রামা! ট্রাজেডি অফ মাই লাইফ!

মুখে হাসির রেখা থাকিলেও মার্থার স্বর অশ্রুর বাষ্পে ভিজিয়া জমাট গাঢ়।

কল্লোলের দেহের রক্ত খরস্রোতে চকিতে গিয়া মাথায় উঠিল। স্থির অবিচল নেত্রে সে মার্থার পানে চাহিয়া রহিল।

মার্থা নিশ্বাস ফেলিল। বেশ বড় নিশ্বাস! নিশ্বাস ফেলিয়া মার্থা বলিল,—বিল্···মাই হাসব্যাণ্ড ··এ্যাণ্ড ষ্টীল নট্ এ হাস্‌ব্যাণ্ড! ল ওণ্ট রেকগ্‌নাইজ্ হিম···নর্ উড রেকগ্‌নাইজ্ দী ম্যারেজ!

কল্লোল বুঝিল, রহস্য আছে! হয়তো এ-বিবাহে আইনের কোনো গলদ·

মার্থা বলিল,—থাও বন্ধু। চুপ করিয়া বসিয়া এত কি ভাবিতেছ? ও···শুনিবে তবে? কলিকাতায় থাকিতে বিল্‌কে আমি জানিতাম··· তখন আমি ইয়ং মেড্···বিল ছিল ফাইন্ ইয়ং ম্যান্। দুঃখ করিয়া বলিত, বিলের কেহ নাই···সে চায় বন্ধু, সঙ্গিনী। বলিত, আমাকে ভালোবাসে! ছায়ার মতো আমার পিছনে ফিরিত। আচার-ব্যবহার ছিল চমৎকার! আমার মনে করুণা হইল। সেই করুণা হইতে ভালোবাসা! জীবনে তখন নব-বসন্ত। সব ভালো দেখি। কোনো-কিছুতে ভয় ছিল না, অবিশ্বাস বা সন্দেহ ছিল না! ভাবিতাম, পৃথিবী যেন স্বর্গ! বিল বলিত, আমি যদি বিবাহ না করি, তার জীবন

মরুভূমি হইয়া যাইবে। আমি বিবাহ করিলাম। তার পর হনিমুনে দু'জনে গেলাম ব্যাঙ্গালোর। এক মাস পরে ফিরিলাম। যেমন ফিরিয়া আসা, পুলিশের ওয়ারেণ্টে বিল গ্রেফতার হইল। শুনিলাম, তার স্ত্রী বাঁচিয়া আছে। স্ত্রী খোরাকীর নালিশ করিয়াছিল···বিল গা-ঢাকা দিয়া আমার ওখানে পড়িয়া থাকিত। আমার বাবার ছিল টাকা···আমি তাঁর একমাত্র কন্যা··আমার টাকা হাত করাই ছিল বিলের উদ্দেশ্য!

অশ্রুর বাষ্পে মার্থার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।

স্তম্ভিত দৃষ্টিতে কল্লোল চাহিয়া আছে মার্থার পানে। তার মুখে কথা নাই। চেতনা যেন লোপ পাইয়াছে! মনে হইতেছিল, কবে যেন একখানা বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় দেখিয়াছিল···স্বপ্নে এখন যেন সেই নাটকের কথা মনে ভাসিয়া আসিয়াছে!

চেতনা ফিরিল মার্থার কণ্ঠস্বরে··

মার্থা বলিতেছিল,—টাকাই যদি চাই, সে-কথা আমাকে বলিতে পারিত! আমার সঙ্গে এ-প্রতারণার কি প্রয়োজন ছিল? বিলের কাছে আমি কোনো অপরাধ করি নাই। সমাজে আমাকে এতখানি হেয়, হাস্যাস্পদ সে কেন করিল, বলিতে পারো?

কল্লোলের মনের উপর যেন কাহারা বিপুল কলরব জুড়িয়া দিয়াছে! ভাষায় তাহাদের সে-কলরব জাগিয়া কল্লোলের কণ্ঠে ফুটিল। কল্লোল বলিল,—এখনো বিলকে তুমি ভালোবাসো?

—ভালোবাসি! হাউ ষ্ট্রেঞ্জ! মেয়ে-জাতটা নির্ব্বোধ, তা বলিয়া তাদের এত বেশী নির্ব্বোধ ভাবো?

কল্লোল বলিল,—যেটুকু বুঝলুম, তাতে মনে হচ্ছে, বিল মাঝে মাঝে আসে···তোমার কাছে টাকা চায়·· তুমি তাকে টাকা দাও···

মার্থা বলিল,—ভিখারীকে সকলেই টাকা দেয়! তোমার কাছে ভিক্ষা চাহিলে তুমি টাকা দিতে না?

কল্লোল বলিল,—যে-রকম করুণ ভাবে তোমার এখানে থাকতে চাইলো!···তোমাকে ভালোবাসে।···কিন্তু ভালো কথা, ওর সে-স্ত্রী এখনো বেঁচে আছে?

—না। আজ দু'বছর মারা গিয়াছে। বিল আসিয়া বলে, ক্ষমা করিয়া এখন যদি আমি তাকে বিবাহ করি, সে-বিবাহ সত্যকার বিবাহ হইবে।

কল্লোল বলিল,—হয়তো যে-স্ত্রী ছিল, বেচারী তার জ্বালায়···

বাধা দিয়া মার্থা বলিল,—সত্য কথা। আমি শুনিয়াছি, সে-স্ত্রী ছিল দারুণ দুষ্ট! কর্কশ বাক্যবাণে সর্ব্বদা উহাকে বিদ্ধ করিত!···এ-ব্যাপারের পর লজ্জায় আমি কলিকাতা ছাড়িয়া, ইণ্ডিয়া ছাড়িয়া, সকলকে ছাড়িয়া বর্ম্মায় আসিয়াছি।···বিল আজ দেড় বৎসর বর্ম্মায় আসিয়াছে। আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে। চাকরি করে। মোটর-মিস্ত্রীর কাজ। মাহিনা অল্প। ঘরে বিধবা মা আছে··বাত-রোগী এক বিধবা বোন আছে। বিল আসিয়া কাঁদে···নড়িতে চায় না। বলে, আমায় সত্য-সত্য ভালোবাসে! বলে, এখন বিবাহ করিলে আইন তাহা মঞ্জুর করিবে!

কল্লোল বলিল,—বিবাহ করতে বাধা আছে?

মার্থা বলিল,—মানুষ একবার যদি বিশ্বাস-ভঙ্গ করে, তাকে আর যে-কেহ আবার বিশ্বাস করিতে পারিলেও আমি পারি না। এ-জন্য আমার মনকে দুর্ব্বল বলো বা যে-দোষই দাও, আমি নিরুপায়!

কল্লোল বলিল,—কিন্তু তোমার সমাজে বনিয়াদি-ঘরেও আখচার ডিভোর্স্ হচ্ছে। আবার ডিভোর্স-করা সেই স্বামি-স্ত্রীকেই তোমার

সমাজ সম্মান করছে। ডিভোর্স-করা মহিলাকেও ধনী-বনিয়াদী পুরুষ বিবাহ করে' তাকে আবার মাথায় তুলছে!

মুখখানাকে বিকৃত করিয়া মার্থা বলিল,—রট্...আমি সত্য আশ্চর্য্য হই, বিবাহ সব-চেয়ে সেক্রেড-ট্রাষ্ট...সে-ট্রাষ্ট একবার যে ভাঙ্গে, মনের ব্যাপারে মানুষ কি করিয়া আবার তাকে বিশ্বাস করে?

৭

রাত্রে কল্লোলের ঘুম আর আসে না! মার্থার নিষ্ঠার কথায় বুক হইতে মাথা পর্য্যন্ত ভরিয়া আছে!

কল্লোল ভাবিতেছিল, মানুষকে আমরা যা ভাবি, সবাই তেমন নয়! কি বিচিত্র এই মানুষের মন!...বিলকে মার্থা বিবাহ করিয়াছিল—নিমেষের মোহ! সেই বিলের জন্য দেশ ছাড়িয়া, আত্মীয়-বন্ধু ছাড়িয়া বর্ম্মায় আসিয়া স্বেচ্ছায় বেচারী এই নির্ব্বাসন-দুঃখ বরণ করিয়াছে! বিলের এমন কীর্ত্তি! এখন আবার সেই বিল আসিয়া অভাব জানায়, মার্থা তাকে টাকা দেয়। কিন্তু বিল যখন বলে, বিবাহকে এবারে পাকা করো, তখন মার্থা সবলে নিষেধ তুলিয়া বলে, না! মার্থা বলিল, যে-মানুষ একবার সেক্রেড-ট্রাষ্ট ভাঙ্গে, মনের ব্যাপারে তাকে আর কখনো বিশ্বাস করা যায় না!

মানুষ! বিশ্বাস!

মনে-মনে সে হাসিল। পৃথিবীকে মার্থা ভাবিয়াছে কি? নীতি-পুস্তক? না, ঠাকুরের মন্দির?

নিজের কথা মনে পড়িল। কি সে না করিয়াছে! তার উপরে

মার্থার মনে খানিকটা স্নেহ আছে, মমতা আছে !···মার্থা যদি কোনো দিন শোনে কবিরা যাহাকে হৃদয় বলেন, সেই হৃদয়-বস্তুটা কল্লোলের নাই ? নারীকে কল্লোল কি-চোখে দেখিয়া নারীর সঙ্গে কি ব্যবহার না করিয়াছে ! আর সকলের কথা ছাড়িয়া দিলেও···

এই মা-শী ! মা-শী কোনো অপরাধ করে নাই ! অকারণে কল্লোল তাকে ছাড়িয়া

এমনি চিন্তায় মন দারুণ অস্বস্তিতে ভরিয়া উঠিল। রগ্-মাথা ঝন্‌ঝন্ করিতে লাগিল ! বিছানা ছাড়িয়া কল্লোল উঠিল, উঠিয়া খোলা জানলার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল।

ঘুমন্ত সহর···কোথাও কাহারো সাড়া নাই, শব্দ নাই ! অথচ দিনের বেলায় ·

কি রকম ভিড় ! পাগলের মতো মানুষ ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায় ! কিসের জন্য ও-ছুটাছুটি ? কল্লোল ভাবিল, জীবনে মানুষ কি চায় ? অর্থ, খ্যাতি আর নারী ! প্রথম-দু'টোর জন্য কল্লোল কোনো দিন লালায়িত হয় নাই ! সে শুধু···

কিন্তু কি পাইয়াছে ? ·

নীচে হৃষির ঘরের জানলায় চোখ পড়িল। জানলা খোলা। জীর্ণ ময়লা একখানা পর্দা···ভিতরে আলো জ্বলিতেছে।

এত রাত্রে আলো জ্বলে কেন ? আলো জ্বালিতে পয়সা খরচ হয়। হৃষির এমন পয়সা নাই যে রাত্রে ঘুমাইবার সময় ঘরে আলো জ্বালিয়া রাখিবে ! কারো অসুখ করে নাই তো ?

যদি করে, কল্লোলের কি ?···

সুইচ টিপিয়া কল্লোল আলো জ্বালিল। আলো জ্বালিয়া বই খুলিয়া বসিল···এথেল মেনিনের লেখা একখানা উপন্যাস।

ক'পাতা পড়িয়া বই বন্ধ করিল। ভাবিল, যা-তা ভাবিয়া রাত্রি জাগিবে এমন পাগলামি আর যার সাজে সাজুক, তার সাজে না!

আলো নিবাইয়া কল্লোল বিছানায় শুইয়া পড়িল।

সকালে উঠিয়া মার্থার ঘরে আসিল। কোনো উদ্দেশ্য লইয়া নয়, এমনি!

মার্থা নাই। বেয়ারা বলিল, নীচে হৃষি-বাবুর ঘরে অসুখ, মেম-সাহেবকে শেষ-রাত্রে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে।

তাই আলো জ্বলিতেছিল? কল্লোলের অনুমান ভুল নয়!

মিনিট-খানেক দাঁড়াইয়া কল্লোল কি ভাবিল! তার পর নামিয়া হৃষির দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল।

ভিতরে কাহারো কোনো সাড়া নাই, কোলাহল নাই!

কল্লোল দ্বারে টোকা দিল।

দ্বার খুলিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইল সতেরো-আঠারো বৎসর বয়সের কিশোরী·· গৌরী।

গৌরী বলিল,—কাকে চান?

কল্লোল বুঝিল, হৃষির মেয়ে! হৃষি তো ঐ মানুষ! তার মেয়ে এমন···কল্লোলের বিস্ময়ের সীমা নাই! মেয়েটি সত্যই সুশ্রী!

কল্লোল বলিল—কারো অসুখ করেছে?

গৌরী বলিল—মার ছেলে হবে।

এই অসুখ? বিরক্তিতে মন ভরিয়া উঠিল। তবু গৌরীর সামনে সে-বিরক্তি যথাসম্ভব চাপিয়া রাখিয়া কল্লোল বলিল—কোনো ভয় নেই তো?

গৌরী বলিল—এ-সময়ে মার বরাবরই খুব কষ্ট হয়।

কল্লোল বলিল—মেম-সাহেব এসেছেন ?

গৌরী বলিল,—হ্যাঁ।

কল্লোল বলিল—আমি এই বাড়ীতেই থাকি। যদি দরকার হয়···

গৌরী বলিল—দরকার হবে না।

গৌরীর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ভিতর হইতে হৃষি আসিল, কহিল—কার সঙ্গে কথা কচ্ছিস্ রে ?

গৌরীর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই হৃষি আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। কল্লোলকে দেখিল। দেখিয়া সোৎসাহে বলিল,—ও···আপনি ! আসুন।

কল্লোল বলিল—অসুখ শুনে খপর নিতে এসেছিলুম।

মৃদু হাস্তে হৃষি বলিল—অসুখ নয়। আমার পরিবার···মানে, লেবর-পেন্ !

সে-হাসি দেখিয়া কল্লোল জ্বলিয়া উঠিল। ভাবিল, হৃষির ঐ মুখে একটি ঘুষি মারিয়া বলে···

হৃষি বলিল—বসবেন ?

কল্লোল বলিল,—না।

হৃষি বলিল—এক-পেয়ালা চা ?

কল্লোল বলিল,—না। এ-বাড়ীতে এখন চায়ের পেয়ালা দিয়ে অতিথির অভ্যর্থনা সাজে না। আপনি ভিতরে যান্।

হৃষি বলিল,—না। মানে, ভিতরে আমার যাবার দরকার নেই তো। মেম-সাহেব এসেছেন···দেখ্ছেন-শুন্ছেন। আপনি বসবেন না ? ওরে গৌরী···

গৌরী ততক্ষণে চলিয়া গিয়াছে।

কল্লোল বলিল,—আমি বস্তে আসিনি। ভাবলুম, অসুখ···যদি কিছু করবার থাকে আমার।

হৃষি বলিল,—না···আপনি আর কি করবেন ? তবে আজ হয়তো খেতে বেলা হতে পারে ! মানে, গৌরীই রাঁধে কি না···তা ওকে ওদিকে একটু ব্যস্ত থাকতে হয়েছে ।

কল্লোল বলিল,—আমার জন্য ভাবতে হবে না। আমি আজ খাবো না এখানে। আমার নেমন্তন্ন আছে···সে কথাও বলতে এসেছিলুম ।

হৃষি বলিল,—ও···

কল্লোল আর এক-মিনিট দাঁড়াইল না, সোজা চলিয়া গেল উপর-তলায় নিজের ঘরে। এবং বেশভূষা বদল করিয়া তখনি নামিয়া পথে বাহির হইল ।

আসিল সোজা একেবারে অনাদির গৃহে ।

সামনে দয়াময়ীর সঙ্গে দেখা। একগাদা বাসি কাপড়-জামা লইয়া বাহির হইয়াছে। দূরে আছে বস্তীর কল, সেই কলের জলে কাপড় কাচিবে।

দয়াময়ী বলিল,—বন্ধুর কাছে এসেছেন ?

কল্লোল বলিল,—হ্যাঁ ।

দয়াময়ী বলিল—বন্ধু বাড়ী নেই ।

—এর মধ্যে বেরিয়ে গেছে ?

দয়াময়ী বলিল,—ভোরেই বেরুতে হয়। আপিস ও-পারে ।

মৃদু হাস্যে কল্লোল বলিল,—অনাদি দেখ্‌ছি রীতিমত সংসারী হয়েছে !

দয়াময়ী বলিল,—না হয়ে করে কি ! বয়স হয়েছে···এমন আরাম আর কোথায় পাবে ? তৈরী খাবার, তৈরী বিছানা···

কল্লোল ভাবিল, ঠিক ! আমাদের জীবনে ইহাই সত্যকার ফিলজফি ! আর মার্থা ?

কল্লোল ফিরিবার উদ্যোগ করিল ।

দয়াময়ী বলিল,—বন্ধু নেই বলে ফিরছেন !

কল্লোল বুঝিল দয়াময়ীর ইচ্ছা, কল্লোল একটু বসে ! সে কোনো জবাব দিল না।

দয়াময়ী বলিল,—আমাদের মানুষ বলে মনে করেন না, না ?

কল্লোল ভাবিল, তুচ্ছ করিবার পাত্রী নয় অনাদির এই দয়াময়ী-গৃহিণীটি ! বলিল,—তার মানে ?

দয়াময়ী বলিল,—এতখানি পথ এসে ধূলো-পায়ে চলে যাচ্ছেন ! আমাদের মানুষ বলে মনে করলে দু'দণ্ড বসতেন হয়তো !

কল্লোল বলিল—আপনাকে গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত দেখছি।

দয়াময়ী বলিল—আমি এখনি ফিরবো। গিয়ে আপনি বসুন। ছেলেদের ডেকে দি, আপনাকে বসাবে।

কল্লোল বলিল,—কিন্তু···

দয়াময়ী বলিল,—কিন্তু নয়। গিয়ে ভালো মানুষটির মতো বসুন। যে লক্ষ্মীছাড়া দেশ···এ তল্লাটে বাঙালী নেই ! আপনি এসেছেন, দুটো দেশের কথা কবো, গায়ে যদি একটু বাতাস লাগে ! গাধার মতো খেটেই মরছি চিরদিন···কিন্তু সত্যি গাধা নই তো !

এই পর্য্যন্ত বলিয়া বাড়ীর দিকে চাহিয়া দয়াময়ী ডাকিল,—ওরে বুনো···ও কুনো···

ডাক শুনিয়া দুই ছেলে ছুটিয়া বাহিরে আসিল। বুনো বলিল,—কি মা ?

দয়াময়ী বলিল,—ওঁর বন্ধু···কলকাতার ভদ্রলোক। ঘরে নিয়ে গিয়ে বসা। আর গিয়ে গঙ্গাকে বল্, বাবুর জন্য চা তৈরি করে দেবে। বাসি-কাচা সেরে এখনি আমি ফিরছি।

কুনো-বুনোর সঙ্গে কল্লোলকে আসিতে হইল। কল্লোল আসিয়া ঘরে বসিল। কুনো-বুনো গেল গঙ্গাকে চায়ের কথা বলিতে।

বসিয়া কল্লোল ঘরের চারিদিকে চাহিল। ছোট ঘর। এক-ধারে বাঁশের তৈরী ছোট-একটা শেল্‌ফ; শেল্‌ফে ক'খানা বাঙলা বই। কল্লোল ভাবিল, এ বইগুলিই বেচারীদের এখানে সঙ্গী-সহচর! দয়াময়ী বলিল বাঙালীর মুখ দেখিতে পায় না!···মানুষকে পৃথিবীতে এমন করিয়াও বাস করিতে হয়!

মনে হইল, চারিদিকে সভ্যতার জয়-গান চলিয়াছে! সে-সভ্যতার মানে ধনীর গৃহে দাস-দাসী, মোটর, ইলেকট্রিক-রেডিয়ো-পিয়ানো, পার্টির সমারোহ!···আর ঐ ধনীদের পাশেই ত্রিশ-কোটি ভারতবাসী শেয়াল-কুকুরের মতো কদর্য্য বিবরে বাস করিতেছে! আরাম-স্বাচ্ছন্দ্য দূরের কথা···মুখে কোনো মতে ভাত-ডাল গুঁজিয়াই পড়িয়া থাকে! কে ভাবে ইহাদের কথা?

কেন ভাবিবে? নিজের ভাবনা লইয়া সকলে মত্ত···

গঙ্গা চা লইয়া আসিল। একটা কাঠের টুলে চায়ের পেয়ালা রাখিয়া টুলখানা কল্লোলের সামনে আগাইয়া একটু-দূরে সরিয়া দাঁড়াইল।

কল্লোল দেখিল, মলিন মুখ। মানুষের জীবনে শত দুঃখেও এ-বয়সে দীপ্তি জাগিয়া থাকে! সে দীপ্তির চিহ্ন গঙ্গার মুখে-চোখে কোথাও নাই! ময়লা চিরকুট একখানা শাড়ী পরিয়া আছে। দু'হাতে দু'গাছা করিয়া চার-গাছা কাচের চুড়ি···অঙ্গের কোথাও আর কোনো আভরণ নাই!

গঙ্গার পানে চাহিয়া গঙ্গাকে ঘিরিয়া শত চিন্তা মনে জাগিল।

কল্লোলের সে-দৃষ্টি গঙ্গা লক্ষ্য করিল। লজ্জায় তার সর্ব্বাঙ্গ ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিল। চলিয়া যাইবে? কিন্তু ভদ্রলোক অতিথি শুনিয়াছে, অনাদির বন্ধু···যাইতে পারিল না! কোনো-মতে সে বলিল,—চা খান।

এ-স্বরে কল্লোল চমকিয়া উঠিল। মৃদু হাস্যে কহিল,—ও·· হ্যাঁ, চা।

চায়ের পেয়ালা মুখে তুলিল। এক-চুমুক পান করিয়া কল্লোল বলিল,—কাল ভেবেছিলুম, আপনি বুঝি মৌন-ব্রত নিয়েছেন! আজ দেখ্‌ছি, তা নয়···কথা কইতে জানেন!

গঙ্গা এ-কথায় বিচলিত হইল না। সে জানে, পুরুষ-মানুষের এমনি মিষ্ট-মধুর কথার পুঁজির আর অন্ত নাই! এমনি কথায় নির্ব্বোধ মেয়ে-জাত কত সহজে নিজেকে ভুলিয়া যায়! গঙ্গা কোনো জবাব দিল না।

কল্লোল বলিল,—অনাদির মুখে কাল আপনার কথা শুনলুম। ভারী করুণ!···আচ্ছা, এখন আপনার ইচ্ছা হয় না থিয়েটারে ফিরে যেতে? একটা কেরিয়ার আপনার খুব নাম হয়েছিল, শুনলুম!

গঙ্গা এ-কথারো জবাব দিল না·· শুধু মুখ নত করিয়া রহিল।

কল্লোল ভাবিল, আলাপ করিবার ইচ্ছা নাই! তার মন রুখিয়া উঠিল! এ-অবহেলা সে কোনো দিন মানে নাই·· এমন অবহেলা কখনো পায় নাই!

কল্লোল বলিল,—আপনার জীবনের সঙ্গে আমার জীবনের অনেকখানি মিল আছে। আপনি যেমন দাগা পেয়েছেন, আমিও তেমনি পেয়েছি।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া কল্লোল চুপ করিল, চুপ করিয়া গঙ্গার পানে চাহিল। গঙ্গা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে···তবু উৎকর্ণ হইয়া কল্লোলের কথা শুনিতেছে···গঙ্গার নাকের ডগা পর্য্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিয়াছে!

কল্লোল বলিল—আপনি ভাবেন, পুরুষ-মানুষই শুধু কাপট্য জানে? ···তা নয়। আপনাদের মধ্যেও অনেকে ও-বিদ্যায় পটু।

গঙ্গা দাঁড়াইল না···তীক্ষ্ণ তীরের মতো চকিত একটা দৃষ্টি কল্লোলের মুখের উপর নিক্ষেপ করিয়া বাতাসের ঝলকের মতো চলিয়া গেল।

কল্লোল মনে-মনে হাসিল। ভাবিল, থিয়েটার ছাড়িলেও থিয়েটারী-

ঢঙে তোমার মন এখনো ভরিয়া আছে! দেখা যাক! আমারো পণ, তোমার ঐ মনকে ··

চায়ের পেয়ালা পড়িয়া রহিল। কল্লোল ভাবিল, এবার ওঠা যাক।

বাহিরে দয়াময়ীর কণ্ঠস্বর। দয়াময়ী বলিল,—বাবুকে চা দেছে তোর মাসি? হ্যাঁরে ও বুনো···

ও-দিক হইতেই বুনোর স্বর শুনা গেল,—হ্যাঁ।

তার পর দয়াময়ীব কণ্ঠ—এই যে গঙ্গা···ও মা, তুই এখানে। ভদ্রলোককে একা বসিয়ে রেখে এসেছিস্! একটু খাতির-যত্ন···

উত্তরে গঙ্গা কি বলিল, শুনা গেল না।

কল্লোল কৌতুক-ভরে উৎকর্ণ বসিয়া রহিল।

দয়ামযী ঘরে প্রবেশ করিল, কহিল,—খুব শীগ্‌গির আসিনি?·· কিন্তু ও কি: চা যেমন, তেমনি রয়েছে! ভালো হয়নি বুঝি?· আচ্ছা. আমি নিজে তৈরী করে দিচ্ছি। এখানকার যা-তা চা কি বাবু-মানুষদের মুখে রোচে!

হাসিয়া কল্লোল বলিল—তা নয। চা ভালোই তৈরী হয়েছে।

দয়ামযী বলিল,—তা সত্যি, গঙ্গা চা তৈরী করে ভালোই। আজই এই হাল্, না হলে সৌখীন ভাবেই তো একদিন বাস করেছে। বলে, হুঁ:!· তা হলে চা খেলেন না কেন?

কল্লোল মিথ্যা কথা বলিল,—একবার চা খেযে বেরিয়েছি··· আবার খাবো!

দযাময়ী বলিল—তাহলে বেশ, এ-বেলা এখানে দু'টি ভাত খেযে তবে যেতে পারেন। না খেয়ে গেলে ছাড়বো না। শেষে ও-বেলায় আপনার বন্ধু এসে আমায় বকবে···বলবে, বন্ধুকে খাতির-যত্ন করোনি?···তবে এখানকার ভাত···বুঝছেন তো, আমরা গরীব·· যাকে বলে রেঙ্গুনের

মোটা-দানা, লাল চালের ভাত! তা হলেও খেতে বেশ মিষ্টি। আমাদের আর খারাপ লাগে না! আগে মুখে দিতে পারতুম না··· বোকৃড়া-বোকৃড়া দানা···

দয়াময়ী ছাড়িল না। কল্লোলের যাওয়া হইল না। দয়াময়ী বলিল,—চান করবার জল ঠিক করে দিক গঙ্গা। বলেন তো ইরাবতীতেও চান করতে পারেন। আপনার যা খুশী!

কল্লোলের বুকের মধ্যে শয়তান ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল··· বহু দিন পরে ঘুম ভাঙ্গিয়া আবার সে জাগিয়া বসিল। কল্লোল বলিল,—ইরাবতীতেই চান করবো। আমাকে শুধু চান করবার জন্য একখানা কাপড় দেবেন।

দয়ামরী বলিল—গন্ধ-তেল নেই···কিন্তু সাবান আছে।

কল্লোল বলিল—সাবান কি হবে?

বিস্ময়ে ভ্রূ-চোখ কপালে তুলিয়া দয়াময়ী বলিল—ও মা··· কলকাতার সৌখীন বাবু···সাবান মাখবেন না?

হাসিয়া কল্লোল বলিল—না। কলকাতা ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সাবানও ছেড়ে দিয়েছি।

দয়াময়ী বলিল—আমারও ঐ দশা!···সাবান-সেণ্ট···ও-সব সখ গেছে। সাবানের মায়া ঐ গঙ্গা শুধু এখনো ছাড়তে পারেনি। বলে, না দিদি, সাবান না মাখলে নেয়ে স্বোয়াস্তি পাই না।

৮

আহারাদি শেষ হইল। তবু কল্লোলের যাওয়া হইল না। দয়াময়ী সযত্নে বিছানা বিছাইয়া দিয়া বলিল—খেয়ে উঠলেন···একটু গড়িয়ে নিন। তার পর না হয় যাবেন। কত কথা কইবো, ভেবেছিলুম···

কল্লোল বলিল—কি করে কথা কবেন! খাতির-যত্ন করতেই সারাক্ষণ ব্যস্ত!

দয়াময়ী বলিল—ভারী তো খাতির-যত্ন!

কল্লোল বলিল—বিশ্বাস করুন, এর আগে অনেক ধনী-বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণ পেয়ে সে-নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছি, কিন্তু এমন আনন্দ কোথাও পাইনি! রান্নাবান্নাও চমৎকার। এখানে এসে অবধি···

দয়াময়ী বলিল—গঙ্গা নিজের হাতে সব রেঁধেছে। ও রাঁধে ভালো। তবে পুঁজি তো ঐ ভাত-ডাল আর কচু-বেগুন! তা দিয়ে আর কি-মেওয়া রাঁধবে, বলুন?

গঙ্গা ছিল বাহিরে দ্বারের অন্তরালে, কল্লোল বুঝিল। তাকে শুনাইয়া কল্লোল বলিল,—বললুম তো, রান্না···যাকে বলে, পরিপাটী!···তাছাড়া আয়োজনে-সমারোহে খাওয়ার তৃপ্তি নয়···তৃপ্তি এই মমতা-যত্নে! জানেন তো, আমাদের নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ খেযে সবচেয়ে পরিতোষ পেয়েছিলেন বিদুরের ঘরে। বিদুর বেচারা তাঁকে খাইয়েছিলেন চালের অন্ন নয়, খুদ!

সলজ্জ বিনয়ের ভঙ্গীতে দয়াময়ী বলিল—জানি, কথায় বলে বিদুরের খুদ!··কিন্তু ও-কথা থাক্, এখন আপনার যাওয়া হবে না··আমি এখনি সংসার তুলে আসছি। একটু গল্প করবো··বুঝলেন?

কল্লোলের যাইবার তেমন ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু কি বলিয়া থাকিবে? ভাবিতেছিল···

কল্লোল বলিল—বেশ, আমি বসছি। আপনি যান, খেয়ে-দেয়ে নিন গে। কিন্তু শুধু আপনি খাবেন? আপনার গঙ্গাও খায়নি নিশ্চয়?

দযাময়ী বলিল—না।

—দু'জনে তাহলে চটপট্ খেয়ে নিন···আধ ঘণ্টার মধ্যে। না হলে আমি কোনো খাতির-ভদ্রতা মানবো না···চলে যাবো।

হাসিয়া দযাময়ী বলিল—সব শেয়ালের এক রা! গোঁ দেখ্ছি বন্ধুর মতোই! ও-ও অমনি···

বাধা দিয়া হাসিয়া কল্লোল বলিল—আপনার পতি-প্রেমের গল্প পরে শুনবো। এখন আর একটি কথা নয়··খান্‌গে যান্। বেলা বারোটা বেজে গেছে, সে-খেয়াল আছে?

এ-কথার পর দযাময়ী আর দাঁড়াইল না।

এটি অন্য ঘর। অনাদির শয়ন-ঘর। এ ঘরখানিও ছোট। ঘর জুড়িয়া একখানা তক্তাপোষ···তার উপরে বিছানা। ময়লা চাদরের উপর রঙীন একখানা সুজনি বিছাইয়া তার মালিন্য যথাসম্ভব ঢাকিয়া রাখা হইয়াছে···ঢাকিয়া রাখিলেও সুজনির জীর্ণ অঙ্গ ভেদ করিয়া ময়লা চাদর করুণ দীন নয়নে উঁকি দিতেছে।

ঘরের দেওয়ালের গায়ে কাঠের ক'টা বাক্স ঘাডাঘাড়ি বসানো আছে। সব-উপরকার বাক্সটা যেন হার্মোনিয়মের বাক্স!

কৌতূহল হইল। বাক্সর ডালা টানিতে ডালা খুলিয়া গেল। ভিতরে একটা বাক্স-হার্মোনিয়ম। অনাদি গান গায়। এত দুর্দ্দশাতেও গানের সখ সে ত্যাগ করিতে পারে নাই।

কল্লোল হার্মোনিয়ম বাহির করিল। করিয়া রীড টিপিল। হার্মোনিয়ম সাড়া তুলিল · সুস্পষ্ট সুমধুর সাড়া।

রীড টিপিতে টিপিতে কল্লোল নিজের অজ্ঞাতে গান ধরিয়া দিল,—

তোমার গোপন কথাটি সখি
রেখো না মনে,
শুধু আমায় বোলো আমায় গোপনে···

গাহিতে গাহিতে কখন্ দীর্ঘদিনের জড়তা ভুলিয়া কণ্ঠ নিজেকে মুক্ত উৎসারিত করিয়া দিয়াছে···

গান শেষ হইলে কল্লোলের চেতনা ফিরিল।

চাহিয়া দেখে, দ্বারে পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়া আছে গঙ্গা···গানের সুরে সে যেন আর এ-জগতে নাই। সুরের মায়ায় বিভোর-বিহ্বল!

কল্লোল নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল গঙ্গার পানে ··অনেকক্ষণ। গঙ্গা একটা নিশ্বাস ফেলিল···ও-দিক হইতে দয়াময়ী ডাকিল—গঙ্গা···

গঙ্গা বলিল—যাই···

গঙ্গা চলিয়া গেল।

খোলা জানলা দিয়া কল্লোল চাহিয়া রহিল বাহিরের দিকে। কচি বাঁশের একটু ঝোপ। তার পাশে বস্তীর আর-একখানা বাড়ীর খানিকটা দেখা যাইতেছে ··একজন বর্ম্মীজ-রমণী কাঠের মস্ত ডাণ্ডা মারিয়া ধান কুটিতেছে।

কল্লোলের মনে হইল, এরাও মানুষ···ইহাদের বুকের মধ্যেও মন আছে! সে-মনের শক্তির সীমা নাই! সে-মনের অস্তিত্ব এরা কোনো দিন অনুভব করিল না! ঐ স্ত্রীলোক···নিত্যদিন বাঁধা-রুটিনে ধান কুটিয়া, ধান সিদ্ধ করিয়া জঠরে সন্তান ধরিয়া জীবন কাটাইতেছে!

আর এই গঙ্গা? গান শুনিয়া ছুটিয়া এখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে দ্বারের পাশে! গঙ্গার মনে ও-গান কি মায়া রচিয়া তুলিল?···তবু এ গান যে লোক গাহিতেছে, তার সামনে আসিতে পারিল না!···লজ্জা? ভয়?

কিসের ভয়? এ লজ্জা কেন? মানুষে-মানুষে বিশ্বাসের সম্পর্ক কোনো দিন গড়িয়া উঠিবে না? একজন আর-একজনকে চিরদিন লজ্জা করিয়া ভয় করিয়া চলিবে? অথচ শিক্ষা আর সংস্কারের নামে আমরা জয়-ধ্বনি তুলি! সে-শিক্ষা, সে-সংস্কার মানুষের মনকে কোনো দিন এই ভয়-লজ্জার ঊর্দ্ধে তুলিতে পারিবে না?

মনে হইল, মানুষের সঙ্গে···ঐ যে ও-বাড়ীর কোণে ঐ কুকুরটা শুইয়া আছে··ও কুকুরের কোনো প্রভেদ নাই! একই রুটিন মানিয়া একই ধাবায় মানুষ আর কুকুর জীবনাতিপাত করিতেছে! স্বার্থে আঘাত লাগিলে ছু'জনে তোলে একই-রকম চীৎকার··আদর করিয়া গায়ে একটু হাত বুলাইলে ছু'জনেই বিগলিত হইয়া পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়ে!

সে নিজে···এতদিন সে কি করিল? কি পাইল?···বুকের মধ্যে সেই অতৃপ্তি, সেই ক্ষুধা, সেই পিপাসা সমানে জাগিয়া আছে! এত রকম বৈচিত্র্যেও কোনো দিন এ ক্ষুধা-পিপাসার নিবৃত্তি হইল না! মনকে ছু'দিন প্রাচীরের আড়ালে কোনোমতে ধরিয়া রাখে! তার পর···

আজ এ-মন আকুল হইয়াছে এই গঙ্গার জন্য! গঙ্গার দিকে মনের গতি হয়তো এমন হইত না···নিজেকে গঙ্গা যদি এমন আবদ্ধ না রাখিত!···

এমনি বিচিত্র চিন্তা-ধারায় মন স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতলে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল···

দয়াময়ী আসিয়া বলিল —এ কি, গট হয়ে ঠায় বসে আছেন! একটু গড়িয়ে নিলে পারতেন তো!

ঊর্দ্ধ-আকাশ হইতে মন অতর্কিতে মাটীর পৃথিবীতে নামিয়া আসিল!

কল্লোল চাহিল দয়াময়ীর পানে।

দ্বারের পানে চাহিয়া দয়াময়ী কহিল—আয় না গঙ্গা!...মেয়ের নজ্জা দেখে আর বাঁচি নে।

দয়াময়ীর কথায় কল্লোল দ্বারের দিকে চাহিল। দ্বারের আড়ালে আঁচলের প্রান্ত...

কল্লোলের মনে হইল, গঙ্গা যেন জয়-পতাকা উড়াইয়া দিয়াছে! কল্লোলের মনে চিরদিন যে-দর্প, যে-অহঙ্কার...সে দর্প অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া গঙ্গা তার আঁচলে সগৌরবে বিজয়-নিশান তুলিয়া ধরিয়াছে!

হাসিয়া কল্লোল কহিল—আমাকে ওঁর ভয় করে। এসে গান শুনছিলেন...তাও দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে! সামনে আসতে পারেননি... অথচ সামনে এলেন-গেলেন, খাওয়ালেন-দাওয়ালেন!

ঠোঁট উল্‌টাইয়া দয়াময়ী বলিল—হ্যাঁ। ও বলে, ভয় করে! তাও বলি মশাই, ভয় যদি করে, তাতে ওর দোষ নেই! একদিন এই ভয় করেনি বলেই তো আজ পথে এসে দাঁড়িয়েছে!

কল্লোল বলিল—মানে?

দয়াময়ী বলিল,—নয় তো কি! সে-হতভাগাকে বিশ্বাস না করে যদি ভয় করতো, সন্দেহ করতো, তাহলে নিজের সব খুইয়ে আমার এখানে এমন মলিন মুখে কি আজ ওকে পড়ে থাকতে হতো?

কল্লোল একবার দ্বারের দিকে চাহিল। তার পর বলিল,—কিন্তু উনি এখানে এলেন কেন?

দয়াময়ী বলিল,—সে বললে, ভালোবাসি, বিয়ে করবো...দেশে বিয়ে হলে কেউ মানবে না...সকলের কাছে ঠ্যালা হয়ে থাকতে হবে!...ও অমনি সেই কথায় ভুলে গেল!...বেচারী! বিয়ের লোভে সংসারের লোভে

থিয়েটারের অত টাকা মাইনে, নাম-যশ···সব বিসর্জ্জন দিয়ে এখানে চলে এলো! একবার ভাবলে না! তাই আমি বলি, যে-মেয়ে থিয়েটার করে, তাকে যদি কেউ বলে ভালোবাসি, তোমাকে বিয়ে করবো··তাহলে সে-মেয়ে কি বলে সে-কথা বিশ্বাস করে?

কল্লোল বলিল—কেন? এমন কখনো হয় না? উপায় নেই বলে অনেকে হয়তো থিয়েটারে কিম্বা একালের এই সিনেমায় চাকরি করছে··· যদি তার সাধ হয় বিয়ে-থা করে স্বামীকে নিয়ে ঘর-সংসার পাতবে? তেমনি কোনো পুরুষ-মানুষও যদি সে-রকম মেয়েকে বিয়ে করতে চায়?

দয়াময়ী বলিল—আমি হলে? আমার মনে তখনি সন্দেহ হবে যে, সমাজ-সংসারে লক্ষ গণ্ডা মেয়ে থাকতে আমাকে বিয়ে করবার জন্ত এত ইচ্ছা কেন?

এ-কথায় দয়াময়ীর পরিচয় কল্লোলের মনে জাগ্রত হইয়া উঠিল। কল্লোল বলিল—কিছু মনে করবেন না···এই যে অনাদি···আপনাকেও তো পথে কুড়িয়ে পেযেছে···সমাজ-সংসারের চৌহদ্দি থেকে নিয়ে আসেনি! তাতে আপনার বা অনাদির কোন্‌খানটায় অসুবিধা হয়েছে বলতে পারেন?

একটা নিশ্বাস দয়াময়ী রোধ করিতে পারিল না! নিশ্বাস ফেলিয়া দয়াময়ী বলিল—আমি যে কত সহ্য করি···কি বালির বাঁধ দিয়েই সমুদ্দুরের পারে বাস করছি, তা আমিই জানি!···বুঝলেন কল্লোল বাবু, আপনার এই বন্ধু···কিন্তু থাক সে সব কথা···হ্যাঁ, খেতে বসেছিলুম···আপনি গান গাইছিলেন! শুনছিলুম। খেতে-খেতে গঙ্গা উঠে এলো···বললে, কি চমৎকার গান দিদি!···তা এখন গান্ না দু-একটা গান···

কল্লোলের বিস্ময়ের সীমা নাই! এই দয়াময়ী গান শুনিবে? গান বুঝিবার মতো মন দয়াময়ীর আছে না কি?

কল্লোল বলিল,—আপনি সত্যি গান শুনবেন? গানে এত অনুরাগ?

দয়াময়ী বলিল—আমার নয়। গঙ্গা বলছিল…ও গান ভালোবাসে… নিজেও তো গাইতে জানে! এক-কালে ওর গানে সহরে সকলে ধন্যি-ধন্যি করেছে কত!…আপনার বন্ধু বলে, গান ছেড়ে দিচ্ছ কেন গঙ্গা? চর্চ্চা রাখো…সারা-জীবন পড়ে রয়েছে· এই গান থেকেই আবার সব পাবে তুমি!…গঙ্গা হাসে। হেসে বলে, এই বনে কে আমার গান শুনতে আসবে, দাদা?

কল্লোল ভাবিল, এমন! বলিল,—বনে আমি এসেছি…আমাকে গান শোনাতে আপত্তি আছে? না, শোনালে দোষ হবে?

দয়াময়ী বলিল,—দোষ আবার কি!…সত্যি, আয় না গঙ্গা…কি মিছে লজ্জা করে জড়ু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলি! আয়…আমি আছি…আমার সামনে লজ্জা কিসের?

কল্লোল কহিল,—হাঁ আসুন, বিশ্রামের সময়টুকু গানে-গানে ভরে দেওয়া যাক। তা ছাড়া আমাকে ভয় করবেন না আমি মানুষ… অনাদির মতো মানুষ। অনাদিকে যদি ভয় না হয়…

দয়াময়ী বলিল,—সত্যি তো। আয় গঙ্গা…

গঙ্গা আসিল…কম্পিত-পায়ে, রাজ্যের লজ্জা গায়ে জড়াইয়া…

দয়াময়ী বলিল—বোস্…

গঙ্গা বসিল দয়াময়ীর কাছে।

দয়াময়ী বলিল—আপনি গান গান্ কল্লোল বাবু। যে-গানটি গাইছিলেন, ঐটিই গান্। গঙ্গা বললে, একদিন ও-গান ও গেয়েছে কলকাতায় থাকতে…সুরটা ভালো মনে নেই। আপনি গাইলে শুনে শিখবে!

কল্লোল চাহিল গঙ্গার পানে, বলিল—আপনার গলা না শুন্‌লে ফিরে-ফিরতি ও-গান গাওয়া চলবে না!

দয়াময়ী বলিল,—আপনি ভয়ানক অহঙ্কারী !

কল্লোল কহিল—আপনার বোনটিও কম অহঙ্কারী নন্ ! আপনার এখানে দু'দিন আমার আসা-যাওয়া…উনি আমাকে চা খাওয়ালেন, যত্ন করলেন…কিন্তু আমাকে এমন বিভীষিকা ভেবে রেখেছেন যে কথা কইবেন না !

দয়াময়ী ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। কহিল,—সত্যি গঙ্গা ! না…এ তাহলে তোমার অন্যায়…বন্ধ লোক· মানী লোক…ওঁর সঙ্গে কথা কইলে কি তোমার মহা-পাতক হবে,শুনি ?

এই পর্যান্ত বলিয়া কল্লোলের পানে চাহিয়া দয়াময়ী বলিল,—ও অমনি ! বুঝলেন কল্লোল বাবু… কারো সামনে বেরুবে না…কারো সঙ্গে কথা কইবে না…ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকবে !…ওঁর আপিসে কাজ করে নলিন বাবু ·দু'তিন দিন ওঁর কাছে কি-কাজে তিনি এসেছিলেন…গঙ্গা তাঁকে চা করে দিলে, খাবার করে দিলে…কিন্তু ঐ…যেন কাঠের পুতুল ! ভদ্রলোক কথা কয়ে জবাব পাননি বলে আমাদের কাছে বলে গেলেন, খাশা একটি মোমের পুতুল এনে ঘর সাজিয়ে রেখেছেন তো !

এমনি নানা কথার পর জিদ আর রক্ষা পাইল না…গঙ্গাকে গান গাহিতে হইল। মৃদু কণ্ঠে গঙ্গা গাহিল,—

আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা…

ভালো গায়।

গান শেষ হইলে কল্লোল বলিল,—খাশা গলা…বাঃ !

দয়াময়ী বলিল,—কলকাতার থিয়েটারওয়ালারা সাধে কি আর ওকে চার-পাচশো টাকা মাইনে দিত ! শুধু ঐ গলার জন্যই না…

বেলা প্রায় পাঁচটা···

কল্লোল ভাবিল, আর থাকা ভালো দেখায় না! বলিল,—এবার তাহলে উঠি।

দয়ামযী বলিল—আর ঘণ্টাখানেক পরেই তো আপনার বন্ধু ফিরবে।

কল্লোল বলিল,—বুঝেছি। কিন্তু ফ্ল্যাটে সকলে ভাববে, কোথাও সরে পড়লুম না কি! এ-বেলা খাওয়া-দাওয়ার সম্বন্ধে আবার একটু গোলযোগ আছে।

দয়ামযী বলিল—গোলযোগ?

কল্লোল বলিল,—হ্যাঁ। হৃষি বাবুর বাড়ী থেকে দু'বেলা খাবার আসে। তাঁর বাড়ীতে দেখে এসেছি গোলযোগ···অর্থাৎ হৃষি বাবুর স্ত্রীর অসুখ··· মানে, লেবর-পেন্। নার্শ-মার্থা কাল থেকে সেখানে হাজির। কে জানে, এ-বেলা সেখানে রান্নাবান্না চড়বে কি না! ফিরে যদি তার ব্যবস্থা করতে হয়···

গঙ্গা একাগ্র মনোযোগে এ-কথা শুনিতেছিল···কল্লোলের কথা শেষ হইলে দয়াময়ীকে উদ্দেশ করিযা সলজ্জ মৃদু কণ্ঠে বলিল,—এ-বেলা এইখানেই যদি উনি···

সে-কথা লুফিয়া লইয়া কল্লোল বলিল—আবার এ-বেলা! অর্থাৎ আপনাদের এ-দিনটা আমার জ্বালাতন-করার কাঁটায় বিঁধে থাকবে··· একেবারে আপাদ-মস্তক?

গঙ্গা চাহিল দয়াময়ীর দিকে···ডাকিল—দিদি···

দয়াময়ী বলিল,—মৌনময়ীর মুখে ভাষা ফোটেনি বলে দুঃখ করছিলেন, এখন ভাষা ফুটে সে-ভাষায় নেমন্তন্ন করছে···

খুশী-মনে কল্লোল বলিল,—বেশ, তাহলে এইখানেই আজ আমার নন্-ষ্টপ্ আতিথ্য-সমাদর চলুক!

৯

খাওয়া-দাওয়ায় একটু সমারোহ ঘটিল। সে-রাত্রে কল্লোলকে অনাদি ছাড়িল না, বলিল—এত রাত্রে না-ই বা গেলে! তার চেয়ে এক কাজ করা যাক···আজ জ্যোৎস্না আছে···একটু দূরে নদীর বুকে দিব্যি চর জেগেছে···বালির উপর চাঁদের আলো রূপোর মতো ঝক্‌ঝক্ করছে··· চলো, খাওয়া-দাওয়া সেরে সেই চরে গিয়ে সব বসা যাক! একটা তো রাত্রি···লেট্ আস্ এন্‌জয়···এন্‌জয়মেণ্ট কাকে বলে, প্রায় ভুলে গেছি কল্লোল!···

দয়াময়ী বলিল—তার পর? কাল সকালে আপিস?

অনাদি বলিল—আপিস তো রোজ আছে! কল্লোল এই একদিন!··· কাল না হয় একটু দেরী হবে।

দয়াময়ী বলিল—দেরী হলে চার আনা জরিমানা!

তাচ্ছল্য-ভরে অনাদি বলিল—কল্লোলকে নিয়ে যদি একটা রাত্রি একটু আনন্দে কাটে, তার বদলে চার আনা কেন, এক টাকা চার আনা জরিমানা দিতে আমি রাজী আছি।

কল্লোল বুঝিল, খাওয়া-দাওয়ার অবসরে অনাদি যা গিলিয়াছে, তার মহিমায় মন একেবারে দরাজ হইয়া উঠিয়াছে! সে চাহিল দয়াময়ীর পানে।

চোখে দয়াময়ী যে-ইঙ্গিত করিল, সে-ইঙ্গিতের অর্থ, হাঁ, নেশা হইয়াছে!

হাসিয়া কল্লোল কহিল—কিন্তু তুমি বাড়ীতে বসেই যে-রকম আনন্দাতুর হয়েছো···বালির চরে গিয়ে আনন্দের মাত্রা যদি বাড়ে?

হাসিয়া অনাদি বলিল—তুমি ভাবছো, নেশা! না আমি হলফ করে বলতে পারি, তা নয়। আমার কথা সত্য কি মিথ্যা, প্রমাণ দিচ্ছি…

এ কথা বলিয়া অনাদি ডাকিল,—গঙ্গা…

গঙ্গা আসিল।

অনাদি বলিল—আমার বাদ্য-যন্ত্রটি এনে দাও তো দিদি…একখানা খাঁটী গৎ বাজিয়ে কল্লোলকে আমি দেখিয়ে দি…ও যা ভাবছে, তা নয়।

গঙ্গা চাহিল কল্লোলের পানে…গঙ্গার চোখের দৃষ্টিতে প্রশ্ন!

মাথা নাড়িয়া কল্লোল উত্তর জানাইয়া দিল, বাদ্য-যন্ত্র আনিতে হইবে না। তার পর কল্লোল চাহিল অনাদির পানে, কহিল—আজ না হয় চরে যাওয়া বন্ধ থাকুক! কাল বরং…

তীব্র প্রতিবাদ তুলিয়া অনাদি বলিল,—না…না…আজ যখন আমার মাথায় আইডিয়া জেগেছে, তখন আজই! জানো বন্ধু, রাবণ-রাজা আমায় খুব শিক্ষা দিয়ে গেছে। স্বর্গের সিঁড়ি তৈরী করবার বাসনা যদি মনে জাগে, তাহলে পাঁজি-পুঁথির নাম করে দেরী নয়…আজ…এখনি তাতে লেগে যাবে! নাউ অর্ নেভার…

দয়াময়ীর পানে চাহিয়া অনাদি বলিল,—তৈরী হও।

দয়াময়ী কহিল—আমি আবার কোথায় যাবো? যেতে হয়, তোমরা দু-জনে বরং যাও। আমি যাবো না, গঙ্গাও যাবে না। আমরা মেয়ে-মানুষ …কোথায় যাবো!

অনাদি বলিল—কবে আমায় এমন কাপুরুষ দেখেছো বলো যে পুরুষ-মানুষ বলে মাছখানি খেয়েছি, তোমার জন্য রেখেছি শুধু কাঁটা! আমার হলো সাম্য-নীতি…চরে আমি যাবো, কল্লোল যাবে, তুমি যাবে, গঙ্গা যাবে।

মৃদু হাস্যে গঙ্গা বলিল—ছেলেরা?

অনাদি বলিল—বাড়ীতে শুয়ে তারা ঘুমোবে। এমন মণি-রত্ন নয় যে বাড়ীতে আমরা না থাকলে চুরি যাবে!…তৈরী হয়ে নাও গঙ্গা, চটপট। বলেছি তো, মাথায় যখন খেয়াল জেগেছে, তখন মুক্তি নেই…কারো নয়!

দয়াময়ী বলিল—নে ভাই গঙ্গা, জানিস তো মেজাজ! পুরুষের গো!

আকাশের চাঁদ নিজের যা কিছু সম্পদ-ঐশ্বর্য্য চরের বুকে নিঃশেষে যেন সব ঢালিয়া দিয়াছে!

অনাদি বলিল—গান গাও, গঙ্গা…

দয়াময়ী বলিল—তোমার বন্ধু আজ চমৎকার গান গাইছিলেন! দেশ ছেড়ে এসে গানের মতো গান শুনলুম, বটে!

অনাদি বলিল—জানি, জানি। কল্লোল খুব ভালো গায়। কলেজে একবার বাঙলা নাটক প্লে করেছিলুম আমরা, জানো? রবি বাবুর রাজা-রাণী। সেই রাজা-রাণীতে কল্লোল সেজেছিল ইলা। কি গানই গেয়েছিল! আহা! আজো আমার মনে আছে। সেই…

আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি
তুমি অবসর-মতো বাসিয়ো!

ওর ও-গানের সঙ্গে আমি অর্গান বাজিয়েছিলুম!

কল্লোল চাহিয়াছিল নদীর বুকে…তার দীর্ঘ-সুদূর প্রসারের দিকে! আলোয় খানিকটা স্পষ্ট, তার পর বাকীটা ছায়ায় অস্পষ্ট! এ নদী কোথায় গিয়াছে? মনে হইতেছিল, তার জীবনও যেন এই নদীর মতো! আজিকার রাত্রির পর হইতে আলো-ছায়ার এমনি লীলা! সে আলো-ছায়ার মধ্য দিয়া তার এই জীবন-নদী বহিয়া চলিয়াছে!

অনাদির কথা কাণে গিয়াছিল…গেলেও সে-কথার সে জবাব দিল না।

অনাদি বলিল—তুমি কি বলো, কল্লোল? কে গাইবে? তুমি? না, গঙ্গা? গঙ্গা গায় ভালো। এক দিন দৈবাৎ আমি শুনেছিলুম। আমার সামনে গায় না। বললেও গায় না। সে-দিন হঠাৎ আপিস থেকে ঝুপ্ করে ফিরে এসেছিলুম···গঙ্গা জানতো না···গান গাইছিল। কেমন, তাই নয়, গঙ্গা?

এ কথায় কল্লোল চাহিল গঙ্গার দিকে। গঙ্গার মুখে সলজ্জ হাসি··· তার উপর এখানে আসিয়াছে একখানা সোনালি-রঙের শাড়ী পরিয়া! চাঁদ যেন তার গায়েই বেশী করিয়া জ্যোৎস্না ঢালিয়া দিয়াছে! গঙ্গাকে দেখাইতেছিল···চমৎকার!

অনাদি বলিল—তুমি গাও গঙ্গা।

গঙ্গার দিক হইতে কল্লোল মুগ্ধ দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না···বলিল— হাঁ, গঙ্গা গাইবে।···আমাদের গান হবে দিনের বেলায়···প্রখর সূর্য্য যখন আকাশে! চড়া রোদে কড়া গলা! চাঁদের আলোয় গান গাইবে শুধু মেয়েরা। নরম আলো···নরম গলা!

উচ্ছ্বসিত স্বরে অনাদি বলিল—ব্যস্! ব্যস্! কল্লোল যখন বলেছে, গঙ্গাকেই তখন গাইতে হবে। গাও গঙ্গা···

গঙ্গা গাহিল···

অনাদি বলিল—সাধাসাধি করতে হলো না···এক কথায় গান! বাঃ! এই তো চাই···জাষ্ট লাইক্ এ গুড্ গার্ল!···

এবং এই গান-গল্পের মধ্যে অনাদি নিদ্রায় এমন অভিভূত হইল···তার নাসিকায় যেন দৈত্য আসিয়া গর্জ্জন সুরু করিয়া দিল!

কল্লোল কহিল—অনাদি ঘুমিয়ে পড়লো!

গঙ্গা বলিল—সারাদিন পরিশ্রম করতে হয়।

দয়াময়ী বলিল—এই জন্যই আমি আসতে চাইনি! আমি তো জানি! যে-দিন এসেছে, সেই দিনই আমার পেহারের অন্ত রাখেনি! যে-করে নিয়ে যেতে হয়!

কল্লোল বলিল—আমি ওকে ডাকি···বলি, বাড়ী চলো হে!

দয়াময়ী বলিল—থাক্···আপনি বরং গান গান্···ওর জন্য আপনাকে ভাবতে হবে না!

গানে-গল্পে সময় কাটিতেছিল চমৎকার···

গঙ্গার মুখে কথা ফুটিয়াছে। গঙ্গা বলিল তার আগেকার জীবনের দু-চারিটা কথা···থিয়েটারে একবার চন্দ্রশেখরে সে সাজিয়াছিল দলনী··· রেকর্ড বাজাইয়া-বাজাইয়া কি করিয়া দলনী বেগমের সেই চির-পরিচিত সুরটুকু যে আয়ত্ত করিয়াছিল! তার পর ভয়ে-ভয়ে ষ্টেজে নামা···ও-গানে যদি একটু ত্রুটি হয়, রক্ষা থাকিবে না!

তার পর কপালকুণ্ডলায় ম্যানেজার তাকে বলিয়াছিল—কোন্ পার্ট চাও? কপালকুণ্ডলা? না, মতিবিবি?

কথায়-কথায় গঙ্গা বলিল,—এই শাড়ী···এই শাড়ী পরে কপালকুণ্ডল সেজেছিলুম। ঘরের ঘরণী কপালকুণ্ডলা!

কল্লোল বলিল—এ শাড়ীখানিতে আপনাকে চমৎকার মানায়। এটা ষ্টেজ নয়, সত্যি, বালির চর! তা হলেও আপনাকে দেখাচ্ছে বটে, হ্যাঁ, মাথার চুলগুলি এলিয়ে দিয়ে জলের কোলে গিয়ে যদি দাঁড়ান, তাহলে এই নিরালা জায়গায় আপনাকে দেখে কেউ যদি কপালকুণ্ডলা মনে করে, তাতে আশ্চর্য্য হবো না!

এমন স্তুতি···লজ্জায় গঙ্গা মাথা নীচু করিল। তার পর চাহিল দয়াময়ীর পানে···মাদুরে গা ঢালিয়া দয়াময়ী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

গঙ্গা বলিল—দিদিও বেশ ঘুমোলো !

কল্লোল্ল বলিল—ঘুমোক্ ! পৃথিবীর সঙ্গে মিশে নিজেদের যারা মাটী করে ফেলেছে···চাঁদ, নদী, চর···এ-সবের দাম তারা বোঝে না ! তারা জানে শুধু আহার আর নিদ্রা ! আমার মাথায় সংসার নেই, আপনারও নেই ! তাই আমরা ঘুমোইনি।···আপনার ঘুম পাচ্ছে কি না জানি না, আমার কিন্তু মোটে ঘুম পায়নি !

সলজ্জ হাস্যে গঙ্গা বসিল—আমারো ঘুম পায়নি। আমি খুব কম ঘুমোই···যার যেমন অভ্যাস !

দু'জনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল···অনেকক্ষণ।

তার পর কল্লোলই কথা কহিল। বলিল,—প্রথম কথা, 'আপনি' বলবো, না, 'তুমি' বলবো, বুঝতে পারছি না !

মৃদু হাস্যে গঙ্গা বলিল—মানী-লোককেই মানুষ 'আপনি' বলে !··· আমায় 'আপনি' বলবেন কি-দুঃখে !

কল্লোল বুঝিল, বুদ্ধিতে ধার আছে ! বলিল,—অভিনেত্রী ছিলে···ষ্টার-এ্যাকট্রেশ···তুমি মানী লোক নও ?

—কি রকম ?

—আগের যুগের লোক আর্টের দাম জানতো না···এ-যুগে আমরা সে-দাম জানি ! সে-যুগের এ্যাকৃট্রেশের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল ঐ ষ্টেজটুকু নিয়ে···তার সম্বন্ধে ঘরে-বৈঠকে আলোচনার ধারাই ছিল অন্য-রকম। এ যুগে এ্যাকৃট্রেশকে আমরা সম্মান করতে শিখেছি। তাঁর সম্বন্ধে সব কথা জেনে তাঁকে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-বন্ধুর মতোই আমরা আজ পেতে চাই। আগেকার দিনে এ্যাকৃট্রেশদের ছবি ঘরে রাখতে কেউ সাহস করেনি। যারা রাখতো, সে-ছবি তারা চাবি বন্ধ করে রাখতো। আর এ-কালে আমাদের সে ভয় কেটে গেছে।

এ্যাক্‌ট্রেশদের ছবি আমরা ঘরে টাঙ্গাচ্ছি গান্ধিজীর ছবির পাশেই। অতএব…

'কথাগুলার মধ্যে খোচা, না, কি…গঙ্গা বুঝিল না! তবে পৃথিবীকে সে একবার চিনিয়াছে—প্রাণের দাম দিয়া চিনিযাছে! তাই সে বলিল—এ্যাক্‌ট্রেশদের যে সে-কালে কেউ চিনতে চাইতেন না, তাদের ছবি দিয়ে ঘর সাজাতেন না, তাতে সে-কালের এ্যাক্‌ট্রেশদের কোনো অসুবিধা ঘটেছে, ইতিহাসে এমন কথা লেখা নেই!

কল্লোলের মনের গহনে একটু ঝাঁজ…মুখ যখন খোলো নাই, তখন ছিলে বোবা! আর মুখ খুলিযাই ফণা ধরিতে চাও!

কল্লোল বলিল,—ইতিহাস পড়বার জন্য আমার মনে কোনো দিন এতটুকু লোভ ছিল না…আজো সে-লোভ নেই। আমি বাঁচতে চাই এবং সে-বাঁচা বাঁচবো বর্ত্তমানকে নিযে। অতীতে যেমন আমার মমতা নেই, ভবিষ্যৎকেও তেমনি আমি মেনে চলতে রাজী নই!…কিন্তু সে কথা যাক্…যে-কথা বলছিলুম, তোমাকে 'আপনি' বলবো, না, 'তুমি' বলবো? অনাদি যখন 'তুমি' বলে, আর অনাদি আমার বন্ধু, তখন আমিও যদি 'তুমি' বলি, তাহলে অভদ্র বলে সমাজে আমার নামে কলঙ্ক রটবে না নিশ্চয়!

গঙ্গা বলিল—দয়া করে 'তুমি' বলবেন। আমি এখানকার বন্ধীজনের কাছ থেকেও সম্মান চাই না…আপনি তো আমাদের সমাজের মুকুট-মণি! জ্ঞানে-বুদ্ধিতে টাকায়-পয়সায়…

কল্লোল বলিল—আমাকে তাহলে তুমি চিনতে পারোনি গঙ্গা! টাকা-পয়সা বা জ্ঞান-বুদ্ধির জোরে সিংহাসন দখল করবো, এমন ইচ্ছা কখনো যদি আমার মনে জাগে, সে ইচ্ছা জাগবার আগেই জেনো, আমি রাঁচি যাবো! রাঁচিতে যে-জায়গাকে বলে কাঁকে…সেই কাঁকেয়।

গঙ্গা বলিল—এ সব কথা রেখে আপনি গান গান্…সত্যি, এত চমৎকার

লাগলো! বললে বিশ্বাস করবেন না, এখানে আমি পাথর হয়ে বাস করছি। অহল্যা পাথর হয়ে গিয়েছিলেন, আমিও তেমনি পাথর হয়ে আছি! আপনার গান শুনতে শুনতে আমার মন থেকে যেন সে-পাথর খানিকটা খশে গেছে!

কথাটা কল্লোল বেশ মন দিয়াই শুনিল। অহল্যা-পাষাণীর মতো পাথরের মন···মনের সে-পাথর খশিয়া গিয়াছে কল্লোলের গানে!

মনে মনে কল্লোল হাসিল। ভাবিল, একবার অত বড় নৈরাশ্য ভোগ করিয়া এখনো গানের সুরে মনের পাথর ভাঙ্গিতে চাও! মনে তোমার অনেক বাসনা আছে তাহা হইলে!

তার পর কথায় দরদ-মমতা মিশাইয়া কল্লোল যে-মায়া রচনা করিল, সে-মায়ায় গঙ্গার কঠিন পণ, বেদনাময় করুণ অভিজ্ঞতা···গঙ্গা সব ভুলিল। ভুলিয়া আকুল-কণ্ঠে নিজের ভবিষ্যতের যে-আভাস সে দিল, সে-আভাসে কল্লোলের বুকের সেই ঘুমন্ত-পুরী দুলিয়া উঠিল! কল্লোল ভাবিল, শ্রান্ত মন যদি একটু আরাম চায়···

গঙ্গা বসিয়াছিল নদীর কোলে। স্বপ্ন-জড়িত কণ্ঠে জলের ঢেউ কি যেন সব বলিতেছিল! নদীর সেই স্বপ্নময়তায় গঙ্গার মনে পরিপূর্ণ আবেশ! এখানে এই জীর্ণতার মাঝে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে! কল্লোলের কথায়-গানে প্রাণে কেমন বাতাসের স্পর্শ লাগে! মনে পড়িতেছিল সেই কলিকাতার নাটমঞ্চ! নব নব নাটকে নব নব নায়িকার ভূমিকায় কি বৈচিত্র্যই না ছিল! কিসের লোভে সে-সব ছাড়িয়া আসিল?

হায় রে, সুখের দিনের স্মৃতি! তার অবশেষ ছিল আঙুলে এই একটা পান্নার আংটি! চাঁদের আলোয় আংটির সবুজ পাথরে স্নিগ্ধ দীপ্তি!

গঙ্গার হাত ধরিয়া কল্লোল তার আংটির পানে চাহিল, বলিল—বেশ দামী পান্না, দেখছি!

নিশ্বাস ফেলিয়া গঙ্গা বলিল—হ্যাঁ। সীতার বনবাসে সীতা সেজেছিলুম। অভিনয় না কি খুব ভালো হয়েছিল! নাট্যকার জন্মেজয় বাবু এই আংটিটি আমায় দিয়েছিলেন···পুরস্কার!

কল্লোল কহিল,—বটে! থিয়েটার ছেড়ে চলে আসা তোমার উচিত হয়নি! তার উপর এখন হয়েছে টকি-ফিল্ম। ফিল্মের রাজ্যে তুমি আজ রাণী হতে পারতে!···ভক্ত-স্তাবক, ধন-সম্পদ, বিলাস-ঐশ্বর্য্য তোমার পায়ে চারিদিক থেকে লুটিয়ে এসে পড়তো!···যাবে ফিরে কলকাতার ষ্টেজে কিম্বা ফিল্ম-ল্যাণ্ডে?

গঙ্গা বলিল,—চুপচাপ এই গর্ত্তে যখন পড়ে থাকি, এক-এক বার তখন মনে হয়, যাই!···কিন্তু যাবো না।

কল্লোল বলিল—এখানে ঘটী-বাটি-বাসন মেজে রান্না-বান্না করে' ইহ-জন্মটা নষ্ট করবে? মানুষ হয়ে জন্মেছো···মনে করলে অনেক-কিছু পেতে পারো, শুধু বুদ্ধিকে সচেতন রাখা চাই। অনাদির দোষ নেই। বেচারী জড়িয়ে পড়েছে! এই জড়িয়ে পড়াকেই শুধু ভয়! না হলে···মানে, তোমার ইচ্ছা হয় না মানুষের মতো বাঁচতে?

ছোট একটা নিশ্বাস ফেলিয়া গঙ্গা বলিল,—উপায় কৈ?

কল্লোল বলিল,—আছে উপায়। যদি বলো, অর্থাৎ আমি লোক ভালো নই···তবে মাঝে মাঝে ক্লান্তি বোধ করি। এ ক্লান্তি পারো তুমি ঘুচোতে? লাইফ্ বী স্মুথ, সেইলিং···পারো আমাকে তেমনি করে বাঁচিয়ে রাখতে? তোমার জন্য তাহলে বোধ হয় আমি পৃথিবী-বিজয়ে বেরুতে পারি!

পৃথিবী-বিজয়ে বাহির হইবার প্রয়োজন ছিল না। গঙ্গার নিঃসঙ্গ মন···সে-মন চাহিতেছিল একটু দরদ মায়া মমতা !

অনাদির এখানে কল্লোল রহিয়া গেল···দু'চার মাস। মার্থার ফ্ল্যাটে সে-ঘর ছাড়িয়া দেয় নাই। মাঝে মাঝে যায়। সেখানে থাকে না। গঙ্গার জন্য শাড়ী-ব্লাউশ-জুতা কিনিয়া আনিল···হাসিয়া অনাদি বলিল—এই তো চাই ভাই ! দুর্লভ এই মানব-জন্ম···কবে আবার শরট-করট-মীন হয়ে যদি জন্মাই ··

সে-দিন ফ্ল্যাটে কল্লোল আসিয়াছিল নিঃশব্দে চেক-বইখানা লইবার জন্য। মার্থা আসিয়া ঘরে ঢুকিল। বলিল,—বন্ধু···

কল্লোল চমকিয়া উঠিল ! ফিরিয়া মার্থার পানে চাহিল।

মার্থা বলিল,—ব্যাপার কি ? তোমার দেখা মেলে না ! যখনি খোঁজ নিতে আসি, দেখি, কামরার দোরে চাবি আঁটা। এর মানে ?

মৃদু হাস্যে কল্লোল বলিল,—চাকরির চেষ্টা করছি।

—চাকরি !

—হ্যাঁ। বর্ম্মায় থাকবো বলে যখন স্থির করেছি, তখন দেহটাকে রক্ষা করবার জন্য টাকা চাই তো ! কুঁজোর জল কত গড়াবো ? কুঁজোর জল ফুরুলে···তখন ?

মার্থা বলিল,—তা নয়। আমার কাছে তুমি সব কথা প্রকাশ করছো না, বন্ধু !

কল্লোল বলিল,—ভালো কথা, বিলের সঙ্গে কাল দেখা হয়েছিল।

মিলার ষ্ট্রীটে বর্ম্মা ব্যাঙ্ক···তার সামনে। আমি ডেকে কথা কইলুম··· পরিচয় দিলুম। আমার কাছে দুঃখ করতে লাগলো, হাউ কুড্ শী বী সো ক্রুয়েল! বললে, একটা চাকরি পেয়েছে,—সাংহাই যেতে হবে।

মার্থা বলিল—জানি। আজ সকালে আমার কাছে সে এসেছিল। আমি বলেছি, সাংহাইয়ে ভালো হয়ে চাকরি করো···উন্নতি হবে।

হাসিয়া কল্লোল বলিল—তোমার জন্য তার মনে দারুণ ব্যথা!

মার্থা বলিল,—তার ব্যথার চেয়ে আমার মনের ব্যথা এক-বিন্দু কম নয়, বন্ধু। কিন্তু ও-কথা যাক, কোথায় চাকরি পেলে তুমি?

—চাকরি এখনো পাই নি। আশা পেয়েছি···পাবো!

মার্থা বলিল—চাকরি পেলে তোমার সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত হবো। তোমার জন্য আমার মনে দুশ্চিন্তা জাগিয়া আছে। খেয়ালী মানুষ! তোমার মতো মানুষকে খবরদারী করিবার জন্য লোক চাই· একজন দরদী স্ত্রী···হোয়াই, ইউ শুড্ ম্যারি···তোমার বিবাহ করা উচিত।

কল্লোল বলিল—ভালো চাকরি না পেলে কি সাহসে বিবাহ করবো?

মার্থা কহিল,—ভালো চাকরি পেলে বিবাহ করবে? সত্যি?

হাসিয়া কল্লোল কহিল—করবো। তুমি বৌ দেখে দিয়ো। তোমার চয়েশ্ আমি শিরোধার্য্য করবো।

মার্থা বলিল—হুঁ! বেশ।···মেয়ে আছে আমার জানা।

কল্লোল কহিল—সত্যি? কে সে মেয়ে?

মার্থা বলিল—হৃষির ইচ্ছা, হৃষির মেয়ে গৌরী···আমায় বলছিল, বাবুর সঙ্গে গৌরীর বিবাহের ব্যবস্থা যদি করে দাও···বাঙালী ভদ্রলোক! হৃষির বৌ বলে, ভালো রোজগেরে জামাই চাই। কিন্তু ও-কথা যাক্···যা বলতে এসেছিলুম···আমার পাশের কামরা খালি হচ্ছে ···এ-কামরা ছেড়ে সে-কামরায় তুমি আসবে? বাড়ীওয়ালা বলছিল···তোমায় দেবে প্রেফারেন্স!

কল্লোল বলিল—চাকরি পেলে তবে ও-কথার জবাব দেবো। চাকরি যদি না পাই, তাহলে বাসা তুলে সরে পড়তে হবে।

মার্থা বলিল,—আমি আছি বন্ধু···আমি যদি সাহায্য করি··· তোমার আপত্তি আছে?

কল্লোল বলিল—আমার উপর এতখানি মায়া রেখো না বন্ধু···আমি অতি লক্ষ্মীছাড়া!

মার্থা বলিল,—বাট্ ইউ হ্যাভ্ কলচার্ড মাইণ্ড! তাই তোমার লক্ষ্মীছাড়া-ভাব যাতে ঘোচে, সে-দিকে আমি কিছু করতে চাই। দু'-চারটে শক্ত রোগী নিয়ে এখন ব্যস্ত আছি··তোমার খপর নিতে পারছি না তাই!

কল্লোল বলিল—আমার জীবনে তোমার বন্ধুত্ব···দ্যাট্স্ দী ওন্লি ব্রাইট স্পট্!

রাত্রে অনাদির বাড়ী।

অনাদি বলিল—অফিস থেকে কাল ফেরা হবে না।

কল্লোল বলিল—কেন? রাত্রে আবার অফিসে কি কাজ করবে?

অনাদি বলিল,—আমাদের একজন ডিরেক্টর আসছেন পরশু। কলকাতা থেকে। বাঙালী ডিরেক্টর।

—বাঙালী ডিরেক্টর?

অনাদি বলিল,—হ্যাঁ। নাম শরৎ চৌধুরী···মাল্টি-মিলিয়নেয়ার।

শরৎ চৌধুরী! নাম শুনিয়া কল্লোল চমকিয়া উঠিল! কহিল,—কলকাতার কোথায় থাকেন্ এই শরৎ চৌধুরী?

অনাদি বলিল—বালিগঞ্জে···লেক্ অঞ্চলে। চেনো?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কল্লোল বলিল,—চিনি।

—সত্যি ?

কল্লোল বলিল,—শরৎ চৌধুরীকে ঠিক চিনি না। তবে আমার এক পরম বন্ধুর স্বামী এই শরৎ চৌধুরী।

অনাদি বলিল,—শরৎ চৌধুরী তো বিয়ে করেছে স্যর পার্ব্বতীশঙ্করের মেয়ে শিপ্রা দেবীকে।

কল্লোল বলিল,—তাই। শিপ্রা আমার বন্ধু।···বলতে গেলে এক দিন···

মনের উপর হইতে কালো পর্দ্দা সরিয়া গেল। দীর্ঘ দিনের পর্দ্দা। মনের মধ্যে ফুটিল জীবনের সেই সব উজ্জ্বল দৃশ্য ··হাসি-গল্প-গান···আশা-ভাবা-আনন্দ· ·কি দিনই সে গিয়াছে !

অনাদি বলিল,—আমার উপর হুকুম হয়েছে, কাল আমাকে পেগু যেতে হবে। ওঁরা সেইখানে থাকবেন। বাড়ী ঠিক করে আমাকে ফার্নিশ করিয়ে রাখতে হবে। পরশু সন্ধ্যার সময় অফিস থেকে মিষ্টার চৌধুরী সটান গিয়ে পেগুর বাড়ীতে উঠবেন। মানে, আপিস দেখতে ঠিক আসছেন না···বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আসছেন। শুনছি, সব শীকারে বেরুবেন। মিষ্টার চৌধুরীর শীকারে খুব সখ।

কল্লোল বলিল,—বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আসছেন ?

অনাদি বলিল,—হ্যাঁ। মিসেস চৌধুরীও আসছেন সঙ্গে ··তোমার বন্ধু শিপ্রা দেবী ! শুনেছি, শিপ্রা দেবী মোটেই এফেমিনেট্ নন্। তিনিও ওঁদের সঙ্গে শীকারে বেরুবেন।

কল্লোল কোনো জবাব দিল না। মিসেস চৌধুরী ! সেই শিপ্রা ! সে আসিতেছে বর্ম্মায়···ভারত ছাড়িয়া কল্লোল আসিয়াছে বর্ম্মায়··সেই বর্ম্মায় শেষে শিপ্রাও !

গঙ্গা আসিল। সজ্জিত বেশ। কহিল,—চলো, আমি তৈরী।

অনাদি বলিল,—দু'জনে কোথায় চলেছো?

গঙ্গা বলিল,—উনি বললেন, সিনেমায় যাবো···তৈরী হয়ে নাও।

বলিয়া গঙ্গা চাহিল কল্লোলের পানে। বলিল,—বসে রইলে যে! সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। ওঠো···

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কল্লোল বলিল,—হ্যাঁ, চলো। যাবে না কি অনাদি?

অনাদি বলিল,—না, ও সব সখ আমার নেই। সখের মধ্যে বুঝেছো তো···কালাপানি-পারেও ঐ লালপানি!

হাসিয়া গঙ্গা বলিল,—দিদি সাধে রাগ করে! আচ্ছা সত্যি, দিদির জন্য একটু মায়া হয় না আপনার? না হয় ওর কথা মনে করেও···

অনাদি কহিল,—ওঁর কথা মনে করে সংসারের ভার মাথায় বইছি, গঙ্গামণি। তার উপর আরো চাই? মানে, আমার নিজের একটু স্বাধীনতাও থাকবে না?

গঙ্গা বসিল,—ওতে বুঝি স্বাধীনতা রক্ষা হয়?

অনাদি কহিল,—আমার হয়। এ তোমরা বুঝবে না···তোমরা সিনেমা দেখতে যাচ্ছো, যাও। আমিও···

পরের দিন। অনাদি অফিস গিয়াছে, আহার সারিয়া কল্লোল আসিয়া নদীর তীরে বসিল। অদূরে বড় একখানা নৌকায় কাঠ বোঝাই হইতেছে, তারি পানে দৃষ্টি।

মন কিন্তু কোন্ অদৃশ্য লোকে বিচরণ করিতেছিল! ভাবিয়াছিল, স্রোতে ভাসিয়া কোনো রকমে জীবনটাকে কাটাইয়া দিবে। কোনো ঘাটে ধরা-ছোঁয়া দিবে না! কিন্তু হইল কৈ? এ-ঘাটে মাল তুলিয়া পরের ঘাটে মাল নামাইয়া সে-ও চলিয়াছে ঐ নৌকার মতো। সেখানে মা-মী··· এখানে এই গঙ্গা!

শিপ্রার কথা মনে পড়িল। শিপ্রার সঙ্গে শুধু অলস খেলা খেলিয়াই ক'টা দিন অতিবাহিত করিয়াছে! কোনো লক্ষ্য ছিল না···কিছু না! এক-একবার মনে হইত, এই শিপ্রাকে চিরদিনের মতো···অমনি কেমন আতঙ্ক হইত!

তার পর ওদিক্কার বাঁধন কাটিয়া পলাইয়া আসিয়াছে! ভাবিয়াছিল, সামনের পথে চিরদিন চলিবে। যে-বাঁধন কাটিয়া চলিয়া আসিয়াছে, সে-বাঁধনের পানে পিছন-দিকে কখনো আর ফিরিয়া চাহিবে না।

কিন্তু স্মৃতি যায় না! শিপ্রার নাম শুনিয়া, শিপ্রা এখানে আসিতেছে শুনিয়া মন আবার সেই পিছনের দিনগুলার পানে তাকাইতেছে! কিসের আশায়?

শিপ্রা আসে, আসুক!···তার সঙ্গে কল্লোল দেখা করিবে না! জ্ঞানীরা বলিয়া গিয়াছেন মানুষ যে-গ্রন্থি বাঁধে, সে-গ্রন্থির বাঁধন খোলা যায় না··· সারা জীবনে যায় না! ভাবিত, এ না কি আবার একটা কথা!

মনের মধ্যে দুটো দৈত্য যেন যুদ্ধ সুরু করিয়া দিল! একজন

বলিতেছে—শিপ্রার নামে তুমি নাচিয়া ওঠো কেন? সে যেখানে খুশী আসুক, যা খুশী করুক, তাহা লইয়া তোমার মাথা ঘামাইব্যর কি প্রয়োজন? আর-একটা দৈত্য বলিতেছে,—আহা, একটিবার গ্যাখোই না শিপ্রাকে! সে কেমন আছে, অত বড় শরৎ চৌধুরীর গৃহিণী হইয়া·· তোমাকে মানে কি না, চিনিতে পারে কি না···

এ দুটো দৈত্যের বিরোধের মাঝখানে পড়িয়া কল্লোল যেন বিমূঢ়ের মতো হইয়া গিয়াছে!

মনে মনে যতবার ভাবিতেছে সেই শিপ্রা···শিপ্রা আসিয়া যদি দেখে, কি করিয়া এখানে সে দিন কাটাইতেছে···কি লইয়া ··কাহাকে লইয়া··· ঘৃণায় শিপ্রা মুখ ফিরাইবে! ফশ্ করিয়া হয়তো কি বলিয়া বসিবে···

কাজ নাই! শিপ্রা আসিতেছে এই রেঙ্গুনে···রেঙ্গুন ছাড়িয়া সরিয়া যাই! তাহা হইলে শিপ্রার সঙ্গে দেখা হইবে না!

পরক্ষণে আবার মনে হইতেছে, সব ত্যাগ করিলেও শিপ্রাকে কাছে পাইয়া একটিবার তাকে দেখার বাসনা ত্যাগ করা যায় না তো!

এমনি দু'-মুখী চিন্তা লইয়া কল্লোলের মন যখন নিরুপায়, তখন ইরাবতী নদীর বুকের উপর দিয়া রেঙ্গুন মেল আসিতেছে···রেঙ্গুনের দিকে। সূর্য্য মধ্যগগনে উঠিয়া বসিয়াছে। তার প্রখর তাপে চারি দিক্ তপ্ত। এই গরমে ফার্ষ্ট ক্লাশ-কামরার বাহিরে ডেকে ইজিচেয়ারে পড়িয়া আছে শরৎ চৌধুরী···পাশে টিপয়ের উপর হুইস্কির খালি বোতল এবং তাকে ঘিরিয়া দু'-চার জন পার্শ্বচর।

পার্শ্বচরের দল বার-বার বলিতেছে—এই গরমে না বসে কামরার মধ্যে চলুন স্যর···জানলায় খশ্‌খশের পর্দ্দা···ঠাণ্ডা বোধ করবেন।

তাদের কথা অগ্রাহ্য করিয়া শরৎ চৌধুরী বার-বার বলিতেছে, বয়স আটচল্লিশ পার হইতে চলিলেও যৌবন এখনো তাকে ত্যাগ করিয়া যায়

নাই! কলিকাতা হইতে এতখানি পথ আসিতে এক-মিনিটের জন্য মাথা ধরে নাই ইত্যাদি···

বোতল খালি···শরৎ ডাকিল,—বিষ্ণু ··

পার্শ্বচর নিতাই বলিল—বিষ্ণু ঘুমোচ্ছে। তার শরীরটা তেমন জুৎসই নেই!

শরৎ কহিল—হুঁ···আচ্ছা, শম্ভুকে ডাকো। আর একটা বোতল নিয়ে আসুক। আর সোডা···

নিতাই গেল শম্ভুকে ডাকিতে।

শরৎ বলিল—বুঝলে কার্ত্তিক, শীকার কাকে বলে একবার দেখো। পেগুর ও-পারে পাঁচ-মাইল গেলেই ভীষণ জঙ্গল। সে জঙ্গলে কি না পাওয়া যায়! হুঁঃ···ক্যাম্প করতে হবে। থাকতে পারবে ক্যাম্পে? সেখানে আরাম মিলবে না।

এ-অনুগ্রহে বিগলিত হইয়া কার্ত্তিক বলিল—বলেন কি স্যর! আপনি পারবেন, আর আমি কোন্ কীটস্য কীট, আমি পারবো না?

শরৎ বলিল—তার মানে?

কার্ত্তিক বলিল—মানে, আপনার হলো স্যর্, সুখী শরীর···

শরৎ বলিল—কিন্তু তোমরা হলে বৌয়ের অঞ্চল-নিধি···বাড়ী আর বৌ ছেড়ে কোথাও যেতে পারো না!

কার্ত্তিক বলিল—পয়সার অভাব স্যর্, কাজেই বৌয়ের মেজাজ ঝেঁজে আছে সর্ব্বক্ষণ। সে-মেজাজকে ঠাণ্ডা রাখবার জন্য কাছে ঘেঁষে আদর-সোহাগ-ভালোবাসার অভিনয় করতে হয় কি না···

শরৎ বলিল—বৌ বর্ম্মায় আসতে দিলে যে!

কার্ত্তিক বলিল—রৌপ্যচক্র দিয়ে পাশপোর্ট আদায় করেছি! সাধে আপনার কাছে কাকুতি জানিয়ে ছিলুম, স্যর! আপনি একশোটি টাকা

দিলেন, তাই থেকে গোটা ষাটেক টাকা দিয়ে এসেছি···তিনি সংসার চালাবেন। টাকা পেয়ে তবে আঁচল খুলে দেছে।

শরৎ বলিল,—হুঁ···

শম্ভু আসিল। তার হাতে হুইস্কি এবং সোডার বোতল। সঙ্গে নিতাই···নিতাইয়ের হাতে বরফ।

পাশের ফার্ষ্টক্লাশ কামরায় গদিমোড়া আসনে কোমল শয্যা। সে শয্যায় শিপ্রা শুইয়া আছে। জানলায় খশ্‌খশের পর্দ্দা টাঙ্গানো। কামরায় ইলেকট্রিক ফ্যান্ চলিয়াছে·· শিপ্রা শুইয়া নভেল পড়িতেছে।

বই ভালো লাগিল না। বুকের উপর বই রাখিয়া শিপ্রা চাহিল দাসী মুক্তির পানে। মুক্তি তার কাছে আছে অনেক দিন · তারি বয়সী। মেঝেয় বসিয়া মুক্তি চাহিয়া আছে খোলা জানলা দিয়া বাহিরে নদীর পানে···

শিপ্রা ভাবিল মুক্তি কি ভাবিতেছে?···নিজের ঘর-সংসারের কথা?

মনে হইল, দাসী বলিয়া নয়···মুক্তিও নারী···তার মতো নারী। কলিকাতায় থাকিতে মুক্তিকে দাসী জানিয়া শুধু হুকুম-ফরমাশ করিয়াছে ···মুক্তি যে নারী, সে-কথা কোনো দিন মনে জাগে নাই! আজ হঠাৎ মনে হইল, নারী বলিয়া মুক্তির সঙ্গে একটু যদি আলাপ-পরিচয় করি? শিপ্রার মনে যেমন অনেক সাধ-আশা বাসনা-কামনা···মুক্তি নারী, তার মনেও কি তেমনি সাধ, আশা, বাসনা, কামনা? জীবনকে মুক্তি কি বুঝিয়াছে? শুধু দাসীত্ব করিয়া পয়সা-রোজগার?···না, মুক্তিও একদিন মনের মধ্যে হাজার-বাতির ঝাড় জ্বালিয়া অনেক-কিছুর প্রত্যাশা করিয়াছিল ···সে-প্রত্যাশা তার চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেছে?

মনের উপর নিজের জীবনের অতীত ক'টা বৎসর মেঘের মতো উদয় হইয়া চকিতে সরিয়া গেল।

একটা নিশ্বাস। শিপ্রা ভাবিল, আমার পৃথিবী···তার রূপ-রস গন্ধ-স্পর্শ কোথায় মিলাইয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে! সে পৃথিবী যেন আজ পাষাণের আবরণে ঢাকিয়া গেছে!···সামনে এখনো জীবনের কত··কত দিন পড়িয়া আছে! সেগুলা···

যেন মরুভূমি! তরু-হীন বারি-হীন শ্যামলতা-বর্জ্জিত ধূ-ধূ বালির স্তূপ!

মুক্তির জীবন? আমি ঐশ্বর্য্য পাইয়াছি···সম্পদ-সম্ভোগের পরিপূর্ণ আয়োজন! আমি যা পাইয়াছি··মুক্তি তার কণার কণাও পায় নাই! তবু···

শিপ্রা ডাকিল—মুক্তি···

মুক্তি সাড়া দিল—বৌদি···

উঠিয়া কাছে আসিল, বলিল—কিছু চাই?

শিপ্রা বলিল—না···কিছু চাই না। তুই বোস্···তোর সঙ্গে গল্প করবো।

বিস্ময়ে মুক্তি কাঠ! এত কাল বৌদির দাসীত্ব করিতেছে, বৌদির মুখে এমন কথা কখনো শোনে নাই!

শিপ্রা কহিল···তোর বিয়ে হয়েছে মুক্তি?

—হ্যাঁ।

—স্বামী কলকাতাতেই থাকে?

—হ্যাঁ।

—আমার সঙ্গে রেঙ্গুনে আসতে তোকে ছেড়ে দিলে যে?

—পেটের দায়ে দেছে, বৌদি।

—স্বামী কাজ করে না?

—কাছারিতে পেয়াদার কাজ করে।

শিপ্রা কহিল—রোজগার করছে···বৌকে খাওয়াতে পারে না ?

দু'চোখে বিস্ময় ও প্রশ্ন ভরিয়া মুক্তি চাহিল শিপ্রার পানে।

শিপ্রা কহিল—নিজে রোজগার করে, আবার বৌকে পরের বাড়ী চাকরি করতে ছায়···কেমন মানুষ সে ?

মুক্তির মুখ নিমেষে পাংশু! শিপ্রা তাহা লক্ষ্য করিল।

মুক্তি বলিল—আমার দুই ননদের বিয়েতে কিছু দেনা হয়েছে বৌদি··· তাই। সে দেনা শুধতে হবে তো! তাও তোমার বাড়ীতে বলেই আমাকে চাকরি করতে দেছে। নাহলে আর-কারো বাড়ী হলে দিত না। কখ্খনো না!···এখন বলে, চাকরি ছেড়ে দে মুক্তি। আমি বলি, না···

শিপ্রা বলিল—তোর কথা আমায় বল্ মুক্তি···তোর সব কথা···

মুক্তি হাসিল। মলিন হাসি! হাসিয়া মুক্তি বলিল—আমরা গরীব মানুষ বৌদি···আমাদের আর কি এমন কথা আছে যে বলবো? খাওয়া-পরার দুঃখ-কষ্ট নিয়েই আমাদের দিন কাটে।

শিপ্রা বলিল—তোর বর তোকে ভালোবাসে ?

লজ্জায় মুক্তি একেবারে জড়োসড়ো! দু'চোখের দৃষ্টিতে সলজ্জ হাসি ···মুক্তি বলিল—বাসে।

শিপ্রা কহিল—ছাই ভালোবাসে! কখ্খনো বাসে না। তা যদি বাসতো, তাহলে তোকে ছেড়ে দিত না আমার সঙ্গে···এত দূরে এই রেঙ্গুনে!···আমি যদি তোর বর হতুম আর তোকে ভালোবাসতুম,··· তাহলে কখ্খনো তোকে আসতে দিতুম না···সেখানে আমায় এমন একা-একা রেখে! স্বামীরা ভালোবাসে না মুক্তি···কখ্খনো না। ওরা···

নিশ্বাসের বাষ্পে মুখের কথা সংরুদ্ধ হইল।

মুক্তি বলিল—তোমরা বড়মানুষ বৌদি···আমরা গরীব। মনে কষ্ট হবে, ব্যথা পাবো···এ-সব কথা ভাবলে কি আমাদের চলে? মনের সুখ-দুঃখের

আগে পেট চালাবার উপায় দেখতে হবে তো। ও বলে, দুঃখ-ব্যথা···ও-সব সাজে যারা পয়সাওলা, যারা সৌখীন···শুধু তাদেরি !···এই যে বাবু এলেন রেঙ্গুন···তুমি বললে তুমিও আসবে। পয়সা আছে বলেই তো আসতে পারলে ! আমাদের কি তা হয় ? আমি এলুম তোমার পয়সায়। ও বলেছিল,—যদি পয়সা থাকতো, তাহলে কাছারিতে ছুটী নিয়ে আমিও তোর সঙ্গে যেতুম মুক্তি !···পয়সা তো নেই, বৌদি !

কথার শেষে মুক্তি নিশ্বাস ফেলিল।

সে-নিশ্বাস শিপ্রার মনের কোণে বাজিল। শিপ্রা বলিল—আমাকে বলিস্ নে কেন মুক্তি ? আমি তাহলে তার এখানে আসবার ভাড়া দিতুম। সে-ও আসতো। দু'জনে একসঙ্গে বেশ থাকতিস্ ··নতুন দেশ···কত কি দেখতিস্-শুনতিস্ !

—তুমিও যেমন বৌদি !···আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ?

—কি কথা ?

—রাগ করবে না ?

—না।

—বাবু যদি তোমায় একা রেখে কোথাও যান, তোমার খুব বিশ্রী লাগে ? বাবুর জন্য মন-কেমন করে ? না ?

এ কথার জবাব শিপ্রা দিতে পারিল না···কথাটা তীরের মতো বুকে বিঁধিল ! মনে মনে শিপ্রা নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করিল, তাই কি ? মুক্তি যা জিজ্ঞাসা করিতেছে ··

মন সাড়া দিল না।

মুক্তি বলিল—তোমরা দু'জনে দু'জনকে কখনো ছেড়ে থাকোনি, না ? থাকতে পারো না !

অন্যমনস্ক ভাবে শিপ্রা বলিল—কেন বল্ তো এ কথা বলছিস্ ?

মুক্তি বলিল—আমি বুঝতে পারি। আমাদের মতো নও তো যে মন-কেমন করলেও পয়সার অভাবে নিরুপায়! তোমাদের পয়সা আছে …দু'জনে দু'জনকে ছেড়ে কেন আলাদা থাকবে, বলো!

শিপ্রা এবারো কোনো জবাব দিল না…জানলার অন্তরালে বাহিরের পানে তাকাইল…নদীর বুকে সূর্য্য-কিরণ পড়িয়াছে…জলে রূপালি ঢেউয়ের মালা…

তীক্ষ্ণ তীব্র বাঁশী বাজিল। ষ্টীমারের বাঁশী।

মুক্তি বলিল—কোনো ষ্টেশন এলো, বুঝি! যাই দেখি গিয়ে··

মুক্তি বাহিরে গেল। শিপ্রা তেমনি শুইয়া রহিল…মন শূন্য উদাস!

১২

রেঙ্গুনে পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল।

অফিসের লোক-জন আসিয়াছিল মনিবকে সাদর-অভ্যর্থনা করিতে। তারা বলিল—মেল আজ বড্ড লেট্ করেছে, স্যর! পেগুতে তাহলে…

শরৎ চৌধুরী বলিল—এখন নয়। দু'দিন পরে পেগু যাবো। বাড়ী ঠিক করেছো তো?

—হ্যাঁ স্যর…অফিসের অনাদি বাবু গেছে। পাকা লোক।

শরৎ চৌধুরী বলিল—আমি টেলিগ্রাম করে দিয়েছি এখানকার মিস্ বার্কার্স হোটেলে…ঘরের জন্য।

—ও…সে-হোটেল তো ঐ আরুণ্ডেল ষ্ট্রীটে।

দু' ঘণ্টা পরে। রাত্রি সাড়ে আটটা।

পাশাপাশি তিনখানা বড় কামরা।

মুখ-হাত ধুইয়া সাজিয়া-গুজিয়া শিপ্রা বসিয়াছিল তার নিজস্ব কামরায়

···বেশভূষা দেখিয়া মুক্তি বলিয়াছে,—রাজ-রাণীর মতো তোমায় দেখাচ্ছে বৌদি···সত্যি।

শিপ্রা বলিল—তুই যা, গা ধুয়ে আয় শীগগির। গল্প করবো।

মুক্তি গেল গা ধুইতে। শিপ্রা উঠিয়া আয়নার সামনে দাঁড়াইল। আয়নার বুকে নিজের যে-ছবি দেখিল···এ-মূর্ত্তি লইয়া বিশ্ব-জয় করা যায়! সে যদি পুরুষ-মানুষ হইত···

বুকের মধ্যে নিশ্বাসের বাষ্প ঘন হইয়া উঠিল।

আয়নার বুকে ছায়া···শরৎ চৌধুরীর মুখ!

শরৎ চৌধুরী আসিল। কহিল—তোমার তা হলে হয়েছে!·· হুঁ··· ত্যাখো, হোটেলটার ব্যবস্থা ভালো·· জায়গাটিও ভালো। ফার্নিচার-টার্নিচারগুলো সৌখীন···খাওয়া-দাওয়াও স্প্লেনডিড্!

শিপ্রা বলিল,—হ্যাঁ···তাছাড়া বয় বলে গেল আমাদের ঘরেই আমাদের খাবার দিয়ে যাবে।···এই খোলা খড়খড়ি দিয়ে বাইরে ঐ নদীর বাঁকটুকু চমৎকার দেখাচ্ছে! এমন হোটেল এখানে পাবো, ভাবিনি!

শরৎ চৌধুরী বলিল—ভাবছি, পেগুতে না হয় আসছে হপ্তায় যাওয়া যাবে।···এখানে এক-হপ্তা বরং···

শিপ্রা বলিল—আমার খুব ভালো লাগছে! পেগুতে যেতে হয়, তুমি যেয়ো। আমি ক'দিন এখানেই থাকবো।

—হুঁ···

শরৎ চাহিল শিপ্রার দিকে। শিপ্রা লক্ষ্য করিল, শরৎ চৌধুরীর চোখের দৃষ্টিতে সুনিবিড় আবেশ!···মুখের স্তুতি-বচনে মন ভুলাইতে যখনি আসে, তখনি শরতের দু'চোখে এমনি দৃষ্টি! এ-দৃষ্টি···

শিপ্রা কাঁপিয়া উঠিল। ও-দৃষ্টির কুহকে শিপ্রা বহুবার নিজের পণ ভুলিয়াছে, নিজেকে ভুলিয়াছে! ভুলিয়া···

কিন্তু আর নয়! ও-দৃষ্টিতে এখন অস্বস্তি বোধ হয়!

শিপ্রা বলিল—দাঁড়িয়ে রইলে যে! কিছু বলবে?

শরৎ চৌধুরী বলিল—হ্যাঁ, ঘর তাহলে তোমার পছন্দ হয়েছে?

—খুব।

শরৎ চৌধুরী কহিল—আমার ঘর···

শিপ্রা বলিল—ওদিকে। সেই ঘরেই তোমার বিছানা করেছে।

শরৎ চৌধুরী বলিল—হুঁ···কিন্তু সামনের ঘরখানা···

শিপ্রা বলিল—ভাবছি ও-ঘরটায় আমি বসবো···আমার ট্রাঙ্ক থাকবে ·· মুক্তি শোবে।

শরৎ চৌধুরী বলিল—নিতাই কার্ত্তিক···ওরা···

শিপ্রা বলিল—ওদের জন্য ওদিকে ঘর নেওয়া হয়েছে তো···শম্ভু বলে গেল।

শরৎ চৌধুরী বলিল—কাল সকালে এইখানেই এই রেঙ্গুন-নদীর ও-পারে শীকার করতে যাবো। বড় লেক্ আছে···সে-লেকে রকমারি পাখী।

শিপ্রা একান্ত মনোযোগে শুনিল ··জবাব দিল না।

শরৎ চৌধুরী বলিল—তুমি যাবে?

—না।

—বেশ···

শিপ্রা বলিল—তোমার খাওয়া হয়েছে?

শরৎ চৌধুরী বলিল—না। এখানকার অফিসের বড়-বাবু কিশোরী আর লাপুং এসেছিল, তাদের সঙ্গে কথা কচ্ছিলুম।

শিপ্রা কহিল—শোওগে। আজ আর নাই বা জাগলে বেশী রাত! বিশ্রামের দরকার। কাল আবার শীকারে যাচ্ছ!

শরৎ চৌধুরী অনিমেষ-দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল শিপ্রার পানে। বেশে-ভূষায় শিপ্রা কি কুহক জাগাইয়া রাখিয়াছে···

ছ'হাতে শিপ্রাকে ধরিয়া শরৎ চৌধুরী বক্ষ-লগ্ন করিল।

সবলে নিজেকে মুক্ত করিয়া শিপ্রা বলিল,—আঃ, কি জ্বালাতন করো!

জ্বালাতন! শরৎ চৌধুরী সরিয়া আসিল···আহতের মতো! তার পর নিজেকে সম্বৃত করিয়া সহজ কণ্ঠে শরৎ চৌধুরী কহিল—তুমি খেয়েছো?

শিপ্রা বলিল—না। সামান্য কিছু খাবো। মুক্তি গা ধুতে গেছে··· সে এলে শম্ভুকে বলবে। শম্ভু তখন আমার খাবার ব্যবস্থা করবে। তুমি যাও···আমি এখন একটু গড়িয়ে নেবো।

শরৎ চৌধুরী আবার সেই একাগ্র-দৃষ্টিতে চাহিল শিপ্রার পানে, বলিল —আমি যদি এখানে একটু বসি? মানে, ইউ আর রিয়ালি চার্মিং···

পাশের ঘরে পায়ের শব্দ···

শিপ্রা কহিল—মুক্তির হয়েছে, মুক্তি আসছে। আমার চার্ম এক-দিনে মুছে যাবে না! আজ আর এ-চার্ম নাই দেখলে! তুমি টায়ার্ড, আমি আবার তোমার চেয়েও টায়ার্ড ফীল্ করছি!

মুক্তি আসিল, ডাকিল—বৌদি···

ডাকিবার সঙ্গে সঙ্গে মনিবকে দেখিয়া জিভ কাটিয়া সপ্রতিভ ভাবে ছ'পা পিছনে সরিয়া গেল।

শিপ্রা ডাকিল—মুক্তি···

মুক্তি দাঁড়াইল।

শিপ্রা বলিল,—বাবু এখনি চলে যাচ্ছেন। বাবু চলে গেলে তুই গিয়ে শম্ভুকে বল্, আমার জন্য একটু স্যুপ, খানিকটা কারি আর ভাত আনবে ··সেই সঙ্গে এক পেয়ালা কফি। ব্যস্! আর কিছু না। খেয়ে আমি শুয়ে পড়বো। মাথাটা যেন একটু ধরেছে···বুঝলি?

মাথা নাড়িয়া মুক্তি জানাইয়া দিল, বুঝিয়াছে।

সে চলিয়া গেল। শরৎ চৌধুরী বলিল—কাল সকালে আমি সকলকে নিয়েই বেরুবো। শুধু শম্ভু আর মুক্তি থাকবে। তোমার তাতে চলবে ?

—চলবে।

শরৎ চৌধুরী বলিল—ফিরতে হয়তো সন্ধ্যা হয়ে যাবে···দু'-এক দিন হয়তো না আসতেও পারি। সেজন্য তুমি ভেবো না···

শিপ্রা বলিল—ভাববো না।

শরৎ চৌধুরী বলিল—শম্ভু থাকলে অবশ্য ভয়ের কোনো কারণ নেই! আমার জিনিষ-পত্তর রক্ষা করতে যদি প্রাণ দিতে হয়, তা সে দেবে। আর সে জিনিষ-পত্তর আমার আংটি-ঘড়ি টাকা-কড়ি হোক আর রূপসী স্ত্রীই হোক! হাঃ হাঃ, কি বলো ?

কথাটা বলিয়া শরৎ চৌধুরী প্রস্থান করিল।

শিপ্রার সর্ব্বাঙ্গে যেন প্রহারের যাতনা! এ কি স্বামীর মুখের কথা ? না, চাবুক ? শরৎ চৌধুরীর কাছে আংটি-ঘড়ি টাকা-কড়ির যে দাম, স্ত্রীর দামও ঠিক ততখানি! স্ত্রী তার তৈজস-পত্রের সামিল! তাই শম্ভু করিবে শিপ্রার পাহারাদারী!

মনের মধ্যে আগুন জ্বলিল! বিবাহ হইয়াছে···আজ ক'বৎসর বা! মোটর-গাড়ী, আংটি-ঘড়ি, লেপ-তোষক, জামা—এ-সবের মতোই স্ত্রী তোমার সম্ভোগের সামগ্রী! স্বার্থপর মূঢ় কাপুরুষ! টাকার জোরে পৃথিবীকে পদানত করিতে পারো···শিপ্রাকে পারিবে না! পৃথিবী মাটীর···তার প্রাণ নাই! শিপ্রা মাটীর পৃথিবী নয়, জানিয়ো! আগ্নের-গিরির বুকে তিলে-তিলে যে-আগুন প্রধূমিত হয়···এক দিন তার ভার বহিতে না পারিয়া আগ্নেয়-গিরি ফাটিয়া চৌচির হয়! এবং তার সে বিদীর্ণ বুক হইতে যে গলিত লাভা, যে ধূম্রানল-জ্যোতি উৎকীর্ণ হয়, তার তেজে গ্রাম-নগর

পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়! তোমার এই লাঞ্ছনা, অপমান, অবহেলা শিপ্রার বুকে যে-আক্রোশ প্রধূমিত করিতেছে···

সমাজ-সংসার···আত্মজনের মন···কত কিসের আবরণ দিয়া সে-আক্রোশ যে শিপ্রা সবলে চাপিয়া রাখিয়াছে···

পরের দিন। বেলা প্রায় আটটা।

মুক্তিকে লইয়া শিপ্রা আসিল রেঙ্গুন-নদীর তীরে। তীর-পথে দুজনে হাঁটিয়া বহু দূরে চলিল।

তার পর কি খেয়াল হইল! ডাকিল—মুক্তি ··

শিপ্রার পানে মুক্তি ফিরিয়া চাহিল।

শিপ্রা কহিল—ঐ ছোট নৌকো একখানা ভাড়া করে চ, খুব-খানিকটা ঘুরে আসি।

মুক্তি কহিল—বলো কি বৌদি! দু'-জন মেয়ে-মানুষ আমরা এই মগের মুল্লুক···শম্ভুকে তাহলে আনলে না কেন?

—শম্ভু নেই, তাতে ঘোরা যাবে না কেন, শুনি? কোথায় বাধবে?

—ভয় করে বৌদি! বর্ম্মার মাঝি। শুনেছি, এখানকার লোক ভারী বদ্।

মৃদু হাস্যে শিপ্রা বলিল—বদ্ লোক শুধু বর্ম্মাতেই বুঝি? ঘরেও বদ্ লোক থাকে!

মুক্তি বলিল—মাঝ-নদীতে নৌকো নিয়ে গিয়ে শেষে যদি কিছু করে? তোমার গায়ে এই গহনা?

শিপ্রা বলিল—গহনার ভয় করি না মুক্তি। যারা খেটে খায়, তারা চোর হয় না।

মুক্তি কহিল—বাবু যদি রাগ করেন?

শিপ্রা কহিল—সে-রাগের জবাব তোকে দিতে হবে না···আমি জবাব দেবো। আয়, কোনো ভয় নেই।

নৌকা ঠিক করিয়া সে-নৌকায় দু'জনে উঠিয়া বসিল। শিপ্রা বলিল —আমাদের খুব-খানিকটা ঘুরিয়ে আনতে পারবে? বেশ অনেক-দূর পর্য্যন্ত?

মাঝি বলিল—পারবো।

মাঝি হিন্দী জানে। ভাঙ্গা বাঙলা হিন্দী আর ইংরেজী মিশাইয়া কথা যা কয়, বুঝিতে অসুবিধা হয় না।

শিপ্রা বলিল—তুমি কখনো কলকাতায় গেছ মাঝি?

মাঝি বলিল—কভি কভি যায় মেম-সাব! ভালো লাগে না। বর্ম্মার মতো কলকাতা না আছে···

নৌকায় বসিয়া রেঙ্গুনের বাহিরের দিকটা যতখানি দেখা যায়, শিপ্রার চমৎকার লাগিল।

মুক্তি বলিল—আমাদের দেশেরই মতো বৌদি, না? আমাদের দেশে যেমন মন্দির, এদের দেশেও তেমনি। গয়ার মন্দিরের মতো ঐ মন্দিরটা দ্যাখো···

শিপ্রা কহিল—বুদ্ধদেবের নাম শুনেছিস?

—ও মা, তা আর শুনিনি! বুদ্ধদেবের গল্প পড়েছি···থিয়েটারে বুদ্ধদেব দেখেছি। রাজার ছেলে··সব ছেড়ে চলে গেলেন···সন্ন্যাসী হলেন···সেই তো?

শিপ্রা বলিল—হ্যাঁ। আমাদের দেশের দেবতা বুদ্ধদেব। কাজেই আমাদের দেশের মন্দিরের সঙ্গে এখানকার মন্দিরের মিল থাকবে না কেন, বল্?

মুক্তি বলিল—ঠাকুর-দেবতায় মিল আছে···কিন্তু এরা যে কি কথা

কয়! কথা সব এমন কেন, বলো তো বৌদি? কি বলে, তার কিছু যদি বোঝা যায়!

হাসিয়া শিপ্রা বলিল—তা বুঝতে হলে তোর জন্য প্রাচীন-সভ্যতার স্কুল খুলতে হবে, মুক্তি। সে সময় আমার নেই···আর অত বিদ্যাও আমার জানা নেই।

নৌকা চলিয়াছে···কখনো এ-পার ঘেঁষিয়া, কখনো ও-পার ঘেঁষিয়া। ঘাটে জন-তরঙ্গ। সে-তরঙ্গে কত বৈচিত্র্য···

চড়ায় বাধা পাইয়া এক দিকে নদীর একটা শাখা বাঁকিয়া সহরের কোলে গিয়া ঠেকিয়াছে। সে-দিককার চড়ায় বাঁশের ঝোপ···

মুক্তি বলিল—ওখানটা ছ্যাখো বৌদি···যেন কুঞ্জবন!

শিপ্রা বলিল—সত্যি, চমৎকার রে!

মাঝিকে বলিল—ও-দিকটায় চলো···

মাঝি বলিল—ও-দিকটায় বস্তী মেম-সাব। যত গরীব লোক থাকে···যারা খেটে খায়। নোংরা বস্তী।

শিপ্রা বলিল—তাহলেও ঐ বাঁশের ঝোপটা বেশ লাগছে। চলো··· একেই বলে বেণু কুঞ্জ।

মাঝি নৌকা চালাইল সেই বেণু-কুঞ্জের দিকে। বাঁশ-ঝাড়ের ফাঁকে-ফাঁকে ক'খানা কুটীর···কে যেন ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছে!

নৌকা চলিল সেই বস্তীর দিকে।

বিশ-পঁচিশ হাত দূরে তীর। নৌকা চরে বাধিয়া গেল। আর চলিবে না।

শিপ্রা বলিল—কি হলো?

মাঝি বলিল—চর···নৌকো আটকেছে।

—উপায়?

মাঝি বলিল—টেনে নিয়ে যেতে হবে···যতক্ষণ না অনেক-জল পাই···

তীরে কে গান গাহিতেছিল···বাঙলা গান···কণ্ঠ যেন পরিচিত !

গাহিতেছিল—আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা···

রবীন্দ্রনাথের গান।

অজ্ঞাত এই বর্ম্মীজ বস্তীর বুকে বসিয়া রবীন্দ্রনাথের গান গায়··· কে···ও ?

শিপ্রা বলিল—ওখানে আমাদের নামিয়ে দিতে পারো মাঝি ?

—পারি।

—দাও···

নৌকা ঠেলিয়া মাঝি তীরে লাগাইল।

তীরে তখনো সে-গান চলিয়াছে। গায়ককে শিপ্রা দেখিল···দেখিয়া চমকিয়া উঠিল !

মানুষের সঙ্গে মানুষের এত মিল !···না ! ও যেন···হাঁ, ওকে দেখিতে ঠিক···

যেন কল্লোল রায় !

কল্লোলই !

আকাশ হইতে পরী নামিয়া আসিয়া যদি সামনে দাঁড়াইত, তাহা হইলেও কল্লোল এত আশ্চর্য্য হইত না, যেমন হইল শিপ্রাকে দেখিয়া ! তার গান থামিল। আচম্‌কা বেত খাইলে যেমন হয়, তেমনি শিহরিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

শিপ্রা তার পানে চাহিয়া আছে···দু'চোখে একাগ্র দৃষ্টি···সে-দৃষ্টিতে যতখানি বিস্ময়, ততখানি আনন্দ !

শিপ্রার পানে চাহিয়া আছে কল্লোল···তার মনের মধ্যে বিপুল উচ্ছ্বাসে যেন সাগরের জল ফুঁশিয়া উঠিতেছে ! মনের উপর দিয়া পৃথিবীখানা গড়াইতে গড়াইতে দূরে কোথায় সরিয়া চলিয়াছে !

এ দুই নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ মূর্ত্তির পানে চাহিয়া মুক্তিও কেমন হক্‌চকিয়া গেছে ! কোথায় কত দূরে এই মগের মুল্লুক···এখানেও বৌদির চেনা লোক আছে !

তার পর শিপ্রা প্রথমে কথা কহিল। ডাকিল,—কল্লোল বাবু !

কল্লোলের মনে হইল, তার অতীত-দিনের মোটা কালো পর্দ্দার ওদিক হইতে শিপ্রা তাকে ডাকিতেছে ! একবার মনে হইল, মাঝে মাঝে যেমন স্বপ্ন দেখে, স্বপ্নে যেমন শিপ্রার কণ্ঠ শোনে···তাই নয় তো ?

পরক্ষণে বুঝিল, স্বপ্ন নয়। সত্যকার ডাক। শিপ্রা স্বপ্নে আসিয়া উদয় হয় নাই···সশরীরে আসিয়াছে ! মনে পড়িল, অনাদির মুখে কল্লোল শুনিয়াছে শরৎ চৌধুরী আসিতেছে বর্ম্মায়···সস্ত্রীক ; এবং তাই শিপ্রা আসিয়াছে !

এখানে পৌঁছিয়াই শিপ্রা তার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছে ? অনাদি নিশ্চয় শিপ্রাকে বলিয়াছে কল্লোলের কথা···হয়তো বলিয়াছে, কল্লোল তার সমস্ত অতীত ভুলিয়া, অতীত বিসর্জ্জন দিয়া এখানে নূতন করিয়া জীবনের খাতা বাঁধিয়াছে···বাঁচিবার জন্য ।

চারি দিকে চাহিয়া শিপ্রা বলিল,—আশ্চর্য্য কিন্তু···মনে হলো, নৌকো করে একটু বেড়াবো ! খানিকটা ঘুরতেই আপনার গান শুনবো, তা কখনো ভাবিনি ।

কল্লোল হাসিল···মলিন মৃদু হাসি !

শিপ্রা কহিল,—গান শুনেই আমি চিনেছি···আপনার গলা !

কল্লোল নিরুত্তরে শিপ্রার পানে চাহিয়া রহিল ।

শিপ্রা বলিল—আজই আপনার কথা মনে হচ্ছিল···রেঙ্গুনে নেমে। কেন, জানি না। আপনি রেঙ্গুনে আছেন জানতুম না।···এইখানেই আস্তানা বেঁধেছেন ?

শিপ্রার মুখে-চোখে হাসির বিদ্যুৎ ! কল্লোল এক-দৃষ্টিতে শিপ্রার পানে চাহিয়া ছিল। মন বলিতেছিল, সেই শিপ্রা ! ঠিক তেমনি আছে ! মাঝখানে এ ক'টা বৎসরে কল্লোলের জীবনে কত ঝড়, কত বিপ্লব বহিয়া গেছে···সে ঝড়-জলে সে-বিপ্লবে কল্লোলের ভিতরে-বাহিরে কত পরিবর্ত্তন ···কিন্তু শিপ্রা ? ঝড়-জল-বিপ্লবের এতটুকু আঘাত শিপ্রাকে স্পর্শ করে নাই ! কেন করিবে ? নারী যা চায়···ধন-জন-ঐশ্বর্য্য···খ্যাতি-মান-সম্ভ্রম···শিপ্রা তার সব পাইয়াছে ! একটা নিশ্বাস বুক চিরিয়া ছুটিয়া বাহির হইতেছিল···কল্লোল সবলে সে নিশ্বাস রোধ করিল ।

শিপ্রা বলিল—এখনো অবাক হয়ে রইলেন ! বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি, আমি শিপ্রা ?

মৃদু হাস্যে অস্ফুট-কণ্ঠে কল্লোল বলিল—বিশ্বাস করবার কথা কি?

শিপ্রা হাসিল; হাসিয়া বলিল,—কিন্তু অবিশ্বাস করবার কারণ নেই! বিশ্বাস করতেই হবে কল্লোল বাবু। আমি সত্যি শিপ্রা···তার ছায়া নই, মায়া নই।

সে-যুগে শ্রীরামচন্দ্রের স্পর্শে অহল্যা যেমন দীর্ঘ যুগ পরে পাষাণের আবরণ ভাঙ্গিয়া আবার মানুষের মূর্ত্তিতে জাগিয়া উঠিয়াছিলেন, শিপ্রার কণ্ঠস্বরে বহুদিনকার পুঞ্জিত পাষাণ-ভার ঠেলিয়া কল্লোল তেমনি মানুষ হইয়া জাগিয়া উঠিল! কল্লোল বলিল—কিন্তু···

তার পর কণ্ঠ নীরব···চোখে হাজার প্রশ্ন!

সামনে কাঠের স্তূপ। শিপ্রা কাঠের উপর বসিল; বসিয়া নিজের ভ্যানিটি-ব্যাগ খুলিয়া আয়না বাহির করিল, আয়না দেখিয়া মুখের একটু প্রসাধন সাধন করিল; করিয়া আবার চাহিল কল্লোলের পানে···কল্লোল তেমনি চাহিয়া আছে···শিপ্রার পানে! সে-দৃষ্টিতে তেমনি প্রশ্ন!

হাসিয়া শিপ্রা বলিল—আমার কি মনে হচ্ছে, জানেন?

কোনো মতে কল্লোল বলিল—কি?

—হাসবো, না, কাঁদবো···বসবো, না, চলে যাবো, বুঝতে পারছি না!

শিপ্রার কথায় হেঁয়ালি।

কল্লোল বলিল—কেন?

শিপ্রা কহিল,—আপনি এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন! যিনি মনস্তত্ত্ববিদ্ বলে' গর্ব্ব করেন···হ্যাভ্‌লক এলিস, আলডুশ হক্সলি ছাড়া আর কিছু যিনি মানেন না!

শিপ্রার চোখের দৃষ্টিতে হাসি নয়···ঝক্‌ঝকে একখানা ধারালো ছুরি যেন!

কল্লোল বলিল—মনে সে-সবের ছায়াও আর নেই, শিপ্রা। কিন্তু তুমি বলো, তোমারই বা এমন মনে হচ্ছে কেন?

শিপ্রা বলিল—আপনার সঙ্গে হঠাৎ এখানে এমন ভাবে দেখা হবে, এ আমার স্বপ্নের অগোচর! আপনার কথা আমি ভুলিনি। মাঝে-মাঝে মনে হয়। মনে হয়, আবার যদি কখনো দেখা হয়, তাহলে সে-দেখার আগে প্রচুর আয়োজন গড়ে তুলতে হবে হয়তো!···কিন্তু সে কথা যাক্। এখানে···মানে, এইখানেই চিরদিনের আস্তানা বেঁধেছেন না কি?

মলিন মৃদু-হাস্যে কল্লোল বলিল—আস্তানা ঠিক নয়, পাখীর বাসা। মাইগ্রেটরি বার্ড···যেদিন যে-গাছে আশ্রয় মেলে!

দাঁতে অধর চাপিয়া অকম্পিত দৃষ্টিতে শিপ্রা চাহিয়া রহিল কল্লোলের পানে। মনের মধ্যে যেন এঞ্জিনের ষ্টীম প্রধূমিত হইতেছে···শিপ্রা বলিল —কোথায় বাসা···দেখতে পাই না?

কল্লোল যেন শিহরিয়া উঠিল! কহিল—সে কি বাসা? তোমার পায়ের ছোঁয়া পাবার যোগ্যতা সে-বাসার নেই, শিপ্রা!

শিপ্রা কহিল—অনেক বড়-বড় কথা শিখেছেন···ঢের, উন্নতি হয়েছে দেখছি। বর্ম্মার সম্বন্ধে আমার মনে এমন সব অদ্ভুত ধারণা ছিল···আজ দেখছি, সে-ধারণা ভুল নয়!

—তার মানে?

—মানে, সেকালে বৈরাগ্য নিয়ে মানুষ যেতো হিমালয়ের দিকে··· এখন সে-হিমালয়ের আদর গেছে···হিমালয়ের আসন দখল করেছে বর্ম্মা!

কল্লোল কোনো জবাব দিল না···শিপ্রার পানে চাহিয়া রহিল।

শিপ্রা বলিল—আরো দু'-চারজনের কথা শুনেছি···তাঁরাও মনের দুঃখে বৈরাগ্য নিয়ে হিমালয়ে না গিয়ে বর্ম্মায় এসেছিলেন।

কল্লোল বলিতে যাইতেছিল তুমিও তাই বর্ম্মায় এসেছো না কি?

কিন্তু বলা হইল না। বাধা দিয়া শিপ্রা বলিল,—তবু আপনাকে বর্ম্মায় দেখবো, বলেছি তো, এ ছিল আমার স্বপ্নের অগোচর! আপনার কথা যখনি ভেবেছি, তখনি মনে হয়েছে, আর-যেখানেই আপনি থাকুন, বর্ম্মায় কথ্‌খনো নয়!...এই কাল রাত্রে ষ্টীমারের বার্থে শুয়ে কিছুতে ঘুম আসছিল না...আপনার কথা ভাবছিলুম...

কল্লোল বলিল...শুনে কৃতার্থ হলুম!

শিপ্রা কহিল—আপনি কৃতার্থ না হলেও আমার তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু যাক্‌, আচ্ছা, আপনার সঙ্গে শেষ দেখা, সে বড় অল্প দিন নয়...তার পর থেকে...অর্থাৎ তার ঠিক পরের চ্যাপ্‌টার থেকে যদি আমাদের কথা সুরু করি? কিন্তু বাঃ, বসুন...কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন? আমি এখনি চলে যাবো, এমন কথা মনে করবেন না।

এ কথা বলিয়া শিপ্রা চাহিল মুক্তির পানে। মুক্তি সকৌতূহলে আগাইয়া গিয়া বাঁশ-ঝাড়ের অন্তরালে কটা কুটীর, সেই কুটীরের পানে চাহিয়া কি দেখিতেছিল!

একটা কাঠের গুঁড়ির উপরে কল্লোল বসিল, বসিয়া বলিল—সঙ্গের ও সঙ্গিনীটি?

শিপ্রা কহিল—লৌকিক সম্পর্কে দাসী। কিন্তু ভারী ভালো মেয়ে। গরীবের ঘরে জন্মেছে...পেটের দায়ে দাসীবৃত্তি করছে...অথচ যাদের দাস্য করে, তাদের চেয়ে ওর ভাগ্য ঢের ভালো।

কল্লোল হাসিল, হাসিয়া বলিল—তা বুঝেছি। ভাগ্য ভালো না হলে শিপ্রা দেবীর দাস্য-পরিচর্য্যার ভার পাবে কেন?

শিপ্রা কহিল,—কাব্য-কথা নয় কল্লোল বাবু...বাস্তব সত্য! ওর জীবনের যেটুকু ইতিহাস শুনেছি, তাতে বুঝেছি, আমাদের মতো দামী

শাড়ী-গহনা পরে না···পরবার সম্ভাবনা না থাকলেও ওর যা ঐশ্বর্য্য আছে, আপনার-আমার তার কণাও নেই !

কথাটা বলিয়া শিপ্রা নিশ্বাস ফেলিল !

সে-নিশ্বাস লক্ষ্য করিয়া কল্লোল বলিল,—শুনে খুশী হলুম যে শিপ্রার জানা একটি মেয়ে অন্ততঃ আছে, যার সুখ-সম্পদে শিপ্রার হিংসা হয়।

শিপ্রা তাড়াতাড়ি জবাব দিল,—না, না, হিংসা নয়। হিংসা হলে এমন করে ওর সুখ-ঐশ্বর্য্যের কথা আমি বলতে পারতুম না কল্লোল বাবু। একে হিংসা বলে না···একে বলে শ্রদ্ধা !

কল্লোল বলিল—শ্রদ্ধাই ! মেনে নিচ্ছি আমি। কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা করে এই কথাই তুমি বলতে এসেছো ?

শিপ্রা কহিল,—না···কোনো বিশেষ কথা বলতে আসিনি। কি-বা এমন বিশেষ কথা আছে বলবার ? তা নয়। তবে দেখা হয়ে গেল··· হঠাৎ ! এখন মনে হচ্ছে, অনেক কথাই যেন আছে···এত কথা যে বসে বসে সারা জীবন ধরে বললেও সে কথা শেষ হবে না ! কি কথা যে বলবো···কোন্ কথা দিয়ে কথা সুরু করবো ভেবে পাচ্ছি না কল্লোল বাবু।···আপনি পারেন কথা সুরু করতে ? কোনো কথা আপনার মনে জাগেনি ? এতদিন পরে আমার সঙ্গে দেখা হলে কি-কথা বলবেন, কখনো তা ভাবেননি ?

কল্লোলের মনে যেন বিপ্লব বাধিয়াছে ! পুরানো-হারানো সব-কিছুর হিসাব শেষ করিয়া দেউলিয়া দোকানদার নূতন কারবারের পত্তন করিতে বসিয়া যেমন কি করিবে ভাবিয়া পায় না, কল্লোলের মনের অবস্থা ঠিক তেমনি ! চট্ করিয়া শিপ্রার কথার সে জবাব দিতে পারিল না।

শিপ্রা বলিল—বলুন···কোনো কথা যদি না থাকে, তাহলে তাই না

হয় বলুন! পাছে আমার আঘাত লাগে ভেবে মমতা করবার কোনো কারণ নেই। জীবনে এ-বয়সে অনেক আঘাত পেয়েছি কল্লোল বাবু, সে-আঘাতে মন পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে। কোনো নতুন আঘাত সে-পাথরে আর এতটুকু আঁচড় কাটতে পারবে না!

কথার শেষে নিশ্বাসের একরাশ বাষ্প···সে বাষ্প-ভার সবলে শিপ্রা মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিল।

কল্লোল বলিল—তুমি এখানে আসছো, এ খপর আমি কাল শুনেছিলুম। শুনে অবধি ভাবছি, বর্ষায় শরৎ চৌধুরী আসতে পারেন··· তাঁর আসার নানা কারণ থাকতে পারে। পৌরাণিক যুগের রাজা-রাজড়ারা যেমন মৃগয়ায় বেরুতেন, তেমনি। কিন্তু তুমি···

সস্মিত হাসি-মুখে শিপ্রা বলিল—স্বামীর প্রেমে বিভোর হয়ে তাঁর বিরহে কাতর হবো ভেবে আমি আসিনি! আমার আসবার কারণ বলবো?

—বলো···

—একঘেয়ে জীবন ভারী অসহ্য বোধ হচ্ছিল।···ভাবলুম, বাড়ীর বাইরে এক্সট্রা-অর্ডিনারী কত কি ঘটে মানুষের জীবনে···দেখা যাক, আমার জীবনে যদি তেমন-কিছু ঘটে!

কল্লোল বলিল—কিন্তু বাঙালী-ঘরের বিবাহিতা বধূ···তার জীবনে এক্সট্রা-অর্ডিনারী-কিছু ঘটাবার অবকাশ কোথায়? যে-সব লোক অর্ডিনারীভাবে বাস করছে, তাদের জীবনে এক্সট্রা-অর্ডিনারী কিছু ঘটা··· অসম্ভব শিপ্রা!···

এ কথায় কি ছিল, ঠিক না বুঝিলেও শিপ্রার অজ্ঞাতে তার মুখ-চোখ রাঙা হইয়া উঠিল! শিপ্রা কোনো জবাব দিল না।

কল্লোল বলিল—সে বরং আমায় বলতে পারো···এক্সট্রা-অর্ডিনারী লাইফ্···খেয়ালে ভর করে' চলেছি জীবনের পথে···আজ আমাকে

এখানে দেখছো, কাল কোথায় থাকবো নিজেই জানি না···অনিশ্চয়-তার অন্ত নেই!

তার পর কল্লোল বলিতে লাগিল···অনেক কথা বলিল। বলিল, প্রিন্সিপ্‌ল্‌ মানিয়া অনেকে চলে। কি করিয়া চলে, ভাবিয়া কল্লোলের বিস্ময়ের সীমা নাই! জীবনে সে-ও অনেক প্রিন্সিপ্‌ল্‌কে মনে-প্রাণে গ্রহণ করিয়াছিল। মনে-মনে পণ করিয়াছিল, এই প্রিন্সিপ্‌ল্‌ মানিয়া চলিবে··· পারে নাই। দু'দিনে প্রাণ যেন হাঁফাইয়া উঠিয়াছে! মনে হইয়াছে, প্রিন্সিপ্‌ল্‌কে স্বীকার করা···তার মানে বন্ধন! বন্ধনে মন যদি ব্যথা পায়, তাহা হইলে জীবনে রহিল কি?

কল্লোলের কথায় এমন ইঙ্গিতও ফুটিয়া বাহির হইল···কল্লোল ভাবিত, শিপ্রা এবং কল্লোল···বিধাতা দু'জনকে এক-ছাঁচে গড়িয়াছেন···সমান তেজ, সমান সাহস, সমান খেয়াল···চিরদিন দু'জনে যদি পাশাপাশি থাকিত, তাহা হইলে কি যে হইত! কিন্তু তা হইবার নয়! তা হয় না!

এ-ইঙ্গিতে শিপ্রার সর্ব্বাঙ্গ ছম্‌ছম্‌ করিয়া উঠিল!

এমন সময় মুক্তি আসিয়া ডাকিল—বৌদি···

শিপ্রা যেন ছিল আর-এক-পৃথিবীতে···মুক্তির আহ্বানে চিরদিনকার পৃথিবীতে আবার ফিরিয়া আসিল। বলিল—কি রে?

মুক্তি বলিল—মাঝি বলছে, বেলা হয়ে যাচ্ছে···তাকে ফিরে রান্না-বান্না করতে হবে।

শিপ্রা চাহিল কল্লোলের পানে।

কল্লোল বলিল—সত্যি, সকালেই বেরিয়েছো বোধ হয়···সেখানে স্বামী-দেবতা উতলা হবেন! প্রথম দিন দেরী করে ফেরা ঠিক হবে কি? খুব ভালো জায়গা বলে বর্ম্মার রেপুটেশন নেই···এই সব এ্যারিষ্টোক্রাট্‌ বাঙালীর কাছে অন্ততঃ। তিনি ভয় পেতে পারেন।

শিপ্রা কহিল—হুঁ। কিন্তু এলুম যখন, আপনার ঘর-বাড়ী দেখাবেন না?

—ঘর-বাড়ী দেখবে? এসো···ক্ষোভ থাকে কেন? কথাটা বলিয়া কল্লোল হাসিল।

শিপ্রা চাহিল মুক্তির পানে···বলিল—আমি এখনি আসছি মুক্তি। তুই বরং মাঝিকে বলে আয়, দেরী হবে না।

বলিয়া শিপ্রা চলিল কল্লোলের সঙ্গে।

খানিকটা আসিয়া শিপ্রা কহিল—একা আছো? না, কোনো বশ্মীজ রঙ্গিণী?

এ-কথায় লজ্জা-ও-গ্লানির ভারে কল্লোলের মন কুণ্ঠিত হইল। কল্লোল বলিল—পাগল হয়েছো শিপ্রা!

১৪

চকিত দ্বিধা! শিপ্রাকে লইয়া ও কুটীরে? সেখানে আছে গঙ্গা···

মনে মনে কল্লোল হাসিল। হাসিয়া মনকে বলিল, কল্লোল রায়ের মনে দ্বিধা? কখনো যা হয় নাই···না···না!

শিপ্রাকে সঙ্গে করিয়া কল্লোল আসিল গৃহের দ্বারে। অনাদির দুই ছেলে ঘরে বসিয়া জোর-গলায় কথার মানে মুখস্থ করিতেছে, হিষ্ট্রী পড়িতেছে···

রুমালে নাক চাপিয়া শিপ্রা কহিল—পড়াশুনা হচ্ছে!···ইস্কুল? না, বোর্ডিং খুলেছেন?

কল্লোল বলিল,—না। আমার এক বন্ধু অনাদি···কলকাতার বন্ধু···

তার দুই ছেলে ইস্কুলের পড়া করছে।...এসো...বাইরেটাই এমন। ভিতরে নোংরা নয়...ইনফেক্শনের ভয় নেই।

শিপ্রা কহিল—সে ভয় আমার কোনো কালেই নেই...কিছুতে না।

কল্লোল বলিল—ভালো কথা। কিন্তু ..

কল্লোল থমকিয়া দাঁড়াইল।

শিপ্রা বলিল,—দাঁড়ালেন যে ?

কল্লোল বলিল—আমার এই বন্ধু অনাদি...মানে, উনি হলেন তোমার স্বামী শরৎ চৌধুরী মশায়ের ভৃত্য। অর্থাৎ তাঁর ওপারের অফিসে বেচারী সামান্য কেরাণীর কাজ করে।

শিপ্রা চাহিল কল্লোলের পানে, কহিল,—সে আমার অপরাধ ?

কল্লোল বলিল—অপরাধ তোমার নয়, কিন্তু আমার হতে পারে। অপরাধ হবে এই যে তোমার ভৃত্যের ঘরে তুমি পদার্পণ করবে!

—আপনার তামাসা একটু কম করুন কল্লোল বাবু। তার চেয়ে বলুন আপনার আস্তানায় আমার প্রবেশ-অধিকার মিলবে না। থাক্, আমি জোর-জুলুম করছি না। আসি তাহলে...

কথাটা শেষ করিয়া শিপ্রা ফিরিল। কল্লোল বিস্ময় বোধ করিল। শিপ্রা হঠাৎ ফিরিল যে...

কল্লোল ডাকিল—শিপ্রা...

শিপ্রা দাঁড়াইল, কল্লোলের পানে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল—ওঃ, একটা ভুল হচ্ছিল...নমস্কার-জানানো। এখন জানাচ্ছি...নমস্কার!

শিপ্রা আবার চলিল। কল্লোল ভ্রূ কুঞ্চিত করিল...মেলোড্রামা সুরু করিয়াছ! · দাম বাড়াইতে চাও!

কল্লোল আসিল শিপ্রার পিছনে, বলিল—ভদ্রতায় খাটো করে তুমি গিয়ে তোমার স্বামীকে বলবে, একটা অসভ্য জানোয়ার...তা আমি

তোমায় বলতে দেবো না। বেলা হয়েছে···খোলা নৌকো···রোদে মাথা ফেটে না গেলেও মেজাজ গরম হতে পারে। আমি ছাতা নিয়ে আসি। তার পর নৌকোয় করে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবো। সেজন্য গমনে যদি পাঁচ মিনিট বিলম্ব হয়···কিম্বা যদি বলো, ট্যাক্সি করেও যেতে পারো। ···তোমার বাসা?

শিপ্রা বলিল—মিস বার্কার্স হোটেল।

—সে হোটেল কোথায়?

হাসিয়া শিপ্রা বলিল—মিষ্টার কল্লোল রায়ের অজানা হোটেল রেঙ্গুনে আছে তা হলে!···এ হোটেল হলো আরুণ্ডেল ষ্ট্রীটে।

—ও···তা হলে কি-সিদ্ধান্ত হলো?

শিপ্রা বলিল—নৌকোয় ফিরবো।

—আমি ছাতা নিয়ে আসি। একে বর্ম্মা দেশ···এখানকার রোদে বেশী ঝাঁজ!

শিপ্রার কি মনে হইল। হাসিয়া শিপ্রা বলিল—বেশ···আনুন আপনি ছাতা।

ছাতা লইয়া কল্লোল তখনি ফিরিয়া আসিল। আসিয়া দেখে, শিপ্রা দাঁড়াইয়া আছে।

কল্লোল বলিল—ছাতা এনেছি।

শিপ্রা কহিল—আসুন। মুক্তি বেচারী হয়তো ভাবছে!

কল্লোল বলিল—হুঁ······

দয়াময়ী আসিতেছিল এই পথে···বাজার করিয়া। দূর হইতে দেখিল, সজ্জিতা এক তরুণী মহিলার মাথায় ছাতা ধরিয়া কল্লোল চলিযাছে জলের দিকে। দয়াময়ী আসিয়া একটা ঝোপের পাশে দাঁড়াইল।

ঘাটে আসিয়া কল্লোল ডাকিল—মাঝি···

মাঝি কহিল—বড় লেট্ হয়ে গেল বাবু-সাব্...

কল্লোল কহিল—আর লেট্ নয়। এসে গেছি।

শিপ্রার হাত ধরিয়া কল্লোল তাকে নৌকায় তুলিয়া দিল। মুক্তি নৌকায় উঠিল। তার পর কল্লোল।

মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল।

শিপ্রা বলিল—আমার হাতে ছাতা দিন্ কল্লোল বাবু...আপনাকে মাইনে দিয়ে ছত্রধর রাখিনি।

শিপ্রার হাতে কল্লোল ছাতা দিল। মুক্তিকে পাশে বসাইয়া ছাতা খুলিয়া সেই ছাতায় শিপ্রা দু'জনের মাথা রক্ষা করিল।

শিপ্রার কাণের কাছে মুখ আনিয়া মুক্তি বলিল—কে বৌদি ?

শিপ্রা চাহিল কল্লোলের পানে, ডাকিল—কল্লোল বাবু...

কল্লোল বলিল—কেন ?

—মুক্তি জিজ্ঞাসা করছে, আপনি কে ?

কল্লোল জবাব দিল না।

নৌকা চলিয়াছে...নদীর জলে রৌদ্র-কিরণ ভাঙ্গিয়া যেন মাণিকের মালা ভাসাইয়া দিয়াছে !

শিপ্রা বলিল—মুক্তিকে কি-পরিচয় দেবো, বলুন...

একটা উদ্যত নিশ্বাস্ চাপিয়া কল্লোল বলিল—বলতে পারো, শরৎ চৌধুরী মশায়ের আপিসের কেরাণী অনাদি...সেই অনাদির বন্ধু আমি।

শিপ্রা কহিল—ও...

তার পর ক্ষণেক নীরব থাকিয়া মুক্তিকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—শুনলি তো মুক্তি...ওঁর কেরাণীর বন্ধু। মনিবের স্ত্রী এসেছিল বাড়ী দেখতে...খাতির করে তাঁর মাথার ছাতা ধরে পৌঁছে দিতে চলেছেন।

মুক্তি আর কোনো কথা বলিল না…এ উত্তরে খুশী হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।…

নৌকা চলিয়াছে। কাহারো মুখে কথা নাই।

শিপ্রা ডাকিল—কল্লোল বাবু…

কল্লোল কহিল—ইয়েস্ ম্যাডাম্…

ইচ্ছা করিয়া ইংরেজীতে জবাব দিল…মুক্তিকে পরিহাস-ছলে বা বিরক্তি-ভরে এই মাত্র শিপ্রা যে-কথা বলিয়াছে, তার পর নাম ধরিয়া ডাকিতে বাধিল!

শিপ্রা কহিল—চুপচাপ বসে না থেকে যদি বলি, একটা গান…

কল্লোল বলিল—দুপুর-রোদে গান! তাছাড়া মনের অবস্থা ঠিক গান গাইবার মতো নয়!

শিপ্রা কৌতুক বোধ করিল, বলিল—হঠাৎ মনের এমন অবস্থান্তর হলো কেন? একটু আগে ঐ মন নিয়েই তো দিব্যি গান গাইছিলেন!

কল্লোল বলিল—একটা কথা আছে। বোধ হয়, জানো…পলকে প্রলয়! পৃথিবীতে পলকে-পলকে কত দিকে কত প্রলয় ঘটে যাচ্ছে… সে-খপর মাল্‌টি-মিলিয়নেয়ার শরৎ চৌধুরীর স্ত্রী বুঝতে পারবেন কি?

এ কথার পর শিপ্রা আর কোনো কথা বলিল না।

নৌকায় সকলে নীরব। নৌকা ভাসিয়া চলিয়াছে স্রোতের মুখে…

নৌকা হইতে নামিয়া শিপ্রা বলিল,—এই নৌকোতেই ফিরবেন না কি?

কল্লোলও নামিল, বলিল—না।

—কি করে যাবেন?

দু'চোখে করুণা, না, কি…কল্লোল বলিল—যেতে হবে?

শিপ্রা কহিল,—তার মানে ?

কল্লোল বলিল—মানে, হোটেলে তোমার চাকরদের ঘর নেই ? যদি সে-ঘরে বসে একটু জিরিয়ে নি ?

শিপ্রার রাগ হইল। শিপ্রা কহিল—এ আমার বাড়ী নয়, হোটেল-বাড়ী। চাকরদের ঘর আছে কি না, থাকলেও কত-বড় ঘর, সে-ঘরে আপনার বসবার জায়গা হবে কি না, অত খপর নেবার ফুরশৎ আমার হয়নি। তার দরকারও বোধ করিনি! কাজেই আপনার এ-কথার কি জবাব দেবো ?

হাসিয়া কল্লোল বলিল—রাগ হয়েছে ?···ভয় নেই! তামাসা করছিলুম। আমি বাড়ী ফিরবো। হেঁটে ফিরবো। না হয় একটা রিকৃশ নেবো'খন···

শিপ্রা বলিল—এই রোদে হেঁটে না গিয়ে দয়া করে রিকৃশতেই ফিরবেন।

কল্লোল কহিল—দরদ!

শিপ্রা কহিল—মানুষের উপর মানুষের দরদ হবে, এ কি খুব আশ্চর্য্য কথা? তার উপর আমার মাথায় ছাতা ধরলেন, পাছে আমার মাথা ধরে! আর···

কল্লোল বলিল—আগে হোটেল পর্য্যন্ত চলো, তোমাকে পৌছে দি। তার পর কর্ত্তব্য-চিন্তা···

হোটেলের দ্বারে কল্লোল বিদায় চাহিল। শিপ্রা কহিল,—বাঃ, ছাতাটা রেখে যাবেন না কি ?

ছাতা লইবার জন্য কল্লোল হাত বাড়াইল। শিপ্রা বলিল—এই রোদে আমায় পৌছে দিতে এলেন···অন্ততঃ এক গ্লাস্ জল না খাইয়ে যদি আপনাকে ছেড়ে দি, তাহলে আমার পাপের সীমা থাকবে না।

কল্লোল বলিল—কিন্তু···

এ কিন্তুর অর্থ শিপ্রা বুঝিল। বলিল—আপনার বন্ধুর মনিবের সঙ্গে দেখা হবে না। ভয় নেই! তিনি এখানে নেই···পারিষদ নিয়ে শীকারে বেরিয়েছেন।

কল্লোল বলিল—গৃহ-স্বামীর অনুপস্থিতিতে···

শিপ্রা বলিল—কথা-কাটাকাটি করে নিজের দর আর নাই বাড়ালেন কল্লোল বাবু! এত কাল পরে হঠাৎ এই বিদেশে দেখা···আপনার সঙ্গে কত কথা আমার কইতে ইচ্ছা হচ্ছে, আর আপনি আমায় বোঝাতে চান, আপনার সে-ইচ্ছা হচ্ছে না!

কল্লোল যেন শিহরিয়া উঠিল! ডাকিল,—শিপ্রা·

শিপ্রা কহিল—এটা নাট্যমঞ্চ নয় কল্লোল বাবু···আপনি-আমি নাটকের পাত্র-পাত্রী নই যে শুধু সংলাপ জমাবো! আমি শিপ্রা, আর আপনি কল্লোল বাবু···টু ফ্রেণ্ডস মীট্ আফটার এ্যান্ এজ! কথাবার্ত্তা না কই, খানিকক্ষণ বসে বিশ্রাম না করে আপনি ফিরতে পাবেন না···এই আমার কথা। আমার এ-কথা ঠেলে পারেন আপনি চলে যেতে?

কল্লোল বলিল—পারি কি পারি না, তা নিয়ে তর্ক নয়, শিপ্রা। তবে আপাততঃ তোমার এ কথা ঠেলে চলে যাবো না।

শিপ্রা কহিল—তাহলে নিঃশব্দে আমার সঙ্গে আসুন। তাছাড়া আপনার বন্ধুর মনিব যদি থাকতেন, তাহলেও আমার বন্ধুকে আমি আনতে পারবো না আমার ঘরে আমার সঙ্গে গল্প-সল্প করতে···বাঙালী ঘরের বৌ হলেও এতখানি নির্জীব অপদার্থ বৌ আমি নই!

ঘণ্টাখানেক পরে কল্লোল বিদায় চাহিল। শিপ্রা ইতিমধ্যে স্নান সারিয়া দিব্য-বেশে সাজিয়া আসিয়াছে।

শিপ্রা বলিল—কাল হয়তো আবার দেখা হবে। আপনার ওখানে আমি যাবো!···রেঙ্গুন-সহর ভালো করে দেখতে চাই। আপনি হবেন আমার গাইড।

কল্লোল কহিল—বেশ···কিন্তু তোমার যাবার চেয়ে আমার পক্ষে এখানে এসে তোমায় নিয়ে যাওয়া সহজ হবে না?

শিপ্রা কহিল—যদি মনে করেন, তাই হবে!···কাল তাহলে এখানে এসে আপনি মধ্যাহ্ন-ভোজন করবেন।···আপত্তি আছে?

—না।

—তাহলে বেলা দশটায়···কেমন?

—আচ্ছা।

কল্লোল ঘরের বাহিরে আসিল। শিপ্রা আসিল সঙ্গে।

ঘরের বাহিরে চওড়া বারান্দা। বারান্দায় আসিবামাত্র এক-জন বর্ম্মীজ তরুণী সেলাম করিল। তার হাতে বাঁশের তৈরী রঙীন ট্রে··· সেই ট্রের উপর পাতলা ভিজা কাগজে ঢাকা রাশীকৃত ফুল।

তরুণীকে দেখিয়া কল্লোল চমকিয়া উঠিল···মা-শী!

মা-শী যেন ভূত দেখিয়াছে···তার মুখ এমনি পাণ্ডুর বিবর্ণ!

চকিতে নিজেকে সংবৃত করিয়া মা-শী ডাকিল,—মঙ্ ছি স্তেয়া (প্রিয়তম জীবন-বল্লভ)! বলিয়াই সে কল্লোলের হাতখানা চাপিয়া ধরিল।

যেভাবে মা-শী হাত চাপিয়া ধরিল এবং শিপ্রার সামনে, কল্লোল তাহাতে চমকিয়া উঠিল! মনে নিমেষের চাঞ্চল্য···মুখেও সঙ্গে সঙ্গে কেমন মলিন ছায়া! কল্লোল চাহিল শিপ্রার পানে···শিপ্রার দু'চোখ কৌতূহলে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে!

নিজেকে তখনি সংবৃত করিয়া কল্লোল মা-শীর হাতের বাঁধন কাটিয়া যেটুকু-বর্ম্মীজ শিখিয়াছিল, সেই বর্ম্মীজ-ভাষায় মা-শীকে বলিল—এখানে ফুল বেচতে এসেছো?

মা-শী বলিল,—হ্যাঁ। এই হোটেলে কাজ করে সু-ফঙ···আমার বাড়ীর কাছে থাকে। সু-ফঙ বললে, কলকাতা থেকে বাঙালী মেম-সাব এসেছে···ফুল বেচতে আসিস্ মা-শী।

• মুখে এ-কথা বলিলেও মা-শীর দু'চোখে গভীর আবেশ! তার চোখের দৃষ্টি কল্লোলকে নিমেষের জন্য ছাড়িতে চায় না!

কল্লোল সে-দৃষ্টি লক্ষ্য করিল, করিয়া বলিল,—মেম্-সাবকে আমি বলে দেবো। অনেক ফুল নেবেন···রোজ-রোজ নেবেন।

মা-শী বলিল,—তুমি কি নিষ্ঠুর! কেন আমাকে তুমি ত্যাগ করে এলে?

মা-শীর কণ্ঠ আকুতিতে বিগলিত!

মৃদু-হাস্যে কল্লোল বলিল,—ত্যাগ নয় মা-শী। চাকরির চেষ্টায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। চাকরির জোগাড় হলেই তোমার কাছে যাবো।

মা-শীর দু'চোখে অভিমানের অশ্রু যেন ঠেলিয়া আসিল! বেদনার্ত্ত

স্বরে মা-শী বলিল,—তোমার চাকরির দরকার নেই। আমি খেটে ফুল বেচে টাকা রোজগার করবো···তুমি শুধু আমার কাছে থাকবে।

কল্লোল বলিল,—বেশ, তাই হবে। এখন তুমি ফুল বিক্রী করো। আমার কাজ আছে। কাল আমি তোমার কাছে ফিরে যাবো।

বলিয়াই কল্লোল চাহিল শিপ্রার দিকে, বলিল,—ফুলওয়ালী··· তার উপর ওর মার হোটেল আছে···দু'পয়সা রোজগার করে। ওর মনটা রোমান্টিক্!

শিপ্রা বলিল,—তাই দেখছি, এবং এ রোমান্স আপনাকে নিয়েই বোধ হয়!

হাসিয়া কল্লোল বলিল,—বর্ম্মায় এসে খুব অসুখ করেছিল। তখন ওর মার হোটেলে থাকতুম। আমাকে খুব যত্ন করেছিল। একটা মায়া পড়েছে! তা ছাড়া বাঙালীকে ওরা ভাবে ইণ্ডিয়ান্ প্রিন্স! ···আর কিছু নয়! তুমি ওর কাছ থেকে ফুল নিয়ো। বেচারী!

কথাটা বলিয়া কল্লোল চলিয়া যাইতেছিল, শিপ্রা বলিল,—যে-এনগেজমেণ্ট হয়েছে কাল বেলা দশটায়···

কল্লোল বলিল,—কোনো দিন তোমার নেমন্তন্ন উপেক্ষা করেছি?

শিপ্রা বলিল,—নিজের মনের কাছ থেকে তার জবাব নেবেন। মোদ্দা কাল যেন আমার এ-নেমন্তন্নর জন্য আবার দেশত্যাগী হয়ে যাবেন না, বুঝলেন!

কল্লোল বলিল,—না। সে-সব সম্ভাবনা কাটিয়ে এখানে যখন দেখা হলো, তখন···

কল্লোলের মুখের কথা লুফিয়া হাস্যমুখে শিপ্রা বলিল,—God wished it!

হাসিয়া কল্লোল বলিল,—If there be a God!

তার পর কল্লোল চাহিল মা-শীর পানে, বলিল,—গুড বাই মা-শী ···বলিয়া দ্রুত-পায়ে কল্লোল চলিয়া আসিল।

কল্লোল চলিয়া গেলে শিপ্রা চাহিল মা-শীর পানে···প্রিয়জন উপেক্ষা-ভরে চলিয়া গেলে ষ্টেজের উপরে বিহ্বলা নায়িকার মুখে-চোখে যেমন ব্যথা-বেদনার ছোপ লাগিয়া থাকে, ফুলওয়ালী এই মেয়েটির মুখে-চোখে ঠিক তেমনি ছোপ! শিপ্রা ভাবিল, মেয়েটি হয়তো কল্লোলকে ভালো বাসিয়াছে···

শিপ্রা মনে-মনে হাসিল, ডাকিল,—ফুলওয়ালী···

মা-শী চাহিল শিপ্রার পানে।

রকমারি মশুমী ফুলের ডালা ধরিয়া মা-শী বলিল,—নাইস্ ফ্লাওয়ার্স ··রিয়েল ফ্লাওয়ার্স! নট পেপার-মেড···নট সিল্ক-মেড, ম্যাডাম!

মেয়েটি ইংরেজী জানে! শিপ্রা ইংরেজীতেই কথা কহিল। বলিল, —তুমি ইংরেজী জানো?

মুখে ম্লান হাসি···মা-শী বলিল,—লিট্‌ল্-লিট্‌ল্।

শিপ্রা বলিল,—এই বাঙালী-সাহেবকে তুমি জানো?

মা-শীর দু'চোখের পিছনে যেন জলের আভাস! মা-শী বলিল,—ইয়েস্···

—তোমার মার হোটেল আছে?

মাথা নাড়িয়া মা-শী বলিল,—হ্যাঁ।

—ও-সাহেব সেখানে ছিল?

মা-শী বলিল,—হ্যাঁ।

শিপ্রা বলিল,—ও!

মা-শী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—ফুল নেবে না?

—নেবো···

বলিয়া শিপ্রা মুক্তিকে ডাকিল।

মুক্তি আসিল।

শিপ্রা বলিল,—আমি খেতে যাচ্ছি। তুই ফুল নে। সবগুলোই নে। ও যে-দাম চায়, শম্ভুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাই দিবি। বুঝলি?

মাথা নাড়িয়া মুক্তি জানাইল, বুঝিয়াছে।

আহারাদি সারিতে বেলা দুটো বাজিয়া গেল।

শিপ্রা ডাকিল,—মুক্তি···

ঘরের বাহিরে বারান্দায় মুক্তি দাঁড়াইয়া ছিল, বলিল,—ডাকছো বৌদি?

শিপ্রা বলিল,—হ্যাঁ। এখন ঘুমোবি?

—না গো বৌদি। নতুন জায়গায় এসেছি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে পথে লোক-জন দেখছি।

শিপ্রা বলিল,—অত ঘুরে এলি·· একটু গড়াতে ইচ্ছা হচ্ছে না?

মুক্তি বলিল,—না।

শিপ্রা বলিল,—আবার ঘুরতে চাস্?

মুক্তি বলিল,—পথ-ঘাট চিনি না, নাহলে তোমায় বলে' সত্যি বেরুতুম বৌদি। ঐ যে মেয়েটি ফুল বেচতে এসেছিল···মেয়েটি ভারী নরম···দেখতে-শুনতেও বেশ···না? ওদের কথা কি বুঝি, ছাই! তবু হোটেলের একটা বেয়ারা·· সে ওখানে ছিল। সে বাঙলা জানে। সে-ই দু'-চারটে কথা বুঝিয়ে দিচ্ছিল। যেটুকু বুঝলুম, মেয়েটির বিয়ে হয়েছে গো, বিয়ে কোন্ বাঙালীর সঙ্গে নাকি!

শিপ্রা বলিল,—তুই থাম্ মুক্তি। তোর ও-রূপকথা শোনবার ইচ্ছা আমার নেই।

মুক্তি বলিল,—রূপকথা !

শিপ্রা বলিল,—ও কথা যাক্ ! আমি ভাবছি, বেরুবো। শুনেছি, এখানে খুব ভালো বৌদ্ধ-মন্দির আছে। তুই গিয়ে শম্ভুকে বল, হোটেল থেকে যদি এমন-কাকেও পাওয়া যায়, সঙ্গে যাবে, তাহলে বেরুই।

মুক্তির মন মাতিয়া উঠিল। মুক্তি বলিল—যাবে বৌদি ! সত্যি ? তাই চলো···বৌদ্ধ-মন্দির তো আমাদের দেবতার মন্দির ?

—হ্যাঁ। কিন্তু তুই যদি এমন বক্‌বক্ করিস্, তাহলে আমি তোকে নিয়ে যাবো না।

—না বৌদি, আমি আর কথাটি কবো না···সত্যি বলছি। এখনি আমি শম্ভুকে গিয়ে বলি ব্যবস্থা করতে।

মুক্তি গেল শম্ভুকে ধরিয়া গাইডের ব্যবস্থা করিতে।

মনিবের কামরার ও-পাশে ছোট কামরা। শম্ভু সে-কামরা দখল করিয়াছে। লোহার ছোট খাট ; তার উপরে তোষক পাতিয়া খাশা বিছানা করিয়াছে। সেই বিছানায় শুইয়া শম্ভু ঘুমাইবার উদ্যোগ করিতেছিল ··

দ্বারের সামনে মোটা পর্দ্দা। পর্দ্দার এদিক্ হইতে মুক্তি ডাকিল—শম্ভু···

শম্ভু বলিল—মুক্তি না কি ?

—হ্যাঁ···

শম্ভু কহিল,—এসো।

মুক্তি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। শম্ভুর ফিটফাট বেশ। মনিব শরৎ চৌধুরী দু'-তিন মাসের বেশী কোনো জামা-কাপড় পরে না। দু'-তিন মাস পরে পরা-জামা-কাপড় বাতিল করিয়া নূতন জামা-কাপড় চাই, নহিলে শরৎ চৌধুরীর সৌখীনতায় বাধে ! দু'-তিন মাসের সে-সব জামা-

কাপড় লাগে শম্ভু এবং পারিষদ্‌বর্গের ভোগে! শম্ভুর পরণে মনিবের পুরানো চেক-পাজামা, গায়ে সিল্কের সার্ট।

মুক্তিকে দেখিয়া শম্ভু উঠিয়া বসিল। বলিল,—কি খপর মুক্তি-ঠাকরুণ? হঠাৎ এখন আমার ঘরে!

ভ্রূকুটি করিয়া মুক্তি বলিল,—আঃ! আবার ঐ সব কথা!···শোনো, বৌদি বললে···

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া শম্ভু বলিল—ও ··মনিবের হুকুম তামিল করতে এসেছো? আমি ভেবেছিলুম তোমার মনিব শুয়েছেন, মনের কথা কইবার জন্ম তুমি তাই গরীবখানায় পায়ের ধূলো দেছ!

ভ্রূকুটি-ভরা দৃষ্টিতে শম্ভুর পানে চাহিয়া মুক্তি বলিল,—তোমাকে না বলেছি, ও-সব কথা বলবে না! শোনো শম্ভু, বৌদি যা বলেছে···

শম্ভু বলিল—বলো।

মুক্তি তখন বৌদির কথা প্রকাশ করিয়া বলিল। বলিল—তুমি লোক ঠিক করে দাও, বুঝলে শম্ভু···বৌদি সাজপোষাক করছে···বুঝলে?

শম্ভু বলিল—বুঝেছি।

—এখনি···বলিয়া মুক্তি চলিয়া যাইতেছিল, শম্ভু ডাকিল—মুক্তি···

মুক্তি ফিরিল। শম্ভু বলিল—তোমার মনিব কোথায় বেড়াতে গেছলেন গো? এত বেলা করে ফিরলেন···তার উপর ফিরলেন এক জন বাঙালী ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে! দেখে মনে হলো, অনেক দিনের চেনা। ও-মানুষটি কে?

মুক্তি বলিল—কে, তার আমি কি জানি? তোমার জানতে সাধ হয়ে থাকে, মনিবকে জিজ্ঞাসা করলে পারো।

শম্ভু বলিল—চাকর হয়ে মনিবকে কি তা জিজ্ঞাসা করতে পারি?··· তা নয়। মানে, জিজ্ঞাসা করছি···তোমরা কোথায় গেছলে?

মুক্তি বলিল—নৌকো করে এমনি বেড়াতে গিয়েছিলুম। আমি কি কোনো জায়গার নাম জানি? শোনো কথা!

মুক্তি আবার গমনোদ্যতা হইল। শম্ভু বলিল,—আহা, রাগ করো কেন মুক্তি! যত তোমার সঙ্গে ভাব করতে চাই, তত তুমি চটে ওঠো! তা মানে কি, জানো? আমার মনিবের হুকুম আছে পাহারাদারী করবার··· তাই বলছিলুম, ও-বাবুটিকে কোথায় পেলে?

মুক্তি আদর পায়, প্রশ্রয় পায়! শিপ্রা তাকে অনেক কথা বলে। তবু মুক্তি জানে, সে মাহিনা-করা বাঁদী···এমন স্পর্দ্ধা তার মনে কোনো দিন জাগে না যে মনিবের কোনো কথার বা কাজের সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করিবে! শম্ভুর স্পর্দ্ধা যে অনেকখানি, মুক্তি তা জানে। মুক্তির সঙ্গে যা-তা রসিকতা করিতে আসে! কলিকাতায় থাকিতে করিত! স্বামী শ্যামাচরণকে মুক্তি বলিত শম্ভুর কথা। শুনিয়া শ্যামাচরণ বলিত, বড়লোকের বাড়ী চাকরি করিতে গেলে এমন কথা শুনিতেই হইবে, মুক্তি···যারা দাসীর কাজ করে, লোকে ভাবে, তাদের দেহ-মনের দাম নাই! ওখানে তোমার চাকরি করিয়া কাজ নাই। চাকরি ছাড়িয়া দাও। শুনিয়া মুক্তি বলে, না, না, কাহারো মুখের কথায় তো গায়ে ফোস্কা পড়িবে না! সেই শম্ভু···মুক্তি তার স্পর্দ্ধা জানে! তবু সে-স্পর্দ্ধা মনিবের পত্নীকে স্পর্শ করিতে চাহিবে, ইহা ছিল তার কল্পনার অগোচর! তাই শম্ভুর স্পর্দ্ধিত কৌতূহলে সে রাগে জ্বলিয়া উঠিল! দু'চোখে রোষের স্ফুলিঙ্গ ছিটাইয়া মুক্তি বলিল,—মনিব তোমায় যে-হুকুম করেছে, সে-হুকুম তামিল করো শম্ভু···বুঝলে!

কথাটা বলিয়া সেখানে সে আর এক-নিমেষ দাঁড়াইল না···সে-ঘর হইতে চলিয়া আসিল।

পরের দিন বেলা নটার মধ্যে স্নান সারিয়া শিপ্রা সযত্নে নিজেকে অপরূপ বেশে সাজাইল। তার পর ঘড়ির পানে চাহিয়া দেখে, দশটা বাজিতে তখনো পনেরো মিনিট বাকী।

ঘরে ছিল বড় অর্গান। অর্গান খুলিয়া শিপ্রা গাহিতে বসিল। গাহিতেছিল,

আমার হৃদয় তোমার আপন হাতের দোলে দোলাও
কে আমারে কী যে বলে
ভোলাও ভোলাও…

মুক্তি আসিল। শিপ্রা যখনি গান গায়, কাজ ভুলিয়া সব ফেলিয়া মুক্তি আসিয়া কাছে দাঁড়ায়…তন্ময় হইয়া শিপ্রার গান শোনে। সব-সময়ে গানের মানে হয়তো সবটুকু বোঝে না, তবু শিপ্রার গানে যে আনন্দ, যে বেদনা নিঃসারিত হয়, সে আনন্দে সে বেদনায় মুক্তি যেন সব ভুলিয়া যায়!

শিপ্রা গাহিতেছিল,

মনে পড়ে কত না দিন রাতি
আমি ছিলেম তোমার খেলার সাথী।
আজকে তুমি তেমন করে
সামনে তোমার রাখো ধরে,
আমার প্রাণে খেলার সে ঢেউ তোলাও।

দু'চোখে পরিপূর্ণ দৃষ্টি লইয়া মুক্তি দেখিতেছিল শিপ্রার বাহিরের এই বেশভূষা, এই ইন্দ্রানীর ঐশ্বর্য্য! এ-সবের নীচে এক ভিখারিণী নারীর স্নেহ-কাঙাল মনের কি করুণ আকুতি, তাও লক্ষ্য করিতেছিল!

গান থামিল। গানের সুরে-কথায় যে-ব্যথা, মুক্তির মনের উপর হইতে সে ব্যথা সরিতে চায় না···পাথরের মতো সেগুলা যেন মনে আঁটিয়া বসিয়াছে!

শিপ্রা চাহিল মুক্তির পানে। মুক্তির সে-ভাব লক্ষ্য করিল। হাসিয়া শিপ্রা বলিল—কি ভাবছিস্ মুক্তি? অমন শুক্‌নো মুখ···

এ-কথায় মুক্তির চেতনা ফিরিল। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মুক্তি বলিল—দুঃখের গান গাইছিলে···না বৌদি?

শিপ্রার বুকে চকিত-চমক! শিপ্রা বলিল—সুখের কি দুঃখের জানি না মুক্তি। রবি বাবুর লেখা গান···ভালো লাগে, গাই।

মুক্তি বলিল—রবি বাবু বুঝি শুধু দুঃখের গানই লিখেছেন?

—না। সুখের গানও তিনি লিখেছেন। তবে দুঃখের গানই যেন বেশী!

মুক্তি বলিল—তিনি নিজে বুঝি খুব দুঃখ পেয়েছেন!

হাসিয়া শিপ্রা বলিল,—না রে পাগল, তা নয়। তিনি কবি। মানুষের মনের সব খপর তাঁর নখ-দর্পণে। তবে বেশীর-ভাগ মানুষকে দুঃখ পেতেই তিনি দেখেছেন···তাই তাঁর দুঃখের গানের আর তুলনা নেই!

কথাটা মুক্তি তেমন বুঝিল না···দু'চোখে হাজার প্রশ্ন ভরিয়া শিপ্রার পানে চাহিয়া রহিল। ঘরে তখনো সেই করুণ সুরের রেশ···

শম্ভু আসিয়া সে-রেশ ভাঙ্গিয়া দিল। বলিল,—একজন বাঙালী বাবু এসেছেন।

—এসেছেন! ও···

শম্ভুর পানে শিপ্রা চাহিল। চাহিবামাত্র বুকখানা ধ্বক্ করিয়া উঠিল! শম্ভুর চোখের দৃষ্টিতে কি সে দেখিল···শিপ্রা বলিল,—তাঁকে নিয়ে এসো···

তার পর মুক্তিকে উদ্দেশ করিয়া শিপ্রা বলিল,—তুইও যা। কালকের সেই বাবু! বাবুকে নিয়ে আয়। আর শম্ভুকে বল্‌বি, বয়কে যেন বলে খানা-কামরায় খাবার দেবে।

মুক্তি চলিয়া গেল।

কল্লোল আসিল।

শিপ্রা বলিল—বিদেশে এসে আপনার একটা দোষ সেরেছে, দেখছি পাংচুয়াল্ হয়েছেন!

কল্লোল বলিল—দশটা বাজে।

শিপ্রা বলিল—তাই তো বল্‌ছি, পাংচুয়াল হয়েছেন! এ-গুণ তো কোনো কালে ছিল না! আগে চিরদিন সকলে আপনার জন্য বসে-বসে অস্থির হতো।

কল্লোল বলিল—ওটা অত্যুক্তি! সাহেবী পাংচুয়ালিটি না মানলেও সত্যিকারের আন্-পাংচুয়াল যাকে বলে, তেমন আমি কখনো নই!

কথাটা বলিয়া কল্লোল চাহিল শিপ্রার পানে। শিপ্রার চোখে বিদ্যুৎ! শিপ্রা বলিল···বটে! ইতিহাস খুলে সাল-তারিখ-শুদ্ধ বলবো না কি দু'চারটে কাহিনী?

—বলো·

শিপ্রা বলিল—মনে আছে? তখন আপনার ফোর্থ ইয়ার···সে-দিন আমার জন্ম-দিন। আগের দিন আপনাকে আমি বলেছিলুম, সাড়ে সাতটার আগে আস্‌বেন···মানে, আর-সকলের আস্‌বার আগে···বিশেষ দরকার আছে। আপনি বলেছিলেন, আস্‌বেন। তার পর?

কল্লোল চাহিল শিপ্রার পানে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে।

শিপ্রা বলিল,—মনে নেই নিশ্চয়?

কল্লোল চিন্তা করিল। মনে পড়িল না। বলিল—ন', মনে পড়ছে না। কি, শুনি ?

শিপ্রা বলিল—মনে না থাকবার কথা। মন বলে যে-বস্তু বুকে ছিল, সে-বস্তুকে কি আর রেখেছেন ! আমার কিন্তু মনে আছে। সে-রাত্তিরে আপনি এলেন সাড়ে আটটায়···ধৈর্য্য হারিয়ে সকলে তখন খেতে বসেছে···আমি শুধু চুপ করে বসেছিলুম···খেতে বসিনি ! সেজন্য আমার উপর সকলের কি বিরক্তি ! আপনি এলেন···কিন্তু সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত নির্বিকার ভাব ! আপনার দিক থেকে যেন কোনো ত্রুটি হয়নি !

কল্লোল বলিল,—সেই ছোট কথা···এমনি করে মনে রেখেছো শিপ্রা !

ছোট একটা নিশ্বাস ফেলিয়া শিপ্রা বলিল,—ছোট-বড় সব কথাই আমাদের মনে থাকে ! মনে বন্দী হয়ে থাকে। আমাদের তো এ মন নয়···লোহার খাঁচা !

হাসিয়া কল্লোল বলিল,—জানি···ও-মনে একবার যে প্রবেশ করেছে, তারো মুক্তি মেলে না তাই ! কিন্তু না, বাক্‌যুদ্ধ থাক্। এখন

মনের খাঁচার খিল খুলিয়া গিয়াছিল···বুঝি সেই গানের টানে ! মনে অনেক কথা···মনের খিল খোলা পাইয়া সব কথা বুঝি শিপ্রার মন হইতে বাহিরে আসিবে ! কিন্তু তাহাতে কি লাভ ?

শিপ্রা চকিতে সে-খাঁচায় খিল আঁটিল। বলিল,—এখন খাওয়া-দাওয়া···সব রেডি।

কল্লোল বলিল,—গৃহস্বামী ?

শিপ্রা বলিল,—তাঁর শীকার আজো শেষ হয়নি !···আমি তাঁর প্রতিনিধি আছি···আপনার কোনো অমর্য্যাদা হবে না।

খানা-কামরায় টেবিল। কল্লোল এবং শিপ্রা খাইতে বসিয়াছে। মুক্তি একধারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। শম্ভু আসিয়া কখনো সে-কামরায় ঢুকিতেছে, কখনো বাহিরে যাইতেছে···কাহারো পরিচর্য্যায় ত্রুটি না হয়, যেন তারি তদ্বির করিতেছে! কিন্তু···

খাইতে খাইতে দুজনে কথা হইতেছিল। অনেক কথা···

শিপ্রা বলিল,—সত্যি, যে-জায়গাটিতে থাকেন···চমৎকার! শেলির সেই কবিতার লাইন আমার কেবলি মনে পড়ছে। সেই many a green isle there need be in the deep wide sea of misery.

কল্লোল বলিল,—বুঝচো তো, আমার এত ভালো লেগেছে কেন! এক-একবার মনে হয়, বাকী দিনগুলো বুঝি ঐখানেই কাটবে!

শিপ্রা বলিল,—যে-বন্ধুর সঙ্গে আছেন, সে-বন্ধুর নাম?

—অনাদি।

শিপ্রা চাহিল কল্লোলের পানে, বলিল,—কল্‌কাতার বন্ধু?

—নিশ্চয়!···অনাদি দত্ত···গান-বাজনায় খুব সখ ছিল। তাই থেকেই আলাপ। অন্য কলেজে পড়তো।

—বোধ হয় same tastes···বোহেমিয়ান্ ভিউজ?

কথাটা বলিয়া শিপ্রা হাসিল।

কল্লোল বলিল—অত্যুদ্দার মত, নিশ্চয়!···এখানে এসে কিন্তু জড়-ভরত হয়ে গেছে! দিব্যি সংসার পেতে বাস করছে!···আমি তাই বলছিলুম, এই যদি ছিল তব ভালে, স্বদেশ কি অপরাধ করেছিল অনাদি? তাতে বলে, দেহ-মন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে···ছুটোছুটি আর পারে না···তাই বিশ্রাম। তাছাড়া বলে, আসল যে প্রাণটুকু ছিল, যে-প্রাণের দাবী মেনে কোনো দিকে কোনো-কিছুর তোয়াক্কা রাখেনি, সে-প্রাণ আর নেই!

শিপ্রা এ-কথা শুনিল···গভীর মনোযোগে।···একটা উদ্যত নিশ্বাস চাপিয়া বলিল,—আপনারো ক্লান্তি হয়েছে না কি কল্লোল বাবু, আপনার এই বন্ধুর মতো?

—তার মানে?

—তাই গ্রীন্ আইলে চুপচাপ বসে আছেন!

কল্লোল বলিল—ঠিক বুঝতে পারছি না।···জানো, আমাদের মনের দুটো দিক্ আছে! একটা দিক্ হলো ধ্যান-লোক···আর-একটা দিক হলো কর্ম্মলোক। লাট-সাহেবদের যেমন গ্রীষ্মকালে দার্জ্জিলিং, আর শীতকালে কলকাতা, তেমনি! মন যখন ধ্যানলোকে বাস করে, তখন সে শুধু চিন্তা করে, কল্পনা করে। তার পর কর্ম্মলোকে এসে সেই কল্পনাকে কাজের ধারায় উৎসারিত করে দ্যায়। আমার মন এখন ধ্যানলোকে বাস করছে।

কথাটা বলিয়া কল্লোল হাসিল।

শিপ্রা বলিল—কিসের কল্পনা চলেছে এবার?

কল্লোল বলিল,—কল্পনার কি কামাই আছে! টুক্‌রো-টুক্‌রো কল্পনা বোনা চলেছে···সব সময়! কিন্তু ও-কথা থাক্···চকিতে যদি দেখা হলো এবং এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে এবং এ-দেখার ক্ষণ যখন চকিতে মিলিয়ে যাবে···তখন বলো দিকিনি তোমার কথা। মানে, এত কাল তুমিই বা কেমন আছো? কি করছো?

একটা নিশ্বাস বুকের গহন-তল হইতে উঠিয়া শিপ্রার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল! নিশ্বাস ফেলিয়া শিপ্রা বলিল—ধনীর স্ত্রী হয়ে তার ঘর-সংসার করছি। পার্টি, ভোজ, সাজগোজ···মেয়েদের জন্য আপনারা জীবনের যে-ধারা চিরদিন নক্সায় ছকে রেখেছেন!

কল্লোল বলিল—কিন্তু তুমি তো গতানুতিক-ধারা মানবার মেয়ে নও,

শিপ্রা! ক্ষমা করো…তুমি এখন মিসেস চৌধুরী…এ কথা বলা হয়তো আমার সাজে না!…কিন্তু না সত্যি, তোমার কথা প্রায় আমার মনে জাগে! নিজের কথা ভাবতে বসলেই তোমার কথা মনে আসে! ভাবি, তুমি কি করছো, কেমন আছো! দেখবার এমন ইচ্ছা হতো…

দু'চোখের পরিপূর্ণ দৃষ্টি কল্লোলের মুখে দৃঢ়-নিবদ্ধ করিয়া শিপ্রা বলিল—এখন দেখছেন তো! কি মনে হয় আমাকে? আমার পানে চান্…পরস্ত্রী বলে' সনাতন মতে নাই-বা অত দ্বিধা-সঙ্কোচ করলেন!

কল্লোল চাহিল শিপ্রার পানে, বলিল—হুঁ

—কি…হুঁ?

কল্লোল বলিল—বাইরে থেকে যা দেখছি, তাতে বলবো you are more beautiful than you were then!

শিপ্রা হাসিল, বলিল—তা থেকে ভিতরের কিছু আভাস পান্?

কল্লোল বলিল—সে-আভাস পেতে হলে আরো দু'-একদিন দেখতে হয়!

শিপ্রা বলিল,—তাহলে আরো দু'-একদিন দেখুন…দেখে কি পান্, আমায় বলবেন।

কল্লোল এ-কথার জবাব দিল না…খাওয়ার প্লেটে মনোনিবেশ করিল।

আহারের পর ড্রয়িং-রুমে আসিয়া শিপ্রা বলিল,—আপনার বিশ্রাম দরকার?

কল্লোল বলিল,—আই হ্যাভ্ গ্রোন্ ওল্ড, ইউ থিঙ্ক?

শিপ্রা বলিল,—বেরুবেন?

—হ্যাঁ…কোথায় যেতে চাও?

শিপ্রা বলিল,—আপনি যেখানে নিয়ে যাবেন!

কল্লোল বলিল,—আমার উপর এত বিশ্বাস!

শিপ্রা বলিল,—নিজের উপর যার বিশ্বাস আছে, কাকেও সে কোনো দিন অবিশ্বাস করে না কল্লোল বাবু। পারেন আপনি আমায় নিয়ে যেতে···সেই আগেকার দিনে···to begin over again?

কল্লোল চাহিল শিপ্রার পানে···

শিপ্রা উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল,—আমি এখনি আসছি। শুধু এই কাপড়খানা বদলে আসবো।

শিপ্রা চলিয়া গেল।

কল্লোল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ভাবিতেছিল, সেই শিপ্রা··· এখনো তেমনি আছে! বিবাহ করিয়াছে···স্বামী···সংসার! কিন্তু ঐ শরৎ চৌধুরী? শিপ্রার মন যেন আকাশের চঞ্চল বিদ্যুৎ-শিখা! এ-শিখাকে বশ করিবে শরৎ চৌধুরী? এমন বৈজ্ঞানিক শিক্ষা তার নয়, নিশ্চয়! টাকার পাহাড় যতই তুঙ্গ করিয়া তুলুক, সে-পাহাড়ে নিজেকে আছাড় দিয়া চূর্ণ করিবে শিপ্রা সে-ধাতের মেয়ে নয়!

শিপ্রা আসিল। পরণে পেঁয়াজী রঙের সিল্কের শাড়ী, গায়ে আসমানি রঙের ব্লাউশ্।

কল্লোল বলিল—রেডি?···অল্ রাইট।

শিপ্রা বলিল—আমার কথার জবাব দিলেন না তো!

শিপ্রার মুখে দুষ্ট হাসির রেখা···

কল্লোল বলিল—কি-কথার জবাব?

—যা বললুম! পারেন আমায় নিয়ে যেতে আগেকার সে-জীবনে ···সত্যি?

—ও···কল্লোল শিপ্রার পানে চাহিয়া শুধু নিশ্বাস ফেলিল!

শিপ্রা বলিল—But we can never get back what we threw

away! সেই যে-গান আছে, 'চলে যা যয়ে, আর আসে না ফিরে'··· জানি, কল্লোলবাবু।···বসে কি বা আর ভাববেন? আসুন···

দু'জনে বাহির হইল।

হোটেলের সামনে ট্যাক্সি। দু'জনে ট্যাক্সিতে বসিল।

কল্লোলের কথায় ট্যাক্সি চলিল উত্তর-মুখে।

পাহারাদার ভৃত্য শম্ভু···দু'জনের অলক্ষ্যে নীচে আসিয়াছিল। শিপ্রার ট্যাক্সি চলিয়া যাইবামাত্র সামনের একটা খালি ট্যাক্সিতে সে উঠিয়া বসিল। ড্রাইভারকে বলিল—ঐ ট্যাক্সির পিছু-পিছু চলো। কিন্তু হুঁশিয়ার, ওরা না বুঝতে পারে!

ট্যাক্সিওয়ালা মাথা নাড়িয়া জানাইল, তাই হইবে। সে ট্যাক্সি চালাইয়া দিল।

১৭

শিপ্রা ফিরিল···রাত্রি তখন প্রায় ন'টা। ট্যাক্সি হইতে নামিয়া কল্লোল আর হোটেলে ঢুকিল না। বলিল,—গুড্ নাইট···

শিপ্রা বলিল—গুড্ নাইট। ভালো কথা, আপনি যেখানে থাকেন, ···অফ্ শুট রোড না?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা।

কল্লোল চলিয়া গেল। শিপ্রা আসিল নিজের কামরায়।

মুক্তি বসিয়া কম্ফর্টার বুনিতেছিল···

শিপ্রা বলিল—কার জন্যে বুনছিস্ মুক্তি?

লজ্জায় মুক্তির মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

শিপ্রা বলিল—বরের জন্য ? এখনো তার কম্ফর্টার পরবার বয়স আছে ?

কোনো মতে মুক্তি বলিল—আমায় বলেছিলে বুনে দিতে···

—ও···

শিপ্রা গেল কাপড় ছাড়িতে। বলিয়া গেল – রাত্রে আমি খাবো না। খেয়ে এসেছি। এখনি শোবো। তোকে আর আজ আমার দরকার হবে না মুক্তি···

মুক্তি চুপ করিয়া ক্ষণকাল বসিয়া রহিল···স্তম্ভিতের মতো। তার পর কাঠি ও পশম রাখিয়া শম্ভুর ঘরের দিকে গেল।

খানা-কামরার সামনের বারান্দায় দাঁড়াইয়া শম্ভু সিগারেট ধরাইয়াছে। মনিবের সিগারেট। সম্পূর্ণ নিষ্পরোয়া হইয়া সে এ-সিগারেট সেবা করে।

মুক্তি আসিয়া বলিল—বৌদি রাত্রে খাবে না শম্ভু।

শম্ভুর চোখে যেন কী! শম্ভু বলিল—জানি, বন্ধু তোয়াজ করে খাইয়েছেন! তুমি না বললেও পারতে!

আবার এমন স্পর্দ্ধার কথা! দু'চোখে ভ্রূকুটি ভরিয়া মুক্তি চাহিল শম্ভুর পানে।

শম্ভু সে ভ্রূকুটি লক্ষ্য করিল না, বলিল—রাগ করলে আর কি করবো বলো মুক্তি ঠাকরুণ! এই সব বড় লোকদের কাণ্ড আমি জানি। তুমি আর আমি···বুঝলে, আমরাই ভয়ে জুজু হয়ে থাকি! নাহলে এরা? মনিব আমাকে বলেছে, মনিবনীর পাহারাদারী করতে! নিজে সব বোঝে, জানে···তবু যে কেন·· হুঁঃ!

দুর্জ্জনের সঙ্গ-ত্যাগ শ্রেয়ঃ বুঝিয়া মুক্তি চলিয়া আসিল।

আসিল শিপ্রার ঘরে। খাটের বিছানায় শিপ্রা শুইয়া আছে। ঘরে

আলো জ্বলিতেছে···শিপ্রার দু'চোখে উদাস দৃষ্টি !···কি আকাশ-পাতাল যে ভাবিতেছে !

মৃদু কণ্ঠে মুক্তি ডাকিল—বৌদি···

শিপ্রা বলিল—তুই যা রে। তোকে আমার দরকার হবে না, বললুম তো! খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়্ গিয়ে···

মুক্তি চলিয়া আসিল।

শিপ্রার মনের উপর বিগত ক'বছরের কথা যেন পাহাড়ের মতো চাপিয়া বসিয়াছে! নিজের অজ্ঞাতে মনে কেমন যেন আতঙ্ক! মনে হইতেছিল, জীবনের বহু বৎসর যেন পার হইয়া আসিয়াছে! এখন যেন স্বপ্ন দেখিতেছে, কবে কোন্ কালে শিপ্রার মন ছিল কিশোর···সে-মনে ছিল যেন প্রচুর শক্তি, দুর্জ্জয় সাহস! সে-শক্তি, সে-সাহস আজ আর নাই! আজ শিপ্রা যেন সেই পুরানো দিনের বিশীর্ণ ছায়া! মনে হইতেছিল, জীবনের পথ যেন তার শেষ হইয়া আসিয়াছে! এবং যেখানে এখন আসিয়া পৌছিয়াছে, সেখানে তার আশেপাশে কেহ নাই, কিছু নাই! সে একা!

দু'চোখের পিছনে চকিতে কোথা হইতে জল ঠেলিয়া আসিল!

মনে হইতে লাগিল, কি করিয়াছি··হায়, কি করিয়াছি! জীবনকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য হাতের কাছে সব পাইয়াছিলাম, কি ভুল করিয়াই সে-সব উপেক্ষা করিয়াছি! এ ক'বছর··এ ক'বছরে মনকে দিনে দিনে শুধু ক্ষয় করিয়াছি! কি চাহিয়া কি পাইবার লোভে নিজের জীবনকে এতখানি মিথ্যা করিয়া ফেলিলাম!

এখনও যদি ফিরিয়া পাই!···ফিরিয়া পাইবার উপায় সত্যই নাই?

কল্লোল···কল্লোল···কল্লোল! জোর করিয়া মন হইতে যত তাকে দূরে সরাইয়া দিয়াছে, মনকে ততই সে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে শিকল দিয়া

বাধিয়াছে ! বাঁধন দিয়াছে এমন নিঃশব্দে, এমন কৌশলে যে আজিকার পূর্ব্বে এ বাঁধন শিপ্রা এতটুকু বুঝিতে পারে নাই !

রাগ হইল। শিপ্রা ভুল করিয়াছে, তাই বলিয়া কল্লোলও ভুল করিবে ? জোর করিয়া কেন সে শিপ্রার ভুল ভাঙ্গিয়া দেয় নাই ? মনকে ক্ষতবিক্ষত করিতে শিপ্রার যখন বাধে নাই…

হায় রে, মনের সে-সব ক্ষত মিলাইয়া গিয়াছিল ! সহসা এত দিন পরে সে-সব ক্ষতের ব্যথা আজ আবার এমন জাগিয়া উঠিয়াছে…

কল্লোলই বা এত কাল কি করিয়াছে ? অভিমান করিয়া সরিয়া গিযা জীবনকে লইয়া কি এ ছিনিমিনি-খেলা ..

চলে না…চলে না…এ-খেলা চলে না ! তা যদি চলিত, শিপ্রা আজ ব্যথায় এমন কাতর হইবে কেন ?

ত্ব'চোখে জল-ধারা…বাহিরে নক্ষত্র-খচিত আকাশ…সজল চোখের ঝাপ্‌সা দৃষ্টির সামনে আকাশ যেন দূরে…আরো-দূরে সরিয়া চলিয়াছে !

মনে মনে শিপ্রা বলিল, কাল আমি যাইব কল্লোলের গৃহে ! বলিব, তোমার নিষেধ আমি মানিব না ! কেন তুমি আমায় নিষেধ করিবে ? আমার যা ভালো লাগে…তাহা হইতে আমার মনকে কেন তুমি বঞ্চিত করিবে ? না !

বাড়ী আসিয়া কল্লোলও ঘরে থাকিতে পারিল না…নিঃশব্দে বাহির হইয়া সে আসিল নদীর বাঁকে সেই বাঁশঝাড়ের প্রান্তে।

নদীর বুকে ষ্টীমার…ষ্টীমারে আলো জ্বলিতেছে। সে আলো আসিয়া পড়িয়াছে ঢেউয়ে-দোলা নদীর জলে।

জলের বুকে আলোর সেই-নৃত্য-লীলার পানে কল্লোল চাহিয়া রহিল। মন বলিতেছিল…

সেই শিপ্রা! সব ছাড়িয়া আসিয়াছিলাম···সব ভুলিয়াছিলাম··· পাথর টানিয়া সে পাথরে চাপা দিয়া বুকের সব ঢাকিয়া রাখিয়াছিলাম! শিপ্রা আসিয়া সে-পাথর সরাইয়া মনকে আবার কেন জাগাইয়া তুলিল?··· যা গিয়াছে, তা ফিরিবার নয়! শিপ্রা এখন মিসেস্ চৌধুরী···এ-কথা শিপ্রা ভুলিয়া যায় কি বলিয়া?

গঙ্গা আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। নিঃশব্দে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল।

কল্লোল দেখিল না।

গঙ্গা আসিয়া পাশে বসিল, বলিল,—খাবে না?

একটা নিশ্বাস···নিশ্বাস ফেলিয়া কল্লোল গঙ্গার পানে চাহিল, বলিল,—গঙ্গা!

—হ্যাঁ।

কল্লোল বলিল—কিছু বলবে?

গঙ্গা বলিল—তুমি খাবে না?

—না।

গঙ্গা বলিল—শরীর খারাপ বোধ হচ্ছে?

—না।

—তবে?

কল্লোল বিরক্ত হইল···কৈফিয়ৎ? বলিল—খাবার ইচ্ছা নেই।

কথায় রূঢ়তা···সে-রূঢ়তা গঙ্গার মনে কাঁটার মতো বিঁধিল।

গঙ্গা কিছু বলিল না। বুকের মধ্যে কোথায় ব্যথার অশ্রুপুঞ্জ··· সেখানে দোলা লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে কল্লোল বলিল—এখানে বসে রইলে কেন?

গঙ্গা বলিল—আজ ক'দিন থেকে তুমি বাইরে বাইরে আছো···শুক্‌নো মুখ! এত ভাবছো! কি এমন দুশ্চিন্তা!

কল্লোল বলিল—মানুষের মনে কত কি হতে পারে, তার কি তুমি জানো !

গঙ্গা বলিল—তুমি···

কল্লোল বলিল—যার কাছ থেকে যেটুকু পাওয়া যায়, তাতেই খুশী থাকতে হয় গঙ্গা। তার বেশী প্রত্যাশা করলে লাভ হয় না ··ব্যথা পেতে হয়। তুমি যাও··· কারো সঙ্গ এখন আমার ভালো লাগছে না !

এ-কথার পর গঙ্গা আর বসিল না· ·নিঃশব্দে উঠিল। উঠিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

কল্লোল হাসিল। মনে-মনে বলিল, চমৎকার এই পৃথিবী ! কাহাকেও সামান্য-কিছু দিয়াছ···অমনি সে পূর্ণপাত্র চাহিয়া বসিবে !

১৮

কিন্তু মূঢ়ের মতো বসিয়া জল্পনা বা আকাশ-কুসুম লইয়া মিথ্যা এই মালা গাঁথা···শিপ্রা চমকিয়া উঠিল ! ভাবিল, কল্পনা লইয়া সুখী হয় তারা, যারা ভীরু ! শিপ্রা সে-দলের নয়। যা করিবে ভাবিয়াছে, শিপ্রা চিরদিন তা করিয়াছে সাহসে ভর করিয়া ! অতএব···

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া শিপ্রা উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘড়িতে ঢং করিয়া একটা বাজিল। ঘড়ির পানে চাহিয়া দেখে, সাড়ে দশটা। ভাবিল, এখন আর চিন্তা নয়, কল্পনা নয়···নিদ্রা। তার পর কাল সকালে···

সুইচ্-অফ্ করিয়া আলো নিবাইয়া শিপ্রা শয়ন করিল। সিল্কের সুজনি টানিয়া গা ঢাকিয়া চক্ষু মুদিল। দেহ-মন শ্রান্ত ছিল। নিদ্রা আসিয়া তখনি দু'চোখে মন্ত্র পড়িয়া দিল।

একটা স্বপ্নের আভাস ! সঙ্গে সঙ্গে কার হাতের স্পর্শ···শিপ্রার

ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চোখ খুলিয়া চাহিয়া দেখে, শরৎ। ঘরে সবুজ বাল্‌বে আলো জ্বলিতেছে। শরৎ জ্বালিয়া দিয়াছে। সবুজ বাল্‌বের স্তিমিত আলোয় শিপ্রা দেখিল, শরতের দু'চোখের দৃষ্টিতে যেন···

ধড়মড়িয়া শিপ্রা উঠিয়া বসিল। কহিল—তুমি!

শরৎ বসিল খাটে···শিপ্রার পাশে। বলিল—হ্যাঁ। ফিরে এলুম।

—হঠাৎ?

শরৎ বলিল,—হঠাৎ নয়। মনটা কেমন করে উঠ্‌লো! মনে হলো, তুমি বেচারী একলা আছো, আর আমি আমোদ করে বেড়াচ্ছি!

শিপ্রার দু'চোখে বিরক্তি! ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া শিপ্রা বলিল,—লক্ষণ ভালো নয়। মনের দুর্ব্বলতা। ড্রিঙ্ক করো গে···দুর্ব্বলতা কেটে মন সুস্থ হবে।

শরৎ নিঃশব্দে শুনিল। শুনিয়া ছোট একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—দুর্ব্বলতা নয়। আমার মন আজ প্রিয়ার জন্য আকুল! কথাটা বলিয়া সে উঠিয়া শিপ্রার হাত ধরিল।

টানিয়া নিজের হাত সরাইয়া শিপ্রা উঠিয়া দাঁড়াইল। দু'চোখে আগুন জ্বালিয়া শিপ্রা বলিল—এ রোগ ছিল না! আমাকে অপমান করবার জন্য এ-রকম পরিহাসের ঘটা···

কথা শেষ না করিয়া শিপ্রা সরিয়া গেল। বলিল—যাও আমার ঘর থেকে·· যাও···আমাকে ঘুমোতে দাও।

শরৎ বলিল—আমি স্বামী ··

শিপ্রা বলিল—জানি। অস্বীকার করছি না···কোনো দিন অস্বীকার করিনি। তা বলে' তোমার মর্জ্জি হলে তুমি এসে উৎপাত করবে··· আমার মর্জ্জির পানে চাইবে না···এমন কন্‌ট্রাক্ট তোমার সঙ্গে নেই আমার, নিশ্চয়!

শিপ্রার পানে চাহিয়া শরৎ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। প্রায় ছ' মিনিট। তার পর বলিল—খুব বেড়িয়ে এসেছো, শুনলুম। সারা রেঙ্গুন সহর প্রদক্ষিণ করেছো!

—হ্যাঁ, করেছি। আমি শ্রান্ত। ভ্রমণ-কাহিনী শুনতে চাও, কাল সকালে আমার কাছো এসো, বলবো···সবিস্তারে শুনো তখন।

শরতের ছ'চোখে ভ্রূকুটি ··শরৎ বলিল—একা নয় ··বন্ধু পেয়েছো! বন্ধুর সঙ্গে রেঙ্গুন-প্রদক্ষিণ করছো!

শিপ্রা ঘুরিয়া দাঁড়াইল···ছ'চোখে অগ্নি-শিখা!

শিপ্রা বলিল—হ্যাঁ···অনেক দিনের পুরোনো বন্ধু। কিন্তু এ-কথা কেন, জান্‌তে পারি?

শরৎ বলিল—I was just interested!

শিপ্রা বলিল—ও!···তাহলে শোনো, এ বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলো প্রায় দশ-বারো বৎসর পরে।

শরৎ ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, কহিল—হুঁ! কল্লোল রায়···ইনি খুব গুণী-লোক···সর্ব্ব-বিদ্যায় পারদর্শী।

শরৎ এত খপর পাইয়াছে!···

শিপ্রা বলিল—হ্যাঁ।

শিপ্রার স্বর গম্ভীর···ভঙ্গী কঠিন।

শিপ্রা আবার চাহিল শরতের পানে, বলিল—শম্ভু খপর দেছে, নিশ্চয়। জানি, শম্ভুকে তুমি রেখেছো···স্পাই···আমাকে ওয়াচ করতে! চমৎকার ব্যবস্থা! স্ত্রীকে যে-লোক সন্দেহ করে, সে যদি সত্যিকারের পুরুষ-মানুষ হয়, তাহলে জোর-গলায় স্ত্রীকে সে-কথা সে বলে। যারা কাওয়ার্ড, তারাই শুধু স্পাইয়ের ব্যবস্থা করে! কিন্তু শোনো, when you are so much interested, এই বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ

আমার দেখা হয়েছিল···তার পর তাঁকে নিমন্ত্রণ করে এখানে এনে খাইয়েছি। আমিই তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলুম। এবং ভেবেছি, কালও তাঁকে নিয়ে বেড়াতে বেরুবো। তিনি এখানে অনেক দিন আছেন···এখানকার সব জানেন।

কথাটা বলিয়া শিপ্রা স্বামীর পানে চাহিয়া সুদৃঢ় ভঙ্গীতে দাঁড়াইল।

শরৎ বলিল—অনেক দিন এখানে আছেন···বটে! তাহলে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে হবে তো! মানে, আমার মাথায় ক'টা প্ল্যান্ জেগেছে···business plan···তিনি তাহলে নিশ্চয় আমাকে সাহায্য করতে পারবেন।

শিপ্রা বলিল—তাঁর ব্যবসা-বুদ্ধি মোটে নেই।

শরৎ বলিল—তার মানে?···ও, আমার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়, তোমার ইচ্ছা নয়?

শিপ্রা বলিল—আমার ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তোমার কিছু এসে যাবে না। তাছাড়া কবে তুমি আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা বুঝে চলেছো যে সে-কথা তুলে তোমায় নিষেধ করবো!

শরৎ এ-কথার জবাব দিল না···নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। শিপ্রাও কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল···ভাবিতেছিল, শুধু এটুকু সংবাদ লইয়াই শরৎ চুপ করিয়া আছে, তা নয়! নিশ্চয় সে জানে, এক দিন এই কল্লোলের সঙ্গে শিপ্রার অন্তরঙ্গতা ছিল কতখানি···

কিন্তু পুরুষের সঙ্গে শিপ্রার বন্ধুত্ব লইয়া শরৎ কোনো দিন তাকে ছোট একটা প্রশ্ন করে নাই···কোনো দিন এতটুকু মাথা ঘামায় নাই! আজ হঠাৎ বাড়ী ফিরিয়া রাত্রে এমন···

শরৎ কথা কহিল। বলিল—ইনি তোমার বিশেষ বন্ধু?

শিপ্রা বলিল,—হ্যাঁ, এক-কালে খুব বেশী বন্ধুত্ব ছিল।

—কত দিন আগে ?

—প্রায় দশ বছর আগে। উনি তখন কলকাতায় থাকতেন। আমি কলেজে পড়তুম।

—তার পর বৈরাগ্য নিয়ে উনি বেরিয়ে পড়লেন ?

—বৈরাগ্য কি কি, তা আমি জানি না। তবে দশ-বারো বছর তাঁকে আর দেখিনি।

—চিঠি লিখে তিনি নিজের খপর জানাননি ?

—না।

শরৎ আবার চুপ করিয়া রহিল…তার পর পকেট হইতে চুরুট বাহির করিয়া দেশলাই জ্বালিল।

শিপ্রা বলিল—এ-ঘরে নয়। কত দিন তোমাকে বলেছি, তোমার ও তামাকের ধোঁয়া আমি সহ্য করতে পারি না…চুরুটের ধোঁয়ায় আমার মাথা ধরে! সিগারের বাসনা থাকে, দয়া করে নিজের ঘরে গেলে ভালো হয়।

একাগ্র দৃষ্টিতে শিপ্রার পানে চাহিয়া শরৎ এ-কথা শুনিল, তার পর পকেটে দেশলাই রাখিয়া মৃদু হাস্যে বলিল—আই বেগ্ ইওর পার্ডন লেডি!

শিপ্রা বলিল—কথা তোমার শেষ হয়েছে ?

শরৎ বলিল—তার মানে ?

শিপ্রা বলিল—তার মানে, আজ তাহলে ছুটী দাও। আমি ঘুমোতে চাই। আমার দেহ-মন শ্রান্ত…

শরৎ বলিল—ওল্ড মেমরিস্…তার ভারে ?

শিপ্রা বলিল—সে-কথা শুনলে যদি শান্তি দাও…তাহলে তাই।

—হুঁ। কিন্তু আমি স্বামী, তুমি স্ত্রী…কাজেই তোমার সঙ্গে এ-সম্বন্ধে দু'-চারটে কথা বলার প্রয়োজন আছে।

দৃপ্ত ভঙ্গীতে শিপ্রা বলিল—বলো···পতি গুরু, তাঁর উপদেশ সব সময়ে শুনতে আমি প্রস্তুত আছি।

শরৎ সুরু করিল···অভিযোগের সুদীর্ঘ তালিকা: বেশে-ভূষায় শিপ্রা যে-ভাবে নিজেকে সাজাইয়া তোলে, তাহাতে পুরুষের মনে বিভ্রম জাগা বিচিত্র নয়! সম্ভ্রান্ত ঘরের বধূ শিপ্রা···সে-দিক্ দিয়া অর্থাৎ ঐ কল্লোল একটা ভ্যাগাবণ্ড···এখানে নীচ-ইতর স্ত্রীলোক লইয়া বাস করে··· তার সঙ্গে শরৎ চৌধুরীর স্ত্রী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে···শুধু শম্ভু নয়, শরতের দু'-চার জন কর্ম্মচারীও তাহা দেখিয়াছে। তাই এখানে সম্ভ্রম রাখিয়া চলা শিপ্রার পক্ষে···ইত্যাদি।

নিঃশব্দে শিপ্রা স্বামীর কথা শুনিল। এমন কথা চিরদিন শোনে। নেশার ঝোঁকে স্ত্রীর সনাতন কর্ত্তব্যের কথা তুলিয়া স্বামী বহু লেকচার দিয়াছে···এ সব লেকচার শিপ্রার দেহে-মনে সহিয়া গিয়াছে। আগে এ উপদেশ মনে বিঁধিত কাঁটার মতো! শিপ্রা রাগ করিত, তর্ক করিত। এখন আর করে না। স্বামী কথা বলে, সে নীরবে শুনিয়া যায়। এ-সব কথা তার শ্রুতি ভেদ করিয়া মনের দ্বারেও আর পৌঁছায় না···মনের দ্বার বন্ধ করিয়া শিপ্রা দু'কাণে শুধু শুনিয়া যায়।

শরতের কথা শেষ হইলে শিপ্রা বলিল—আর কিছু বলবে?

শিপ্রা বলিল—ও-লোকটাকে নাই বা প্রশ্রয় দিলে!

শিপ্রা বলিল—প্রশ্রয় দেওয়ার মানে?

—ওকে নিমন্ত্রণ করে আনা···ওকে নিয়ে বেড়াতে বেরুনো···

—কাকে নিমন্ত্রণ করবো, কার সঙ্গে বেরুবো···তোমার কাছ থেকে আগে তার সার্টিফিকেট নিতে হবে?

—সার্টিফিকেট নয়···

—তবে?

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে শিপ্রার চোখের আগুন প্রখর হইয়া উঠিল। শিপ্রা বলিল,—কি তুমি বলতে চাও, শুনি? অন্য পুরুষ-মানুষের সঙ্গে আমি মিশবো না? কথা কইবো না? তাই যদি, তাহলে আমাকে বিয়ে করা তোমার উচিত হয়নি! পাড়াগাঁ থেকে ঘোমটা-ঢাকা কলাবৌ-গোছ মেয়ে দেখে বিয়ে করলে পারতে! এ-দিকে সোসাইটি চাও! সে-সোসাইটিতে শাইন্ করবে, মনে দুর্ব্বার লোভ আছে · সেই লোভে হাই-সোসাইটির মেযে বিয়ে করেচো! অথচ সে-মেয়েকে রাখবে তুমি পায়ের তলায় চেপে! লোকের কাছে অহঙ্কার করতে চাও যে তুমি যা চাও, টাকার জোরে তা পাওযা তোমার পক্ষে অসম্ভব নয়! আমাকে বিয়ে করে যদি ভেবে থাকো, আমার দেহ-মনের উপর প্রভুত্ব করবে, তাহলে ভুল করেছো! তোমার এ ভুলের কথা চিরদিন তোমাকে আমি স্পষ্ট ভাষায় বলে আসছি। তুমি জানো, তোমার অনাচার-অত্যাচারকে· শিরোধার্য্য করে তোমার পাযে বাঁদী হয়ে থাকবো, সে-ধাতে ভগবান্ আমাকে গড়েননি তোমাকে আমি জানি। বিযের আগে থেকেই তোমাকে জানতুম তুমি কি-বস্তু! আমার পরিচয়ও তুমি জানো, এ'ও আমি জানি। অনাচারী হলেও শরৎ চৌধুরী ব্যবসাদারী-বুদ্ধিতে খাটো নয়।

শিপ্রার কথা শুনিয়া শরৎ তর্ক তুলিল না। শুধু একটি প্রশ্ন করিল। শরৎ বলিল,—আমাকে যদি এতই জানতে, তাহলে আমায় বিযে করেছিলে কেন?

শিপ্রা বলিল—প্রেমের মোহে বিয়ে করিনি, এ তুমি মর্ম্মে-মর্ম্মে বোঝো! তোমাকে বিয়ে করেছিলুম···তার কারণ, আমার বাবার ছিল তখন অনেক টাকা দেনা···যোগ্য ঘরে আমার বিয়ে দেবেন, এমন সঙ্গতি তাঁর ছিল না। অথচ মান-সম্ভ্রম ছিল···এবং সে মান-সম্ভ্রম বজায় রাখতে আমার

বিয়ে দেবারও তাঁর দরকার ছিল! এ মান-সম্ভ্রম তিনি আর পাঁচজন পুরুষ-মানুষের মতো বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। আমার সঙ্গে বিয়ে হলে আমাকে তুমি দিতে চাইলে বালিগঞ্জে মস্ত বাড়ী-বাগান···এক-লাখ টাকার গভর্ণমেণ্ট-পেপার · তাই বিয়ে হয়েছে। নাহলে ভালোবাসা··· মানুষ যাকে ভালোবাসা বলে, সে-ভালোবাসাও আমি জানি। আমি ভালো-বেসেছিলুম অন্য লোককে। বিয়ে তার সঙ্গে হবার নয়···সেজন্য আমার মনে ছিল দারুণ অস্বস্তি ··অশান্তি! অথচ এ-দিকে সমাজ···মান-সম্ভ্রম ·· বিলাস-সুখ··· প্রাকৃটিকাল্ হয়ে সেই মান-সম্ভ্রম আর বিলাস-ঐশ্বর্য্যের হাতে নিজেকে আমি উৎসর্গ করেছিলুম!

আবেগের উত্তেজনায় শিপ্রার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া শিপ্রা আবার কথা কহিল। বলিল,—তোমার সেই দান-পত্র···তারি জোরে এ বিয়ে হয়েছে! তোমার বোধ হয় মনে আছে, বিয়ের আগে তোমার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল, তুমি আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিয়ে মাথা ঘামাবে না, আমিও তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা খেয়ালের সম্বন্ধে কোনো নিষেধ বা আপত্তি তুলবো না! আর তখন আমার এ-হুকুম তুমি মাথা পেতে নিয়েছিলে!···এখন ভেবেছো তুমি স্বামী···তাই আদিম-বিধি-নিয়মের কথা তুলে আমাকে করতে চাও তোমার বাঁদী?··· অসম্ভব! তুমি যে-ই হও, যত বড় হও, আমি আমিই আছি···আমি শিপ্রা!

শরৎ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া শিপ্রার কথা শুনিল···তার দু'চোখের দৃষ্টি অকম্পিত।

উত্তেজনার বশে এক-নিশ্বাসে এত কথা বলিয়া শিপ্রা শ্রান্তি বোধ করিতেছিল···একটু পরে শিপ্রা বলিল—রাত এগারোটা বাজে। বেশ খানিকটা নাট্যাভিনয় হয়ে গেল। এবার যবনিকা ফেলা যাক!···অর্থাৎ

এখন আমায় ছুটী দাও···দিবে ঘুমোওগে! ঘুমোলে তুমি যেমন শান্তি পাবে, আমিও তেমনি।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া শরৎ বলিল—হুঁ। কিন্তু···

শিপ্রা বলিল—আর কিন্তু নয়! আমি বুঝেছি, এত দিন পরে হঠাৎ তোমার মনে স্বামিত্বের যে এমন আস্ফালন জেগে উঠেছে, বোধ হয় ড্রিঙ্কটা তেমন ষ্ট্রং ছিল না! তোমার বন্ধু শম্ভুকে বলো গে, ষ্ট্রং ড্রিঙ্ক দেবে···সব ঠিক হয়ে যাবে। যাও···মাই ডার্লিং···

মৃদু হাস্যের ঝিলিক মিশাইয়া শিপ্রা কথা শেষ করিল।

কাঠের পুতুলের মতো শরৎ ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিল; তার পর যন্ত্র-চালিতের মতো নিঃশব্দে সে-ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

শিপ্রা নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া ছিল। শরৎ চলিয়া গেলে ভিতর হইতে ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া আলো নিবাইয়া বিছানার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল···দু'মিনিট দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর বিছানায় শুইয়া চক্ষু মুদিল।

১৯

ঘুম আসে না! মনে এত কথার ভিড়···এত কলরব! সে-কলরবে মাথা পর্য্যন্ত ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে!···কোনো কথাকে আশ্রয় করিয়া খানিকটা চিন্তা করিবে, পারে না! কথাগুলায় তেমন যেন জোর নাই! লতার মতো এলাইয়া আছে! তবু সে সব লতার দোলনের অন্ত নাই! শিপ্রা অস্বস্তি বোধ করিল।

কিছু দিন হইতে ঘুমের ব্যাঘাত হইতেছিল বলিয়া শিপ্রা ডাক্তারী বড়ির শরণ লইয়াছে। উঠিয়া একটা বড়ি খাইল।

তবু ঘুম আসে না। ঘড়িতে ঢং করিয়া একটা বাজিল। উঠিয়া

ঘড়ির পানে চাহিল। ভাবিয়াছিল, বুঝি সাড়ে বারোটা! তা নয়··· একটা। আরো দুটো বড়ি খাইয়া আবার আসিয়া বিছানায় শুইল!

একটু বোধ হয় ঘুম আসিয়াছিল···দ্বারের বাহিরে করাঘাত! সে-শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কে ডাকে? শিপ্রা উৎকর্ণ হইয়া রহিল···দ্বারে আবার করাঘাত···আবার···আবার···

শিপ্রা বলিল—কে?

—শম্ভু।

এত রাত্রে শম্ভু! কহিল,—ব্যাপার কি?

—খপর আছে মেম-সাব···

খপর! শিপ্রা উঠিয়া জাপানী কিমানো গায়ে জড়াইল···তার পর দ্বার খুলিল। শম্ভু বলিল—সাহেবের অসুখ।

—কি অসুখ?

—বমি করেছেন। ঘুম নেই···যা-তা বকছেন···খুব জ্বর।

—জ্বর! তার আমি কি করবো? কার্ত্তিক বাবু আছেন, নিতাই বাবু আছেন···তাঁদের বলো গে, হোটেলের ডাক্তারকে খপর দেবেন।

শম্ভু বলিল—তাঁরা এখানে নেই। সায়েব তাঁদের পেগুতে পাঠিয়েছেন। উনি একলা ফিরেছেন কি না!

শিপ্রা বলিল—তুমি আছো, ডাক্তারকে খপর দাও গে। রাত্রে আমায় বিরক্ত করো না। যাও···

কথা শেষ করিয়া শিপ্রা দ্বার বন্ধ করিয়া এক-মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া দাঁড়াইল···তারপর আবার দ্বার খুলিয়া বাহিরের বারান্দায় আসিল।

শম্ভু নিঃশব্দে চলিয়া যাইতেছিল, শিপ্রা ডাকিল,—শম্ভু···

শম্ভু ফিরিল, বলিল—ডাকছেন মেম-সাব?

—হ্যাঁ। কাল সকালে আমায় খপর দিয়ো, সায়েব কেমন থাকে।

আজ রাত্রে হোটেলের ডাক্তারকে তুমি খপর দাও·· তাঁকে এনে দেখাও, বুঝলে ?

মাথা নাড়িয়া শম্ভু জানাইল, বুঝিয়াছে।

শিপ্রা আবার ঘরে আসিল। দ্বার বন্ধ করিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। চোখ ঘুমের ঘোরে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল!

দূরে কোথায় বাজনা বাজিতেছে ··বর্মীজদের আসরে, নিশ্চয়। মশারির বাহিরে মশার ব্যাণ্ড। শিপ্রা এক-মনে শুনিতে লাগিল।

তার পর কখন যে ঘুমাইয়া পড়িল···

ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিল। শিপ্রা যেন কি খুঁজিতে বাহির হইয়াছে! সারা পথ ছুটিয়া চলিয়াছে···জলা-জঙ্গল মাড়াইয়া পাহাড় ডিঙ্গাইয়া চলিয়াছে···নদীর তীর ধরিয়া চলিয়াছে। পথের শেষ নাই···কি খুঁজিতে বাহির হইয়াছে, তাও জানে না! তবু খোঁজার কি আগ্রহ! চাই-ই···যা খুঁজিতেছে, না পাইলে চলিবে না!···মনে গভীর উদ্বেগ···গতিতে প্রচণ্ড বেগ···এখনি তা খুঁজিয়া পাওয়া চাই· এই রাত্রি থাকিতে··· নহিলে ভোরের আলো ফুটিলে পাওয়ার আর কোনো আশা থাকিবে না! নদীর তীর ধরিয়া···প্রান্তর-মাঠ ঘুরিয়া শিপ্রা চলিয়াছে। মাঠের পর বন···সে-বনে পাখী ডাকিতেছে···মৃদু বাতাসে পত্র-পল্লব দুলিতেছে! পাখীর গান, পল্লবের মর্ম্মরধ্বনি শুনিতে শুনিতে শিপ্রা চলিয়াছে···চলিয়াছে··· চলিয়াছে! পায়ে জুতা নাই, কাঁটা ফুটিতেছে···কাঁটার সে-যাতনা শিপ্রা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছে। চলিতে চলিতে সাম্নে যেন মস্ত আগুনের হ্রদ! বনের বুক ভাঙ্গিয়া আগুনের লক্লকে শিখা···শিপ্রার দেহে সে-আগুনের আঁচ লাগিল···দেহ যেন ঝলসিয়া গেল! শিপ্রা ফিরিল··· পিছনেও কিন্তু অমনি আগুনের কুণ্ড···আগুন! দেখিতে দেখিতে সে-আগুন চারিদিকে শিখা বিস্তার করিল। এক-একটি শিখায় যেন

একজোড়া করিয়া চোখ···সে-চোখ আক্রোশে-হিংসায় ভরিয়া শিপ্রার পানে চাহিয়া আছে !

ভয়ে শিপ্রা চীৎকার করিয়া উঠিল ! সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল ! শিপ্রা চোখ মেলিয়া চাহিল। মনে হইল, চোখের সাম্‌নে হইতে ঐ হাজার হাজার আগুন-চোখ···নিমেষে মিলাইয়া এখনি অদৃশ্য হইয়া গেল !

চীৎকার শুনিয়া মুক্তি ছুটিয়া আসিল। ডাকিল,—বৌদি··

—মুক্তি··

—হ্যাঁ। ভয় পেয়েছো ?

হাসিয়া শিপ্রা বলিল—কিছু নয় রে·· স্বপ্ন দেখছিলুম। তুই যা·· আমি ঘুমোবো !

·
·

সকালে ঘুম ভাঙ্গিল, বেলা তখন আটটা বাজে। উঠিয়া শিপ্রা মুখ-হাত ধুইয়া বেশ-ভূষায় মন দিল···মুক্তি আসিয়া সাম্‌নে দাঁড়াইল।

শিপ্রা বলিল—আমার চা আর টোষ্ট দিতে বল্, মুক্তি···আমি এখনি বেরুবো।

মুক্তি বলিল—সাহেবের জ্বর হয়েছে।

—জানি। ডাক্তার দেখেছে তো ?

—শম্ভু বললে রাত্রে ডাক্তার এনেছিল···সাহেব এখন ঘুমোচ্ছেন।

—বেশ।·· তুই যা···

মুক্তি চলিয়া গেল।

তার পর চা খাইয়া শিপ্রা শরতের ঘরের দিকে গেল না···বাহির হইল। হোটেলের সাম্‌নে ছিল ট্যাক্সি। ট্যাক্সিতে বসিয়া শিপ্রা বলিল—অফ শুট্ ষ্ট্রীট···

বেণু-বনে সেই বাড়ী। অদূরে একটু খোলা জমি। জমিতে অজস্র রঙীন ফুল ফুটিয়া আছে। গঙ্গা ফুল তুলিতেছিল।

শিপ্রা আসিয়া বলিল—কল্লোল বাবু এই বাড়ীতে থাকেন না?

শিপ্রার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কুণ্ঠিত স্বরে গঙ্গা বলিল—হ্যাঁ।

—তিনি বাড়ী আছেন?

—না।

—কোথা গেছেন?

—জানি না।

শিপ্রা দাঁড়াইল। গঙ্গাকে ভালো করিয়া দেখিল। গঙ্গা দেখিতে মন্দ নয়! দেহের ছাঁদ নিটোল···বর্ণ গৌর···ছ'চোখের দৃষ্টিতে করুণ শ্রী। গঙ্গাকে বস্তীতে যেন মানায় না!

শিপ্রা বলিল—কখন্ আসবেন, তাও বোধ হয় জানেন না?

গঙ্গা বলিল—বলে কখনো কোথাও যান্ না!

—হুঁ···

শিপ্রা ফিরিতেছিল, গঙ্গা বলিল—এলে কিছু বলতে হবে?··· আপনি···

শিপ্রা বলিল—না, এমন কিছু নয়। তবে··আচ্ছা বলবেন, মিসেস্ চৌধুরী এসেছিল·বিশেষ দরকারে:

—বলবো।

মেয়েটি শান্ত। শিপ্রার কৌতূহল হইল। শিপ্রা বলিল—আপনি তাঁর কে হন?

ছোট একটা নিশ্বাস গঙ্গা রোধ করিতে পারিল না। নিশ্বাস ফেলিয়া গঙ্গা বলিল—কেউ না।

গঙ্গার হাতের ফুলগুলার পানে চাহিয়া শিপ্রা বলিল,—ফুল আপনি খুব ভালো বাসেন ?

মুখে ম্লান হাসি…গঙ্গা বলিল—উনি ভালো বাসেন, তাই তুলে ওঁর ঘরে রাখি।

বটে! শিপ্রার বিস্ময়ের অন্ত নাই। কল্লোলের কেহ নয়…তবু কল্লোল ভালোবাসে বলিয়া তার জন্য ফুল তুলিয়া তার ঘরে রাখে…ইহার অর্থ ? মনে যেন কেমন কাঁটার যাতনা…শিপ্রার ভালো লাগিল না।

শিপ্রা বলিল,—ফুলগুলি আমায দেবেন ? আমিও খুব ফুল ভালো-বাসি। বিশেষ এই বর্ম্মা-মুল্লুকের ফুল !

গঙ্গা বলিল—নিন্

ফুলগুলি সে শিপ্রার হাতে দিল। ফুল লইয়া শিপ্রা বলিল—তিনি এলে বলবেন, আমি তাঁর ফুল নিয়ে গেছি। মনে থাকবে তো ?…আমি হচ্ছি মিসেস্ চৌধুরী…তাঁকে খুব দরকার ছিল…জরুরি কাজ। যদি একবার আমাদের ওখানে তিনি আসতে পারেন, বলবেন, তাহলে বড্ড ভালো হয় !

গঙ্গা বলিল,—বলবো…

শিপ্রা বলিল—থ্যাঙ্কস্ !…ভালো কথা, আপনার নাম জানতে পারি ?

গঙ্গা বলিল—আমার নাম গঙ্গা।

—চমৎকার নাম !…

বলিয়া হাসির ঝলকে গঙ্গাকে কৃতার্থ করিযা শিপ্রা ফিরিল।

হোটেলে ফিরিতে মুক্তির সঙ্গে দেখা। স্নান সারিয়া বারান্দায় নিরালা কোণে পিঠের উপর ভিজা চুল এলাইয়া মুক্তি বসিয়া সেই কম্ফর্টার বুনিতেছে।

শিপ্রা ডাকিল,—মুক্তি…

—বৌদি···বলিয়া মুক্তি উঠিয়া কাছে আসিল।

শিপ্রা কহিল—সাহেব কেমন আছে ?

—জানি না। তুমি চলে গেলে আমিও চান করতে গেলুম। চান করে গিয়ে শম্ভুকে জিজ্ঞাসা করলুম, সাহেব কেমন আছেন ? তাতে আমায় যা করে খিঁচিয়ে উঠলো···বাবাঃ, কে ওর সঙ্গে কথা কইবে ? যেন মানোয়ারী গোরা !

শিপ্রা কোনো জবাব দিল না।

মুক্তি কহিল—আমি যে, ও-ও সে, নয় বৌদি ? তুই করিস সাহেবের কাজ, আমি করি মেম-সাহেবের কাজ···সত্যি, এমন করে কেন ও ঝঙ্কার দেবে, বলো তো বৌদি ? ও কি আমার মনিব ?

শেষের দিকে মুক্তির কণ্ঠ একটু আর্দ্র হইয়া আসিল।

শিপ্রা ভ্রূ কুঞ্চিত করিল · বলিল—কি তোকে সে বলেছে, শুনি ?

মুক্তি বলিল—না, সে আমি তোমায় বলতে পারবো না বৌদি।

এমন কথা ! মুক্তি তাহা বলিতে পারিবে না ! শম্ভুর স্পর্দ্ধা তবে···

শিপ্রা বলিল—তোকে বলতেই হবে, মুক্তি ! আমার কাছে বললে দোষ হবে না। না বললে বরং দোষের হবে ··

করুণ চোখে মুক্তি চাহিল শিপ্রার পানে।

শিপ্রা বলিল—বল্···

অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভঙ্গীতে মুক্তি বলিল—বললে, তোর মনিব সাহেবের ওপর ভারী রাখে, তুই তো কোন্ বাঁদী-কা-বাঁদী···

শিপ্রার মনের মধ্যে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল ! তাকে শ্লেষ করিয়া কথা কয় ভৃত্য শম্ভু !

শিপ্রা বলিল,—ফের যদি তোকে কখনো কোনো মন্দ কথা বলে, আমার কাছে বলবি। ওর আস্পর্দ্ধা খুব বেড়েছে···আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয় !

মুক্তি বলিল—বলবো।

পরক্ষণেই চোখে-মুখে হাসি ফুটাইয়া মুক্তি বলিল—চমৎকার ফুল, বৌদি। কিনে আনলে?

—না। এক জন তুলছিল · চেয়ে আনলুম। আমার ঘরে সাজিয়ে রাখ্‌গে!

ফুল লইয়া মুক্তি গেল ফুলদানীতে সাজাইয়া রাখিতে। শিপ্রা ঢুকিল শরতের ঘরে।

শম্ভু একদিকে দাঁড়াইয়া আছে · শিপ্রাকে দেখিয়া মৃদু স্বরে শম্ভু বলিল—ঘুমোচ্ছেন। কাল সারা রাত মোটে ঘুমোননি।

শিপ্রা তার পানে চাহিল না · তার কথায় ভ্রূক্ষেপও করিল না। টেবিলের সামনে আসিয়া প্রেসকৃপসনের কাগজখানা তুলিয়া দেখিতে লাগিল।

শম্ভু বলিল—দু'দাগ মিকশ্চার দেওয়া হয়েছে···আর একটা পাউডার। সকালেও জ্বর ছিল ১০২।

প্রেস্‌কৃপসন রাখিয়া নিঃশব্দে শিপ্রা আসিল নিজের ঘরে।

ভালো লাগে না! ভালো লাগে না! কিছু ভালো লাগে না! কোথায় গেল কল্লোল? কালিকার মতো আজ যদি···

নাই বা নিমন্ত্রণ করিলাম! তাকে কাছে পাইবার জন্য আমার মনে এত আকুলতা! আর সে···

চিরদিন মানুষকে এমন দগ্ধাইয়া মারিবে? দগ্ধাইয়া কি আনন্দ পায়?

মনে হইল, গঙ্গাকে বলিয়া আসিয়াছে, জরুরী কাজ! শুনিলে নিশ্চয় আসিবে!

কিন্তু কল্লোল আসিল না। দশটা বাজিয়া গেল। দশটার পর এগারোটা···বারোটা · একটা ··

শেষে তিনটা বাজিয়া গেল···কল্লোলের দেখা নাই! সারা দিনটা শিপ্রার কি অধীর প্রতীক্ষা-ভরে কাটিয়াছে! ঠিক সেই গল্প-উপন্যাসের নায়িকারা যেমন বাতায়নে বসিয়া থাকে পথের পানে চাহিয়া, তেমনি!

ঘড়িতে চারিটা বাজিল।

মুক্তি আসিল। বলিল—ডাক্তার এসেছে সাহেবের ঘরে। যাবে না বৌদি?

গাঢ় কণ্ঠ···শিপ্রা বলিল,—না।

মুক্তি অবাক্! সাহেবের অসুখ, আর বৌদি···

শিপ্রা ডাকিল—মুক্তি···

—বৌদি ··

শিপ্রার সাম্‌নে টেবিলের উপর ফুলদানীতে গঙ্গার-কাছ-হইতে-চাহিয়া-আনা সেই ফুলের গুচ্ছ···

সেগুলা লইয়া সবেগে মুক্তির দিকে শিপ্রা নিক্ষেপ করিল। বলিল—কোনো দিন তোর বুদ্ধি হবে না? কোথাকার বনের এই লক্ষ্মীছাড়া ফুল··· আমার অত-সখের ফুলদানীতে এ-ফুল রেখেছিস্! দে, ফেলে দে বাইরে···

বৌদির রাগ দেখিয়া মুক্তি একেবারে কাঠ হইয়া গেল।

২৩

বাড়ী হইতে বাহির হইয়া কল্লোল পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইল। কোনো-কিছুতে লক্ষ্য নাই···মনের উপরে কে যেন ভারী একখানা পাথর চাপিয়া ধরিয়াছে! যেটুকু আলো-বাতাস ছিল, পাথরের চাপে সে-সব কোথায় ঢাকিয়া গেছে! অস্বস্তির সীমা নাই!

এবং এমনি অস্বস্তির ঝোঁকে হঠাৎ অনাদির সঙ্গে দেখা। অনাদি ডাকিল—কল্লোল···

কল্লোল বলিল—কখন ফিরলে?

অনাদি বলিল—ভোরে ফিরেছি।

—হঠাৎ?

অনাদি বলিল—হঠাৎ নয়। চৌধুরী সাহেব এখানে এসেছে নানা ফন্দী নিয়ে। শুধু গরীব অভাগা আর সুন্দরী নারী বধ করাই ওঁর কাজ নয়! যে-লোক পূর্ণ বিশ্বাসে ওঁর হাতে কারবারের ভার ছেড়ে দেছে, তাঁকেও উনি বধ করতে চান!

কল্লোল বলিল—কিন্তু এ-সব কথা আমার কাছে সম্পূর্ণ অর্থহীন!

অনাদি বলিল—যে দুটো লোক মোসাহেব সেজে সঙ্গে এসেছে, ওরা দাগী। ওদেরই এক জনের জ্ঞাতি-ভাই গুণেন রায়···কারবারে চৌধুরীর হাফ-পার্টনার। এ-কারবারে বহুৎ টাকা সে দেছে। সে-ভদ্রলোক বাতে পঙ্গু। তাঁর স্ত্রী আছেন আর দুই নাবালক ছেলে···তাদের ফাঁকি দেবার জন্য এখানকার অফিসের খাতাপত্রে শুধু লোকসানের অঙ্ক আঁচড়াতে এসেছেন।···জেনে-শুনে এ-কাজে সহায় হতে পারি না, তাই বাড়ীতে খুব অসুখ বলে পালিয়ে এসেছি।

কথাটা শুনিয়া কল্লোল ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া রহিল। মনে হইল, শিপ্রার তাহা হইলে সৌভাগ্যের সীমা নাই!

অনাদি বলিল—এসো···

কল্লোল বলিল—তুমি যাও···আমার কাজ আছে।

অনাদি বলিল,—কাজ? বেশ···

বলিয়া অনাদি চলিয়া গেল। পথে দাঁড়াইয়া কল্লোল দেখিল, অনাদি বাড়ী গেল না। মোড়ের মাথায় মদের দোকান। অনাদি সেই দোকানে ঢুকিল।

কল্লোল আরো কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তার পর কি খেয়াল হইল, সেও আসিয়া ঢুকিল সেই দোকানে।

অনাদি বোতল কিনিয়াছে, কল্লোল আসিয়া পাশে বসিল। বলিল—আমাকেও দিয়ো অনাদি···

অনাদির বিস্ময়ের সীমা নাই! বলিল—তুমি না মদ ছেড়ে দেছো!

কল্লোল বলিল—ও-জিনিষ ছেড়ে থাকা গেল না···ছাড়া সম্ভব হলো না, ভাই!

কল্লোল মদ খাইল···অনাদির চেয়ে বেশী করিয়াই খাইল।

তার পানে তাকাইয়া অনাদি বলিল—কলেজে থাকতে সাধে তোমাকে গুরুদেব বলতুম!

কল্লোল কথা কহিল না···আর-একটা বোতল চাহিয়া লইল।

তার পর অনাদি যখন নেশার ঘোরে ঢুলিয়া পড়িয়াছে, কল্লোল উঠিল। দাম দিয়া বাহিরে আসিল। এবং ··

পথে বাহির হইয়া যে-দিকে দু'চোখ যায়, আবার চলিতে সুরু করিল! চলার বিরাম নাই!

এমনি বিরামহীন চলার মাঝখানে কে তার হাত চাপিয়া ধরিল। একটা বাধা। শুধু অনুভূতি! কল্লোল দাঁড়াইল।

দাঁড়াইয়া ভালো করিয়া চোখ চাহিয়া দেখে, মা-শী।

কল্লোল বলিল—ধরলে যে !

—এসো আমার সঙ্গে।

কল্লোল বলিল—কেন যাবো ?

মা-শীর বুকের মধ্যে যেন অশ্রুর সিন্ধু উথলিয়া উঠিল ! কল্লোলের এ কী মূর্ত্তি···এ-মূর্ত্তি মা-শী কখনো চক্ষে দেখে নাই !

মা-শী বলিল—তুমি মদ খেয়েছো। আমার সঙ্গে এসো। না হলে পথে থাকলে পুলিশে ধরবে।

কল্লোল হাসিল ··বলিল,—মাতালকে পুলিশে ধরে। আইন।

মা-শী বলিল—আইনের কথা বাড়ীতে বসে শুনবো···পথে নয়। এসো···

কল্লোল বলিল—মমতা হচ্ছে ?···বেশ, চলো।

একখানা খালি ফিটন যাইতেছিল। সেই ফিটন ভাড়া করিয়া কল্লোলকে তাহাতে তুলিয়া মা-শী তাকে লইয়া বাড়ী আসিল।

দেখিয়া মা বলিল—এ যে বদ্ধ মাতাল ! কোথা থেকে ধরে আনলি মা-শী ?

মা-শী বলিল—পথ থেকে।

মা-শী দাঁড়াইল না ; কল্লোলকে ধরিয়া দোতলায় নিজের ঘরে আনিল। ঘরে খাটের উপরে বিছানা পাতা···কল্লোলকে সেই বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া বলিল—দোর-জান্‌লা বন্ধ করে দি। শুয়ে ঘুমোও···

কল্লোল বলিল—আমায় বন্দী রাখবে মা-শী ?

মা-শী বলিল—না। ঘুমোলে সেরে উঠবে···সেরে যেখানে খুশী যেয়ো। ভয় নেই, আমি তোমায় ধরে রাখবো না।

জলে অডিকলোন ঢালিয়া সে-জলে রুমাল ভিজাইয়া কল্লোলের মাথায়

মা-শী পটীর মতো সে-রুমাল চাপিয়া দিল। তার পর এক রকম জোর করিয়াই তাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া ঘরের দ্বার-জান্‌লা বন্ধ করিল। দ্বার-জান্‌লা বন্ধ করিয়া কল্লোলের মাথার কাছে বেতের চেয়ারে বসিয়া মা-শী হাত-পাখায় বাতাস করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে মাথায় অডি-কলোন-মিশানো জল ছিটাইয়া মাথায় হাত বুলায়, আবার পাখার বাতাস করে। আরাম পাইয়া কল্লোল চোখ বুজিল।

যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। মা-শী কপালে হাত বুলাইয়া দিতেছিল। কল্লোলের সব কথা মনে পড়িল। নেশা করিলেও বিস্মৃতির তরঙ্গে কল্লোল মনকে ভাসাইয়া দেয় নাই···কোন দিন দেয় না!

কল্লোল ডাকিল,—মা-শী···

মা-শী বলিল—কেন?

মা-শী কথা কহিল যেন কোন্ সুদূর ধ্যানলোক হইতে!

কল্লোল বলিল—কি মতলব?

মা-শী জবাব দিল না।

কল্লোল উঠিয়া বসিল। বলিল,—জান্‌লা খুলে দাও ··

মা-শী গিয়া জান্‌লা খুলিয়া দিল। পূর্ণিমার সন্ধ্যা। দূর-আকাশের গায়ে প্রকাণ্ড চাঁদ আসিয়া আসন পাতিয়া বসিয়াছে। চাঁদের সে-আলো খোলা জান্‌লা দিয়া ঘরে আসিয়া ঢুকিল।

কল্লোল বলিল,—বলো···কেন আমায় নিয়ে এসেছো?

মা-শী বলিল—বলেছি তো মদ খেয়েছিলে···পথে সে অবস্থায় দেখলে পুলিশে ধরতো।

কল্লোল বলিল—এখন আর সে অবস্থা নেই···কাজেই পুলিশের হাতে ধরা পড়বার ভয় নেই। এখন তা হলে যেতে পারি?

কথাগুলা মা-শীর বুকে একরাশ তীক্ষ্ণ তীরের মতো বিঁধিল।

মা-শী বলিল—কিন্তু আমি কি অপরাধ করেছি…

বাষ্প-ভারে মা-শীর কণ্ঠ বিজড়িত হইল। কথা শেষ হইল না।

কল্লোল বলিল—A woman would always complain! অপরাধ তুমি করোনি মা-শী। নিরুপায়…

মা-শী কথা বলিল না…অবিচল নেত্রে চাহিয়া রহিল কল্লোলের পানে। তার বুকের মধ্যে যেন দেব-দানবের যুদ্ধ চলিয়াছে! অস্ত্রে-অস্ত্রে বিপুল ঝঞ্ঝনা! মা-শী নীরবে চাহিয়া আছে…

কল্লোলের মুখে কথা নাই!

অনেকক্ষণ পরে বড় একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মা-শী মেঝেয় কল্লোলের পায়ের কাছে বসিল…তার দু পায়ে দু হাত রাখিয়া বলিল,—আমার দুঃখ কতখানি, কখনো বুঝবে না?

কল্লোল কোনো কথা বলিল না। কি বলিবে?…পায়ের কাছে অনুগতের মতো পড়িয়া আছে মা-শী…ছলনা জানে না…শিক্ষা-সভ্যতার ধার ধারে না! তার মনে যে-কথা জাগে, সে কথা রাখিয়া-ঢাকিয়া বলিতে জানে না! নিরীহ জীব! জানে ভালোবাসা, আর সে ভালোবাসার মানে এই দাসীর মতো সেবা-পরিচর্য্যা। নিজের নিরুপায়তা কতখানি, কি কথা বলিয়া মা-শীকে কল্লোল তাহা বুঝাইবে? মা-শীর চেয়ে পণ্ডিত · বি-এ এম-এ-পড়া এ-যুগের বুদ্ধিমতী মেয়েদেরও সে বুঝাইতে পারে নাই! কল্লোলের মনে হইল, সে-প্রয়াসে কাজ নাই! তাই শুধু বলিল,—তুমি ভালো…খুব ভালো…তোমার কোন অপরাধ নেই!

মা-শীর মুখে কথা নাই…দু'চোখের দৃষ্টিতে শুধু রাজ্যের মিনতি।

কল্লোলের মনে হইল…

মনে হইল, দু'হাতে মা-শীকে বুকের উপরে তুলিয়া বলে, কোথা হইতে কি করিয়া এ নিরুপায়তার সমুদ্রে সে আসিয়া পড়িয়াছে ··

কিন্তু না! মা-শীর চোখের ও-দৃষ্টিতে বিগলিত হইলে চলিবে না! বিগলিত হইয়া মা-শীকে বুকে তুলিলে বুকের মধ্যে যে দুরন্ত পশু আছে, সে-পশু জাগিয়া উঠিবে! মা-শীর যাতনার কথা ভুলিয়া হয়তো তাহা হইলে আরো অপমানের বিষে তাহাকে জর্জ্জরিত করিবে!···মা-শীকে কি করিয়া বলিবে তোমার সঙ্গে দেহ লইয়াই আমার কারবার ছিল? তোমার ঐ পেলব দেহ···তোমার যৌবনের সুবিচিত্র মোহ শুধু! ও-মোহ কত ক্ষণিক!

কিন্তু এ কথা বলিলে বেচারীকে একেবারে দুর্দ্দশার পাতালে নিক্ষেপ করিতে হয়!

কল্লোলকে নিরুত্তর দেখিযা মা-শী কথা কহিল। বলিল—তুমি যা বলবে আমি তাই করবো···যাতে তোমার অনেন্দ হয···যাতে তুমি খুশী থাকো! তাতে যদি আমার সব যায়···

এ কথায় কতখানি গ্লানি, কত লজ্জা কল্লোল বোঝে। ভাবিল, হায় রে, একদিন নিজে বড়-বলায বলিয়া বেড়াইয়াছে, নিজের স্বার্থ বুঝিযা, নিজের সুখ খুঁজিয়া অপরের কাছ হইতে দাবী-দাওযা নয়, চাওয়া-পাওয়া নয়···তবেই তো সত্যকার মানুষ হইবে! কিন্তু মুখে এ-কথা বলিলেও সারা জীবন কি সে করিয়াছে? শুধু নিজের স্বার্থে অপরের দেহ-মনের উপর মত্ত নৃত্য করিয়া তাদের দেহ-মন ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া দিয়াছে! কল্লোলের জন্য কত জন নিঃস্বতার বেদনায় নিশ্বাস ফেলিতেছে! এই মা-শী···ও-দিকে গঙ্গা···তার পর কলিকাতায়···

মাথার মধ্যে কে যেন আগুন জ্বালিয়া দিল! অসহ্য জ্বালা! এ জ্বালা কল্লোল আর সহিতে পারে না! তাই সে বলিল—আমার জন্য করবার

কিছু নেই মা-শী। কি তুমি করবে?…যেখানে এসে আমি দাঁড়িয়েছি, মানুষের স্নেহ-ভালোবাসা মমতা-করুণার বাইরে সে-স্থান! নিজের জীবনকে এমন করে ছেঁচে-পিষে ফেলেছি যে তোমার এ মায়া-মমতা-ভালোবাসাতেও তাকে আর খাড়া করা যাবে না! আমার মন আজ পাথর!

সত্যই তো, মা-শী কি করিতে পারে? এই ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে মা-শীর বাস…দিবার তার কি আছে? নেবার মত বস্তু পৃথিবীতে কি, তা ও জানেও না!

কল্লোলের মন কি চায়…কি না পাইয়া দিনে-দিনে এমন পাথর হইয়া গেছে, মা-শীর সাধ্য নাই, বুঝিবে!…মা-শী বলে, ভালোবাসা!…সে ভালোবাসার অর্থ দেহের সেবা! ইহাকে ভালোবাসা বলে না! এ যদি ভালোবাসা হয়, এ ভালোবাসায় কল্লোলের মন তৃপ্তি পায় না…এ ভালোবাসা তার মনের কোনোখানটা স্পর্শ করিতে পারে না!

মা-শী বলিল,—সত্যি থাকবে না?

কল্লোল বলিল,—আমার আশা তুমি ছেড়ে দাও।…আমি তোমায় মুক্তি দিলুম। তোমার এই বয়স…মানুষের মতো মানুষ দেখে বিবাহ করো। তোমার এ-ভালোবাসার দাম সে বুঝবে…বুঝে তার দামও সে দেবে।

মা-শীর মুখ পাংশু, মলিন…সে কল্লোলের পা ছাড়িয়া দিল…দিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

কল্লোলও উঠিল এবং নিঃশব্দে নীচে নামিয়া বাড়ী ছাড়িয়া বাহিরে পথে আসিল।

এখন…

অনাদির আস্তানা! সেখানে ঐ গঙ্গা! তাছাড়া শিপ্রা সে-বাড়ী জানে।…

হঠাৎ মনে হইল, অনাদির মুখে শরৎ চৌধুরীর নূতন শয়তানীর যে-পরিচয় শুনিল ··

মাথা ঝন্-ঝন্ করিয়া উঠিল ! এই সব ইতর লোক···পয়সার জোরে কি না করিয়া বেড়াইতেছে ! কি দুর্ব্বার ইহাদের পয়সার লালসা ! পয়সাতেই যত সুখ ? বেচারী শিপ্রা !

২১

রাত্রি প্রায় ন'টা।

মুক্তি আসিয়া ডাকিল, —বৌদি···

ঘরে আলো জ্বলে নাই। চাঁদের জ্যোৎস্না আসিয়া ঘরে আলোর বন্যা বহাইয়া দিয়াছে ! বিছানায় দেহ-ভার এলাইয়া শিপ্রা পড়িয়া আছে। মুক্তি আলো জ্বালিল। শিপ্রা বলিল—আলো নিবিয়ে দে, মুক্তি··

মুক্তি বলিল—ঘুমোওনি ?

—না।

—খাবে না ? ন'টা বেজে গেছে।

শিপ্রা বলিল—না, আমি খাবো না।

মুক্তি কোনো কথা বলিল না। তার মনের মধ্যে মেঘ নিবিড় হইয়া আছে ! ভাবিল, সাহেবের এমন অসুখ · বৌদি যত লেখাপড়াই শিখুক, মেয়ে-মানুষ ! স্বামী ছাড়া মেয়ে-মানুষের কে আর আছে ! বিদেশে সেই স্বামীর এত বড় অসুখ ! বৌদির দুর্ভাবনার কি সীমা আছে !···বলিল, —হোটেলের ম্যানেজারকে বলো বৌদি···একজন ভালো ডাক্তার আনিয়ে দিক।

শিপ্রার মনে পড়িল, স্বামীর অসুখ ! ঠিক ! নিজের চিন্তায় শরতের অসুখের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল।

নিশ্বাস ফেলিয়া শিপ্রা বলিল—হুঁ…

হঠাৎ মনে পড়িল কল্লোলের কথা। একটু আগে এত অভিমান, এত রাগ! তবু মনের উপরে কল্লোলের আসা-যাওয়ার বিরাম নাই! মনে পড়িল, কাল রাত্রে স্বামীর মুখের উপর স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছে—শরৎ তার কেহ নয়! তার সঙ্গে শিপ্রার স্বামি-স্ত্রীর সম্পর্ক…সে-সম্পর্কে মন সাড়া দেয় না।

সে-কথা মনে পড়িবামাত্র নিজের উপর ধিক্কারে মন ভরিয়া গেল! মনে এত বিরাগ…তবু ঐ শরৎকে লইয়া তার সঙ্গে ক'বছর ঘর করিয়াছে! শরতের-দেওয়া অন্ন-বস্ত্র…শরতের দাস-দাসী, গাড়ী, আসবাবপত্র…শরতের ঐশ্বর্য্য ..সব সে ভোগ করিতেছে! সে-ভোগে গৌরব-বোধ করিয়াছে! এ সুখ-উপভোগের বিনিময়ে?…স্ত্রী বলিতে যে-পুরুষ স্ত্রীর দেহটাকেই শুধু বোঝে, সেই পুরুষের সঙ্গে এক-শয্যায় শুইয়া কি করিয়া শিপ্রা এত কাল বাস করিয়াছে. আশ্চর্য্য!

শিপ্রাকে কে যেন কশাঘাত করিয়াছে…তার সর্ব্বাঙ্গে তেমনি জ্বালা! …শিপ্রা ভাবিল, রেঙ্গুন-নদীর জলে ঝাঁপ দিলে এ-জ্বালার উপশম হয় না?

শম্ভু আসিল। বলিল, সাহেবের জ্বর ১০৫। ভয়ঙ্কর বকাবকি করিতেছেন। বলিতেছেন, কলিকাতার ডাক্তার-বাবুকে তার করিয়া দাও ..টাকা পাঠাও ..প্লেনে করিয়া তাঁকে আসিতে বলো…

শিপ্রা নিঃশব্দে এ-কথা শুনিল।

মুক্তি বলিল—একবার দেখবে না বৌদি?

দেখা উচিত! স্বামী হিসাবে না হোক্, মানুষ তো!

শিপ্রা বলিল—চ'।

শিপ্রা আসিয়া দাঁড়াইল শরতের শিয়রে। শরতের মাথায় আইস-ব্যাগ চাপানো। নার্শ আছে, ডাক্তার' আছে। বর্ম্মীজ নার্শ, বর্ম্মীজ

ডাক্তার। শম্ভু, বিষ্ণু,—দু'জনে দাঁড়াইয়া আছে···পাথরের মতো নিস্পন্দ মূর্ত্তি।

শিপ্রা চাহিল ডাক্তারের পানে, বলিল,—কি অসুখ মনে হচ্ছে? এক-দিনে এত-বেশী টেম্পারেচার!

ডাক্তার বলিল—বক্তটা কাল সকালে এগজামিন করতে চাই।

শিপ্রা বলিল—রক্ত আজ এগজামিন না করার কারণ?

ডাক্তার বলিল—দু'দিন না গেলে সঠিক জানা যাবে না।

শিপ্রা জবাব দিল না। দু'চোখের ভ্রূকুটি-ভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া আসিল···বিষ্ণু এবং মুক্তি আসিল শিপ্রার সঙ্গে।

শিপ্রা বলিল—আমার সঙ্গে এসো বিষ্ণু। এখানে আমার একজন বন্ধু আছেন। অনেক দিন এখানে বাস করছেন। তাঁকে আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি···সেই চিঠি নিয়ে এখনি তুমি তাঁর কাছে যাও। তিনি ভালো ডাক্তার নিয়ে আসবেন।

কথাটা বলিয়া শিপ্রা আসিল নিজের ঘরে···মুক্তি বিষ্ণু সঙ্গে আসিল।

শিপ্রা বলিল—তুমি বাইরে দাঁড়াও, বিষ্ণু। চিঠি লেখা হলে ডাকবো।

বিষ্ণু চলিয়া গেল। মুক্তি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শিপ্রা চিঠি লিখিতে বসিল। লিখিল

কল্লোলবাবু

ভয় নেই। মনের কথা বলবো বলে' এ চিঠি লিখছি না,—রোমান্স নয়! বিপদে পড়েছি,—বিদেশে আপনি ছাড়া এমন বন্ধু কেউ নেই, এ বিপদে যার শরণ নিতে পারি! কাল আপনার আশায় পথ চেয়ে কি অধীর ভাবেই না ছিলুম! এলেন না! কেন, বুঝতে পারছি না! যদি ভেবে থাকেন, পুরোনো দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আপনাকে জ্বালাতন করবো, তাহলে ভুল বুঝেছেন। তা নয়।

কিন্তু এ সব কথা থাক্। আপনার কথা মনে হলে এত কথা মনে জাগে! কেন এমন হয়, বুঝি না!

আবার যা-তা বকছি! মাপ করবেন।

সত্যি, নিজের জন্য আপনার দ্বারস্থ হচ্ছি না। বিপদে পড়েছি। আমার স্বামী মিষ্টার চৌধুরীর খুব অসুখ। এখানকার ডাক্তার দেখছেন,—কিন্তু তাঁদের উপর নির্ভর করতে পারছি না। বাঙালীর ধাত্। তাছাড়া আমি স্ত্রী—আমার একটা কর্ত্তব্য আছে তো। তাই লিখ্ছি, এ চিঠি পাবামাত্র দয়া করে একবার আসবেন। এসে চিকিৎসার সম্বন্ধে ভালো একটা ব্যবস্থা করবেন। আমি যেন অকূলে পড়েছি। হাসবেন না,—সত্যই বিপন্ন। ভাবছেন, যে-স্বামীকে ভালোবাসি না, তার উপর এত মায়া, এত দরদ! কিন্তু এত দিন একত্র বাস করছি—স্বামীর দৌলতে এমন আরাম, এতখানি স্বাচ্ছন্দ্য…সেজন্য আমার মনে একটু কৃতজ্ঞতাও কি থাকবে না?

আশা করি, চিঠি পেয়ে একবার আসবেন। দয়া…এ দয়াটুকু পাবার প্রত্যাশা করতে পারি না?

শিপ্রা।

লিখিয়া দু'-বার তিন-বার চিঠিখানা পড়িল। ভালো লাগিল না। মনে হইল, যেন নভেলী-চিঠি! চিঠির ছত্রে ছত্রে যেন মনের করুণ-আকুতি মিশিয়া আছে! পড়িয়া কল্লোল ভাবিবে, এক দিন বড় দর্প করিয়া সরিয়া গিয়াছিলে…আজ যাচিয়া আবার আমারি করুণার প্রার্থী!

চিঠি ছিঁড়িয়া ফেলিল্। ছিঁড়িয়া নূতন করিয়া আর একখানা চিঠি লিখিল। সে চিঠিও পড়িল বার-বার। মনে হইল, এ চিঠিতেও সেই নভেলী ছাপ! এ-চিঠি ছিঁড়িল। ছিঁড়িয়া আবার লিখিল। সে-চিঠিতেও ঐ এক সুর…

পাঁচ-ছ'খানা চিঠি লিখিয়া সে-সব চিঠি ছিঁড়িয়া নিশ্বাস ফেলিয়া শিপ্রা চাহিল মুক্তির পানে।

দু'চোখে জমাট বিস্ময়…মুক্তি তার পানে চাহিয়া আছে। শিপ্রা

বলিল—চিঠিতে হবে না, মুক্তি।··ভাবছি. আমি নিজে যাই! বাড়ী তো চিনি। একখানা ট্যাক্সি নিয়ে যাই। তাঁকে নিয়ে আসি ··আমার অনেক দিনের বন্ধু। নাহলে একা···সাম্‌নে এত-বড় রাত ··রাত্রে যদি বাড়াবাড়ি কিছু হয়? আমার ভারী ভয় করছে মুক্তি।

মুক্তি শুনিল বৌদির কথা। ভয়ে তারো দেহ-মন ছম্‌ছম্ করিতেছিল। স্বামী···স্বামীর অসুখে স্ত্রীর মনে কি হয়, সে জানে! সাত-আট মাস আগে মুক্তির স্বামীর সে-বারে যখন সেই খুব অসুখ হয়··· উঃ, সে কথা মনে হইলে এখনো তার গায়ে কাঁটা দেয়! মুক্তির সর্ব্বাঙ্গে রোমাঞ্চ-রেখা···মুক্তি কোনো কথা বলিতে পারিল না।

শিপ্রা উঠিয়া আয়নার সাম্‌নে গিযা কেশে-বেশে একটু পারিপাট্য সাধন করিল। তার পর হাত-ব্যাগ লইয়া বলিল—আমি তাহলে আসি, মুক্তি···

মুক্তি শিহরিয়া উঠিল! বলিল - একা যাবে বৌদি?

—হ্যাঁ···

ভয়ে মুক্তি কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তার দু'-চোখে আতঙ্ক।

শিপ্রা তাহা লক্ষ্য করিল। বলিল—কিসের ভয়? বর্ম্মা-মুল্লুক হলেও সহর! পথে আলো আছে···লোক-জন রয়েছে···পুলিশ-পাহারা আছে।

মুক্তি বলিল—আমি যাবো তোমার সঙ্গে?

—তুই!···কথার সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে আতঙ্কের আভাস · হয়তো কল্লোল বলিবে, না! হয়তো সে আসিতে চাহিবে না! শিপ্রা তখন বলিবে, আমার জন্য আসিতে হইবে···ভয়-ভাবনায কার মুখ চাহিব আমি? কল্লোল বলিবে, তুমি আমার কে যে তোমার কথায় সেখানে গিয়া তোমার পাহারাদারী করিব? এ কথা বলিলে শিপ্রা ভাঙ্গিয়া গলিয়া কি যে করিবে · মুক্তি সঙ্গে থাকিলে দেখিবে!···বৌদিকে মুক্তি

জানে, শক্তির গর্ব্বে মাথা নত করিতে জানে না! কল্লোলের সামনে সে-বৌদির মাথা যদি নুইয়া পড়ে···ভিক্ষা চাহিয়া সে-ভিক্ষা যদি না পায়? প্রত্যাখ্যানের সে গ্লানি মুক্তি দেখিবে?

শিপ্রা বলিল—না মুক্তি, তুই এখানে থাক্। সাহেবকে ফেলে যাচ্ছি। শম্ভু, বিষ্ণু—ওরা কি মানুষ? না, মমতা জানে? তুই থাকলে আমি তবু নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারবো!···

ঘড়িতে ঢং-ঢং করিয়া দশটা বাজিল। শিপ্রা আর দাঁড়াইল না। ঘরের বাহিরে বিষ্ণু···শিপ্রার পানে চাহিয়া সে বলিল—চিঠি?

শিপ্রা বলিল—চিঠি নয় বিষ্ণু। আমি নিজে যাচ্ছি। ডাক্তারকে একেবারে সঙ্গে নিয়ে ফিরবো। সাহেবকে তোরা দেখবি। আমি ডাক্তারের জন্য বেরুচ্ছি, সে কথা খবর্দ্দার যেন প্রকাশ না পায়!

—না।

শিপ্রা চলিয়া গেল।

বাহিরে ট্যাক্সি। ট্যাক্সিতে বসিয়া শিপ্রা বলিল—অফ্‌ষ্ট রোড

২২

কল্লোল বাড়ী ফিরিয়াছে। মনে সেই অস্বস্তি··খেয়ালের ভরে মদ খাইয়া এ-অস্বস্তি আরো বাড়িয়াছে! মনে হইতেছে, এখানকার বাতাসে কি যেন আছে···এ বাতাসের স্পর্শ কাটিয়া সরিয়া না গেলে অস্বস্তির জ্বালায় বুঝি পাগল হইয়া যাইবে!

তাই নিজের জিনিষপত্র বাঁধা-ছাঁদা করিতেছে। রাত্রি তিনটায় একখানা ট্রেণ আছে। সেই ট্রেণে চড়িয়া··

কোথায় যাইবে, জানে না। তবে এখানে আর নয়। ঐ মা-শী···

এখানে গঙ্গা···তার উপর শিপ্রা!···নাগপাশের বন্ধন! এ বন্ধন কাটিতে হইবে!

মলিন-মুখে গঙ্গা দাঁড়াইয়া আছে···কল্লোল বলিল—তবু দাঁড়িয়ে রইলে! তোমার সঙ্গে আমার গাঁট-ছড়ার বাঁধন নয় যে সে-বাঁধন কাটতে পাবো না! যতক্ষণ আমার ভালো লাগবে, ততক্ষণ! ব্যস্!

গঙ্গার চোখের পিছনে অশ্রুর নির্ঝর স্তম্ভিত ছিল···এ কথার আঘাতে সে-নির্ঝর ফাটিয়া তার দু'চোখে ধারা বহিল।

কল্লোল কহিল,—শুধু কাঁদতেই শিখেছো! চোখের জল আমার ভালো লাগে না। যাও এখান থেকে!

গঙ্গা বলিল,—আমি কি করেছি?

সেই এক কথা! মা-শী বলে, কি অপরাধ আমার? গঙ্গাও বলে তাই! রাগে কল্লোল জ্বলিয়া উঠিল। অপরাধ···অপরাধ···অপরাধ!

কল্লোল বলিল—অপরাধ তোমার নয়, আমারো নয়। দু'দিন একসঙ্গে ছিলুম···আবার এখন আলাদা হচ্ছি। কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রঃ! তার উপর তুমি আমার বিয়ে-করা স্ত্রী নও! মানুষের জীবনে কত মানুষ আসা-যাওয়া করে···তোমার-আমার জীবনে বহু লোক এসেছে ···চলে গেছে! আবার আসবে নতুন লোক···এই হলো জগতের নিয়ম!

গঙ্গা কোনো জবাব দিল না···করুণ নয়নে কল্লোলের পানে চাহিল··· তারপর ভাঙ্গিয়া দুমড়াইয়া

কল্লোলের পা দু'খানা গঙ্গা বুকে চাপিয়া ধরিল। বিরক্ত হইয়া কল্লোল উঠিয়া বসিল খাটের বিছানায়।

পাশের ঘরে অনাদির নেশা তখনো কাটে নাই···নেশার ঝোঁকে বাদশা বনিয়া চোখ রাঙাইয়া সে দুনিয়াকে ভর্ৎসনা করিতেছে—চুপ্···চুপ্··· চুপ্ রও···

কল্লোল ডাকিল,—গঙ্গা···

গঙ্গা চাহিল কল্লোলের পানে।

কল্লোল বলিল—তোমার অপরাধ নেই। তুমি কেঁদো না। এখানে আমার আর ভালো লাগছে না···তাই চলে যাচ্ছি।···ভেবেছিলুম, হয়তো তোমাকে নিয়ে বাকী দিনগুলো এক-রকমে কাটিয়ে দেবো। কিন্তু তা হবার নয়···

এই পর্য্যন্ত বলিয়া কল্লোল চুপ করিল। গঙ্গার মুখে কথা নাই··· সজল চোখে অবিচল দৃষ্টি লইয়া কল্লোলের পানে চাহিয়া আছে!

কল্লোল ভাবিল, দেহের ক্ষুধা মিটাইয়া মানুষ বাঁচিতে পারে না! মনে যে-পিপাসা···সে-পিপাসার তৃপ্তি···মা-শী দিতে পারিল না···গঙ্গাও পারিল না। ভাবিয়াছিল, দেহকে তুচ্ছ করিয়া মনের পানে যদি কেহ চায়···কল্লোলের মনকে যদি চিনিতে পারে এবং এ-মনের নাগাল পায় যদি?

অসম্ভব! মন দিয়া মনের পিপাসা তৃপ্ত করিতে হয়। সে-মন ইহাদের নাই! মা-শী, গঙ্গা···ইহাদের সঙ্গে কথা কহিয়া কল্লোল কোনো দিন আনন্দ পায় নাই। ইহাদের যা কিছু মোহ, যা কিছু আকর্ষণ, তা ঐ দেহে! দেহের মোহ কতক্ষণ থাকে?···কাজেই মা-শী, গঙ্গা···কেহই তার মনকে পূর্ণ করিতে পারিল না।

এই মনের পিপাসা মিটে নাই বলিয়া সারা জীবন সে ছুটিয়া বেড়াইতেছে···কোথাও শান্তি নাই!··

গঙ্গা বলিল—কোথায় যাবে?

—জানি না।

—কবে আসবে?

—জানি না।

—আর আসবে না?

—বোধ হয়, না।···তবে অভদ্রতা করবো না গঙ্গা। আমার কাছে টাকা আছে। তোমাকে একশো টাকা দিয়ে যাচ্ছি···এ-টাকা নিয়ে তুমি কলকাতায় যাও। সেখানে থিয়েটার আছে, সিনেমা আছে, তাতে যোগ দাও গে··খ্যাতি পাবে ঐশ্বর্য্য পাবে। ভালোবাসার আশাও হয়তো দুরাশা হবে না!

কথাটা শেষ করিয়া সে গঙ্গার পানে চাহিল। গঙ্গা কাঠ হইয়া বসিয়া আছে!

কল্লোল বলিল—দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছো। মানুষ তোমাদের বিশ্বাস করতে পারে না···আমি কিন্তু তোমাকে অবিশ্বাস করিনি। মানুষের মতো মানুষ···এমন-কেউ যদি তোমার পরিচয় পায়, তাহলে সে তোমায় ভালোবাসবে··তোমার ভালোবাসায় সে সুখী হবে···তোমাকেও সুখী করবে···এ আশ্বাস আমি দিতে পারি।

এ-কথা গঙ্গার ভালো লাগিল না। গঙ্গা মুখ ফিরাইল।

কল্লোল বলিল,—অভিমান হলো না কি?···বলিয়া গঙ্গার চিবুক ধরিয়া গঙ্গার মুখখানাকে ফিরাইয়া ধরিল···বলিল—তামাসা নয় গঙ্গা, আমি সত্য কথাই বলছি···

এ-কথার ঠিক মাঝখানে দ্বার ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিল শিপ্রা।

ঢুকিয়া সে ডাকিল,—কল্লোল বাবু···

কল্লোল চমকিয়া উঠিল! গঙ্গার চিবুক হইতে হাত সরাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কল্লোল বলিল—শিপ্রা···

কুণ্ঠিত স্বরে শিপ্রা বলিল—আমায় মাপ করবেন! সাড়া দিয়ে আসা আমার উচিত ছিল। আমি জানতুম না···

হাসিয়া কল্লোল বলিল—সেজন্য কোনো অপরাধ করোনি। এ হলো গঙ্গা···আমার স্ত্রী।

গঙ্গা শিহরিয়া উঠিল! তার মাথা ঝিম্-ঝিম্ করিতে লাগিল! খাটের বাজুতে মাথা রাখিয়া সে চোখ বুজিল।

শিপ্রা নিমেষে যেন পাথর ব'নয়া গেছে! নিস্পন্দ-নির্ব্বাক্ ··এই গঙ্গাই তাকে বলিয়াছিল, কল্লোল তার কেহ নয়!···তার মানে?

এই স্তম্ভিত ভাব কাটাইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া শিপ্রা বলিল—বিবাহ করেছেন, সে-কথা আমায় বলেননি তো!

কল্লোল বলিল—অত্যন্ত ঘরোয়া কথা! আমার একান্ত ব্যক্তিগত··· তাই বলবার প্রয়োজন ভাবিনি!

—শুনে খুব খুশী হলুম। বিয়ে করে আপনি সংসারী হবেন, এ আমাদের কতখানি সাধ!

বাধা দিয়া কল্লোল বলিল,—হুঁ। কিন্তু এত রাত্রে তুমি এখানে··· গরীবের কুঁড়েয়?

মনে যে-আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, বহু-প্রয়াসেও শিপ্রা সে আগুন নিবাইতে পারিল না। আগুনের সে-জ্বালা তার কণ্ঠের ভাষায় বাহির হইয়া পড়িল।

শিপ্রা বলিল—অভিসারে বেরিয়েছি, ভাববেন না!

কল্লোলের বুকে যেন বিদ্যুতের শিখা বিঁধিল! মৃদু হাস্যে কল্লোল বলিল,—তোমার সে অধোগতি হতে পারে না, জানি।

শিপ্রার মনে আরো তীব্র জ্বালা! শিপ্রা বলিল--কেন হতে পারে না, শুনি?

কল্লোল বলিল,—তার কারণ, তোমার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার···কোনো-কিছুর অভাব নেই! যে দুঃখী কাঙাল, যার অভাব আছে··· সেই বাইরে বেরোয় অভাব-মোচনের জন্য···দেহ-মনের শূন্যতা পূরণের জন্য!

শিপ্রা এ কথার জবাব দিল না। দু'চোখে আগুনের শিখা… কল্লোলের পানে চাহিয়া রহিল।

কল্লোল তার দৃষ্টির সে তীব্রতা লক্ষ্য করিল। বলিল,—দেখা হলেই তর্ক আর ঝগড়া…ভালো নয়, শিপ্রা। এতে বন্ধুত্ব বজায় থাকে না! যাক্…নিশ্চয় খুব দরকার আছে, না হলে এত রাত্রে লক্ষপতি চৌধুরী-সাহেবের স্ত্রী মিসেস্ চৌধুরী এখানে আসতেন না এই পচা বস্তীর দুর্গন্ধ সইতে!

গঙ্গা তখনো খাটের বাজুতে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া আছে… গঙ্গার সাম্‌নে নিজের দৈন্য প্রকাশ করিতে শিপ্রার লজ্জা হইল। তাই চকিতে সুর ফিরাইয়া শিপ্রা বলিল,—সত্যি খুব দরকার। বিপদ।

—বিপদ!

—তাই। মিষ্টার চৌধুরীর খুব অসুখ। আমার ভয় আর ভাবনার সীমা নেই। অজানা বিদেশ! তাই নিরুপায়ে আপনার কাছে আসতে হলো। একজন ভালো ডাক্তারের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। মিষ্টার চৌধুরীর টেম্পারেচার এখন ১০৫।

—১০৫!…কল্লোলের দুই চোখ বিস্ময়ে-ভাবনায় যেন ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইয়া পড়িবে! কল্লোল বলিল,—কিন্তু ডাক্তার? ভালো ডাক্তার? কল্লোলের মনে চিন্তা…

—হ্যাঁ। আপনি ছাড়া এ বিপদে কে দেখবে? আমি বড্ড নিরুপায়…

কল্লোল ভাবিতে লাগিল। সহসা মনে পড়িল।…বলিল—হ্যাঁ, আছেন …আমার জানা খুব ভালো লোক আছেন। স্ত্রীলোক…ইউরেশিয়ান ডাক্তার এবং নার্শ…মমতাময়ী। আমায় বাঁচিয়েছিলেন। তাঁর নাম মার্থা

শিপ্রা বলিল—এখনি তাঁকে চাই। সঙ্গে ট্যাক্সি আছে। আপনি তাহলে…

কল্লোল বলিল—কিন্তু আমি যে রেঙ্গুন ছেড়ে আজ রাত্রে চলে যাচ্ছি। তিনটেয় আমার ট্রেণ।

শিপ্রা বলিল—ডাক্তারের ব্যবস্থা না করে আপনি যেতে পাবেন না। …দয়া করুন।

শিপ্রা দুই করপুট অঞ্জলিবদ্ধ করিল।

কল্লোল বলিল—বেশ, তাহলে চলো। মার্থাকে বলে-কয়ে সুব্যবস্থা করে দি। কতক্ষণ বা সময় লাগবে ?

—আসুন। বলিয়া শিপ্রা চাহিল গঙ্গার দিকে ; বলিল,—আপনার স্বামীকে নিয়ে যাচ্ছি…আজ রাত্রে যদি ফেরত না পাঠাই, রাগ করবেন না। আমার বড্ড বিপদ চলেছে। এ বিপদে আপনার স্বামীকে আজকের মতো ধার চাইছি…পারবেন ধার দিতে ?

গঙ্গা চাহিল শিপ্রার পানে। ক'মুহূর্ত্তে যে-সব কাণ্ড হইয়া গেল… তাহাতে গঙ্গার সব গোলমাল হইয়া গেছে। গঙ্গা জবাব দিল না।

স্তম্ভিত গঙ্গাকে ঘরে রাখিয়া শিপ্রার সঙ্গে কল্লোল চলিয়া আসিল।

মার্থাকে পাওযা গেল।

এবং মার্থা আসিয়া যখন রোগীর সাম্‌নে দাঁড়াইল, রোগী তখন প্রলাপ বকিতেছে,—কল্লোল রায়…কল্লোল ‥আমি জানি, তোমার ল্যভার ! আমার স্ত্রী হয়ে…

প্রলাপ শুনিয়া কল্লোল স্তম্ভিত ! শিপ্রা বলিল—Don't be upset. He is meanly jealous of my friends…

রাত্রি প্রায় তিনটা…কল্লোল আসিল শিপ্রার ঘরে। বলিল—রাত তিনটে বেজে গেছে। আমি আসি শিপ্রা।

—না···

কল্লোল বলিল—না! তার মানে?

কল্লোলের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া শিপ্রা বলিল—একটু মমতা হয় না? ঐ ভীষণ রোগী · তোমার স্নেহ নেই? মায়া নেই? আমি একা ···যখন-তখন এমনি চীৎকার! দাসী-চাকর···সকলের সামনে এমন লাঞ্ছনা-অপমান! চাকর-বাকরের সাম্‌নে মাথা আমার মাটীতে মিশিয়ে যাচ্ছে!···আমাকে আত্মহত্যা করতে বলো?

কল্লোল বলিল—কিন্তু···

শিপ্রা বলিল—কিসের কিন্তু? আর কিন্তু নয়! ইতর স্বামী··· নির্লজ্জের মতো যে-কথা বলে' আমাকে অপমান করছে, ঐ অপমানের শোধ নিতে ওকে এমনি অপমান করতে পারি, তবেই আমার মনের এ-জ্বালা যায়!

শিপ্রার দু'চোখে আগুন জ্বলিল!

কল্লোল বলিল—মাথা খারাপ করো না শিপ্রা···জীবনে আমাদের বহু দুঃখ, বহু অপমান সইতে হয়।

শিপ্রা গর্জ্জন করিয়া উঠিল, বলিল—আমি অনেক সয়েছি। আপনি জানেন না! কোনো মানুষ এত অপমান সইতে পারে না। আমার নিজের অপরাধ স্মরণ করেই আমি সয়েছি। কিন্তু সহ্য করবার একটা সীমা আছে, কল্লোলবাবু··সে-সীমা আজ পার হয়েছে। আর আমি সইবো না। এত বছর ধরে যত আঘাত পেয়েছি···আজ থেকে প্রত্যেকটি আঘাতের আমি শোধ দেবো।···বিয়ে করেছেন! উনি স্বামী। মন্ত্র-পড়া বিয়ে।···এ-বিয়ে আমি স্বীকার করি না। ঐ ইতরের স্বামিত্ব চূড়ান্ত রকম স্বীকার করে এসেছি···আর করবো না। করলে সমস্ত মেয়ে-জাতের অপমান করবো আমি!

কল্লোল নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া দেখিল···শিপ্রার যেন করালিনী মূর্ত্তি!

শিপ্রা বলিল—আপনাকে আজ আমি ছাড়বো না। যেতে দেবো না আমি। আপনাদের ঐ মিষ্টার চৌধুরী যদি না বাঁচে, তাতে আমার দুঃখ নেই! He has had enough of life. কিন্তু আমার বাঁচা হয়নি··· আমি বাঁচতে চাই। আর সে-জন্য আপনাকে আজ আমি চাই আমার পাশে! নাহলে আমার ভয় হয়, এ-সব অপমানের ভারে হয়তো আমি আত্মহত্যা করে বসবো!

শিপ্রা কাঁপিতেছিল। কল্লোল ধরিয়া তাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিল।

টেবিলের উপর ছিল ওডিকলোনের শিশি। শিপ্রার মাথায় ওডিকলোন্ ঢালিয়া তার মাথায় হাত চাপড়াইতে চাপড়াইতে কল্লোল বলিল—তুমি ঘুমোও শিপ্রা। এইখানেই আমি থাকবো··বাড়ী যাবো না··তোমাকে কথা দিচ্ছি।

২৩

পরের দিন। সকালে চায়ের টেবিলে ক'জনে কথা হইতেছিল। কল্লোল, শিপ্রা আর মার্থা।

মার্থা বলিল,—আমার মনে হচ্ছে, ম্যালেরিয়া। চিকিৎসাও যা চলছিল তা ঐ ম্যালেরিয়ার।

শিপ্রা বলিল,—আপনার অসীম দয়া! ডাকবামাত্র এসেছেন, সারা রাত রোগীকে নিয়ে আছেন!···আমরা আপনার লোক···ভয়েই অস্থির! সেবা করবার সামর্থ্য নেই।

মৃদু হাস্যে মার্থা বলিল,—রোগীর সেবা করতে হলে মনকে শক্ত করা

দরকার। আপনি স্ত্রী···স্বামীর অসুখে স্ত্রীরা ভয়ে ভেঙ্গে পড়েন! বিশেষ আপনাদের বাঙালীর ঘরে। স্বামীকে নিয়েই বাঙালী মেয়ের পৃথিবী, শুনেছি!

কথাটা শেষ করিয়া মার্থা আবার হাসিল। কল্লোল বলিল,—ভুল, মার্থা! স্বামীর অসুখে বাঙালী স্ত্রী যে-সেবা করে দেখলে তুমি আশ্চর্য্য হয়ে যাবে! সে-সেবার কাজে আহার-নিদ্রার সম্বন্ধে স্ত্রীর চেতনা থাকে না!

মার্থা বলিল,—চেতনা না থাকা স্বাভাবিক!···আমি তো বলেছি, বাঙালী স্ত্রীর অস্তিত্বই তার স্বামীকে নিয়ে।

কল্লোল বলিল,—নাই বা তার তারিফ করলে মার্থা! স্বামীকে সর্ব্বস্ব করার ফলে বাঙালী স্ত্রীকে যে-পীড়ন যে-অপমান সহ্য করতে হয়, তার তুমি কিছুই জানো না! স্ত্রীর এই অস্তিত্ব-বিলোপের সুযোগ পেয়ে বাঙলী স্বামীর দল কতখানি বর্ব্বর হয়ে ওঠে···স্ত্রীকে একেবারে নিঃস্ব করে দ্যায়!

মার্থা বলিল,—স্বামীদের ও nature···স্বভাব! সব দেশে সব জাতের স্বামীই ভাবে, স্বামী নারীর ভাগ্য-বিধাতা! মানব-জাতির ইতিহাসের পাতা খুললে তার প্রতি পাতায় এই কথাই লেখা দেখবে।

হাসিয়া কল্লোল বলিল, —Beauty and the beast!

প্রাতরাশ শেষ হইলে মার্থা বলিল,—আমায় একবার যেতে হবে। অনুমতি চাইছি···

শিপ্রা একান্ত মনে কি ভাবিতেছিল। মার্থার কথায় চমক ভাঙ্গিল বলিল,—আপনি চলে যাবেন?

মার্থা বলিল,—উপায় নেই মিসেস্ চৌধুরী! তিন-চার ঘণ্টার জন্য যাচ্ছি। তার পর···

শিপ্রা বলিল,—টাকায় যদি আপনার পরিশ্রমের হিসাব কষা যায়…

বাধা দিয়া মার্থা বলিল,—ও নো! টাকাকে তেমন শিরোধার্য্য করতে পারিনি আমি…আপনার বন্ধু কল্লোল রায় জানেন! টাকা-পয়সার কথা নয়। আমার একটি নার্শিং হোম আছে…তার কাজ-কর্ম্ম আমি নিজে না দেখলে চলে না। সেখানে এমন দু'-চারটি রোগী আছেন, যাঁদের দেখা দরকার।…এখানে ভয় নেই! তবু কর্ণেল গাঙ্গুলি আছেন রেঙ্গুনে… সিভিল সার্জ্জন ছিলেন।…রিটায়ার করে এইখানেই প্রাকটীশ করছেন। যদি বলেন, তাহলে তাঁকে আজ একবার কনশাল্‌টেশনের জন্য আনি।

শিপ্রা বলিল,—আপনি যদি মনে করেন, আনবেন!

মার্থা উঠিল, বলিল,—He is ill more in the spirit… আচ্ছা, এখন তাহলে আসি…

মার্থা চলিয়া গেল।

টেবিলের সামনে কল্লোল আর শিপ্রা…কাহারো মুখে কথা নাই!

বাহিরে সারা সহর আবার কর্ম্ম-উদ্দীপনায় মাতিয়া উঠিতেছে…

রোগীর কাছে ছিল মার্থা…কল্লোল শিপ্রার কাছে…শিপ্রার মনের উপর হইতে ভারী পাথরখানা সরিয়া গিয়াছিল!

মার্থা চলিয়া গেলে সে-পাথরখানাকে আবার কে যেন বুকের উপরে ধীরে ধীরে চাপিয়া ধরিতেছে…

কল্লোল বলিল—আমিও এবার আসি, শিপ্রা…

শিপ্রা চাহিল কল্লোলের পানে…মুখে কথা ফুটিল না।

কল্লোল হাসিল, কহিল—শুনলে তো…ম্যালেরিয়া। কোনো ভয় নেই! মার্থা খুব ভালো…honest and capable…কাজেই আশা করি, সুস্থ স্বামীকে নিয়ে অচিরে তুমি তোমার প্যারাডাইসে ফিরে যেতে পারবে!

কথাগুলা শিপ্রার মনকে যেন তীক্ষ্ণ অস্ত্রের মতো বিঁধিল!

কল্লোল বলিল—চুপ করে মুখের পানে চেয়ে আছো যে!··· কথা কও।

শিপ্রা বলিল—কি কথা কবো?

কল্লোল বলিল—বিদায়-বাণী···

শিপ্রা বলিল,—কোথায় যাবেন?

—জানি না। বলেছি তো আমি একটা অভিশাপ···দুর্গ্রহ! নিজের জীবনকেই শুধু বিষাক্ত করি, তা নয়! আমার কাছে যারা এসেছে, যারা আসে···

কথাটা শেষ না করিয়াই কল্লোল চাহিল শিপ্রার পানে···শিপ্রা তার পানে চাহিয়াছিল···যেন কল্লোলের মনের ভিতরটা শিপ্রা দেখিতে চায়, চোখে তার এমনি প্রখর দৃষ্টি!

কল্লোল বলিল—নয়?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া শিপ্রা বলিল—আপনি যান্।··আপনাকে ধরে রাখবো এমন দাবী আমার নেই!···কর্ম্মফল বলে একটা কথা শুনে আসছি···আগে মানতুম না। এখন মানি।

এ-কথা বলিয়া শিপ্রা উঠিয়া নিজের ঘরে গেল।

কল্লোল উঠিয়া দাঁড়াইয়া রহিল···প্রায় পাঁচ মিনিট। তার পর নিঃশব্দে সে-ও বাহির হইয়া পথে আসিল।

পথে আসিয়া মনে হইল, এখানে আর নয়! ডেরা তুলিয়া টু ফ্রেশ্ ফাল্ডস্ এ্যাণ্ড প্যাশ্চার্স নিউ!

লগেজ পড়িয়া আছে অনাদির ওখানে। কল্লোল আসিল সোজা অনাদির গৃহে।

সামনে অনাদির সঙ্গে দেখা। অনাদি বলিল,—ব্যাপার কি, কল্লোল?

—ব্যাপার ? কল্লোলের কথায় অনেকখানি বিস্ময় !

অনাদি বলিল—তুমি লগেজ বাঁধছো, গঙ্গা লগেজ বাঁধছে, দু'জনে কোথায় যাবে, ঠিক করেছো ?

গঙ্গা লগেজ বাঁধিতেছে ? কল্লোলের বিস্ময় হইল !

কল্লোল বলিল—কিন্তু গঙ্গাকে সঙ্গে নিযে আমি কোথাও যাবার সঙ্কল্প করিনি তো !

অনাদি বলিল—তার মানে ?

মৃদু হাস্যে কল্লোল বলিল—কারণ পথের বিধি সম্বন্ধে আমি শাস্ত্র মানি। শাস্ত্র বলেছে, পথে নারী বিবর্জ্জিতা।

কাছেই কোথায় দয়াময়ী ছিল, বলিল—গঙ্গা যে বললে উনি এখানে থাকবেন না !

কল্লোল বলিল,—আমি থাকবো না, সে কথা সত্য ! কিন্তু আমি ভগীরথের মতো পুণ্য করিনি যে গঙ্গাকে ল্যাংবোট করে সঙ্গে নিয়ে যাবো !

দয়ামরী বলিল—কিন্তু এখানে না থাকবার কারণ ? কষ্ট হচ্ছে ?

কল্লোল চাহিল দয়ামযীর পানে; বলিল—কষ্ট নয়। এ আমার ব্যাধি ! এক-জায়গায় বেশী দিন কেমন থাকতে পারি না।

—কোথায় যাবেন ?

—জানি না।···বেরুবার সময় কোনো দিন আমার ঠিক থাকে না কোথায় যাবো !

দয়ামরী ভ্রূকুটি করিল, বলিল—যদি যাবেন, তাহলে একলাই বা যাবেন কেন ? গঙ্গাকে তো জানেন, ও-বেচারী আপনার উপর···

কথা শেষ হইল না। গঙ্গা আসিয়া দেখা দিল ঠিক নাট্যমঞ্চে পার্ট-মুখস্থ-করা অভিনেত্রীর মতো ! আসিয়া দয়াময়ীর কথার মাঝখানেই সে

বলিল—গঙ্গার জন্য কারো দুশ্চিন্তার দরকার নেই দিদি। উনি যদি যেখানে খুশী যেতে পারেন, গঙ্গাই বা কেন তা পারবে না?

দয়াময়ীর চোখদু'টো যেন ঠিকরিয়া বাহির হইবে! দয়াময়ীর বিস্ময়ের সীমা নাই! এরা পাগল হইয়াছে? না, জীবনটাকে পাইয়াছে থিয়েটারের ষ্টেজ···লক্ষ্মীছাড়া নাটকের পাত্র-পাত্রীর মতো যেমন খুশী কথা বলিয়া চমক লাগাইয়া দিবে?

গঙ্গার পানে চাহিয়া দয়াময়ী বলিল—তুমিও তো কোথায় চলেছো, বললে!···কোথায় যাচ্ছো, শুনি?

গঙ্গা বলিল—এত-বড় পৃথিবীতে যাবার জায়গার অভাব আছে?

—কিন্তু কল্লোল বাবুর সঙ্গে তুমি যাচ্ছো না তো?

—না·

এ-কথায় অবাক্ হইয়া দয়াময়ী খানিকক্ষণ গঙ্গার পানে চাহিয়া রহিল, তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—দাঁড়িয়ে তোমাদের নাটক বোঝবার সময় আমার নেই। উনুন জ্বলেছে। ছেলেদুটোর আবার এগ্‌জামিন আছে। যা ভালো বোঝো, করো!

দয়াময়ী চলিয়া যাইতেছিল···যাইতে যাইতে চকিতের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া বলিয়া গেল—যদি থাকবে না, কেন মিথ্যে মায়ায় জড়িয়ে ছিলে, বুঝি না!

কথার সঙ্গে যেন ষ্টেজ ছাড়িয়া উইংসের আড়ালে দয়াময়ী অদৃশ্য হইয়া গেল।

অনাদি ডাকিল,—গঙ্গা···

গঙ্গা বলিল—বলুন···

অনাদি বলিল—কল্লোল আবার আগেকার মতো রাস্কেল হয়ে উঠেছে! ও কি ভেবেছে, বুঝি না! তা বলে···

কল্লোল বলিল—তা বলে কি ? বলো···

কল্লোলের পানে চাহিয়া অনাদি বলিল—নিজেকে এত বড় ভাবো যে ছনিয়ায় কারো পানে চাইবে না কখনো ! আমিও শুকদেব গোস্বামী নই বা বশিষ্ঠদেব নই, তবু তুমি এমন লক্ষ্মীছাড়া হয়ে চারিধারে সারা জীবন আগুন জ্বেলে বেড়াবে, এ দেখে আমার মনে হয় ··

অনাদির চোখের দৃষ্টিতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ···দেখিয়া কল্লোল বলিল—You kill me !

অনাদি রাগ করিল, বলিল—তা যদি করি, তাহলে তোমার এবং অনেকের বোধ হয় উপকার হয় ! কিন্তু তোমার সঙ্গে এ-বাদানুবাদে লাভ নেই !···শুধু পাশ করবার জন্য কতকগুলো বই পড়েছিলে ··যা পড়েছো, তা থেকে নিজেকে চালাবার মতো বুদ্ধি বা শক্তির কণাও তুমি পাওনি !

কল্লোল বলিল—Incorrigible···অথবা বলতে পারো, পাথর ! ঘা মারলে ভেঙ্গে যাবে, তবু নরম হবে না !

কথাটা বলিয়া কল্লোল নিজের ঘরে চলিয়া গেল। অনাদি চাহিল গঙ্গার পানে, বলিল—জিনিষ-পত্র সব নিয়ে যাচ্ছে ?

গঙ্গা বলিল—জানি না।

অনাদি বলিল—এ বাড়ীতে এলো···সখ্ করে জিনিষ-পত্র কিনলো··· ভাবলুম, তোমার মতো পরশমণির কৃপায় হয়তো থিতু হয়ে বাস করবে ! তা নয় !···ও কি ভেবেছে ?

এ সব কথায় ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া গঙ্গা বলিল—দিদির সঙ্গে একটু দরকার আছে···

গঙ্গা চলিয়া যাইতেছিল, অনাদি আবার ডাকিল—গঙ্গা···

গঙ্গা চাহিল অনাদির পানে। অনাদি লক্ষ্য করিল গঙ্গার মুখ মলিন ! তার মমতা হইল।

অনাদি বলিল—কোথায় ও যাবে? তোমার কাছে আবার ওকে আসতে হবে, দেখে নিয়ো।

মুখে মলিন হাসি·· গঙ্গা বলিল—আপনি পাগল হয়েছেন! জীবনকে বঙ্কিমবাবুর 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ভাবেন? ভ্রমর বলেছিল গোবিন্দলালকে, তুমি আবার আসবে!···সত্যিকার জীবনে কিন্তু··যে যায়, সে আর আসে না!

কথাটা বলিয়া গঙ্গা চলিয়া গেল।

অনাদি গুম্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল! মাথার মধ্যে একরাশ চিন্তা সরীসৃপের মতো কিলবিল করিতে লাগিল···মানুষ লক্ষ্মীছাড়া হয়, বওয়াটে হয়, সত্য! তা বলিয়া এমন···

দয়াময়ী ছাড়িল না, কল্লোলকে বলিল—যাবেন যদি, না খেয়ে যাওয়া হবে না। গেরস্ত-ঘর···ছেলেপিলে নিয়ে বাস করি, অকল্যাণ হবে।

অগত্যা···

খাওয়া-দাওয়া সারিতে বেলা বারোটা বাজিয়া গেল। গঙ্গাকে দয়াময়ী অনেকবার উপদেশ দিল, বলিল—নরম নয়···বেশ একটু দজ্জাল-মূর্ত্তিতে দাঁড়া···দাঁড়িয়ে ওকে দু'কথা শুনিয়ে দে গঙ্গা···

গঙ্গা নিঃশব্দে এ-কথা শুনিল···কোনো জবাব দিল না। কল্লোলের ত্রিসীমা মাড়াইল না।

ওদিকে কুলি ডাকিয়া তার মাথায় একটা সুটকেশ ও বিছানার বাণ্ডিল চাপাইয়া কল্লোল বাহির হইল। বাহির হইবার সময় দয়াময়ীকে বলিল—রাগ করবেন না···আপনি হলেন দয়াময়ী! আমার মনের পরিচয় তো জানেন না! হয়তো আবার আসবো···সে-দিন যেন এই রাগ মনে রেখে আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না!

দয়াময়ী দাঁড়াইল না···কল্লোলের পানে চাহিয়া তার উপর খানিকটা দৃষ্টির আগুন বর্ষণ করিয়া চলিয়া গেল।

তার পর ডাকিল—গঙ্গা···

গঙ্গার সাড়া মিলিল না। সে-ডাকে আবার আসিল দয়াময়ী। বলিল—গঙ্গা চলে গেছে।

সবিস্ময়ে অনাদি ও কল্লোল সমস্বরে বলিল—চলে গেছে?

—হ্যাঁ···মেয়ে-মানুষকে তোমরা এত অধম ভেবেছো যে খেয়ালমতো তাকে মাথায় তুলবে, আবার খেয়ালমতো পায়ে মাড়াবে!···তোমরা অত্যন্ত পাপিষ্ঠ। আমরা মমত্ব করি, কিন্তু সে-মমত্ব পাবার যোগ্য তোমরা নও!

কথাটা বলিয়া রোষ-ভরে দয়াময়ী একগাদা কাপড়-চোপড় ও ছোট বালতি লইয়া নদীর দিকে গেল।

অনাদি হতভম্ব! কল্লোলও তাই! তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কল্লোল বলিল—কাব্যে পড়েছিলুম, কেন্দ্রচ্যুত উল্কা···আমার জীবন ঠিক তাই!···আসি···

অনাদির মুখে কথা নাই। সে নিশ্চেতন, নিস্পন্দ···তার পলকহীন দৃষ্টি-পথ হইতে কল্লোল ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়া গেল!

২৪

বাহির হইয়া কল্লোল আসিল রেলোয়ে-ষ্টেশনে। টিকিট কিনিবে বলিয়া থার্ড-ক্লাশ বুকিংয়ের সামনে গিয়া দাঁড়াইল। মন বলিতেছিল, শিপ্রা সেখানে বিপন্ন! মনকে তখনি ভর্ৎসনা করিল, করিয়া বলিল,—তোমার এত মাথাব্যথা কেন? সেখানে মাথা আছে। শরৎ চৌধুরীর ম্যালেরিয়া···মাথা বলিযাছে, ভয় নাই।

কিন্তু কোথাকার টিকিট কিনিবে? দ্বিধা! এমন সময় পিছন হইতে পরিচিত কণ্ঠে কে ডাকিল—কল্লোলবাবু···

কল্লোল ফিরিয়া চাহিল। দেখে, ঋষি! সেই মাথার বাড়ীর এক-তলার ভাড়াটিয়া।···

কল্লোল বলিল—কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

ঋষি বলিল···আমার মেয়ে গৌরী · তার বিয়ের ঠিক হয়েছে। পাত্রটি থাকে পিযাপনে। ভালো চাকরি করে। পয়সা-কড়ি চায়নি···মেয়ে দেখেই পছন্দ করেছে। তবে মেয়েকে নিয়ে যেতে হচ্ছে পিয়াপনে···বিয়ের জন্য বরের ছুটী মিললো না। তাই গুষ্টিবর্গকে নিয়ে সেখানে চলেছি মেযের বিয়ে দিতে।···আপনি?

কল্লোল বলিল—আমি যাচ্ছি প্রোমে। সেখানে ভালো চাকরি পেয়েছি।

ঋষি বলিল—বটে!···তার পর একদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল,—ঐ যে সকলে দাঁড়িয়ে আছে!···বলিয়া ঋষি হাসিয়া কল্লোলের পানে চাহিল।

কল্লোল দেখিল হৃষির স্ত্রীর নীরদা, ছেলেমেয়ে···তাদের মাঝখানে গৌরী···যেন একরাশ পদ্মপত্রের মাঝখানে একটি পদ্ম !

হৃষি ডাকিল—গৌরী···

গৌরী চাহিল বাপের পানে।

হৃষি বলিল—এদিকে আয়।

গৌরী আসিল।

হৃষি বলিল—কল্লোল বাবু···প্রণাম কর্। হুঁঃ, ভেবেছিলুম্ তোকে এই বাবুর হাতে দেবো ! হলো না ! ভাগ্য !

লজ্জায় কুণ্ঠিত হইয়া কল্লোলের পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ হইয়া গৌরী প্রণাম করিল। কল্লোল তার হাত ধরিয়া তাকে তুলিল, তার মাথায় হাত রাখিয়া বলিল—সুখী হও।···সেকালের সেই ছোট্ট গণ্ডীটুকু মেনেই চলো গৌরী। তাতে হাজার অসুবিধা হলেও একটা লাভ হবে এই যে অশান্তি ভোগ করবে না !···

কথাটা বলিয়া কল্লোল নিমেষে কোথায় ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল !

প্রোমের টিকিট কিন্তু কেনা হইল না। মনের মধ্যে যেন দেওয়ালির বাজি পুড়িতেছে !

একটা বেঞ্চে বসিয়া রহিল। চোখের সামনে কত জাতের যাত্রীর ভিড়···রকমারি ফেরিওয়ালা···বিরাট কলরব। এ-সবের সঙ্গে কল্লোলের যেন কোনো যোগ নাই ! সে যেন ও-জগতের জীব নয় !···ও-নাট্যমঞ্চে তার অভিনয়ের পার্ট নাই···সে শুধু দর্শক ! এবং তার চিত্র-করা চোখের সামনে দিয়া ট্রেণখানা দীর্ঘদেহ সরীসৃপের মতো সশব্দে প্ল্যাটফর্ম্ম ছাড়িয়া চলিয়া গেল !

কল্লোল নিঃশব্দে বসিয়া রহিল···

হোটেলের ঘরে শরৎ চৌধুরীর জ্বর একটু নরম পড়িয়াছে। শরৎ চোখ চাহিল।

সামনে ছিল মার্থা। মার্থাকে দেখিয়া শরৎ বলিল,—তুমি কে?

মার্থা বলিল, —আমি ডাক্তার। আমার নাম মার্থা।

শরৎ বলিল,—আমার ডাক্তার? কলকাতা থেকে আনাতে বলেছিলুম···

শরতের স্বর ক্ষীণ···তবু সে-স্বরে বিরক্তির আভাস!

মার্থা বলিল,—তিনি এখনো এসে পৌছোন্‌নি।

—এরোপ্লেনের অভাব হয়েছে? না, এরোপ্লেনের ভাড়া তিনি পাবেন না?

মার্থা কোনো জবাব দিল না।

মাথা তুলিয়া শরৎ চারিদিকে চাহিল, বলিল,—সে-লোকটা কোথায়? কল্লোল রায়?

মার্থা বলিল,—তিনি এখানে নেই।

—ও· ·শিপ্রার ঘরে? শিপ্রার সঙ্গে গল্প করছে?

—না। তিনি সকালেই চলে গেছেন···আর আসেননি।

শরৎ চৌধুরী চুপ করিয়া রহিল ··খানিক পরে বলিল,—শিপ্রা তার ওখানেই গেছেন, বোধ হয়? তার সঙ্গে?

কথায় অনেকখানি শ্লেষ!

মার্থা মেয়ে-মানুষ···এ-কথার অর্থ বুঝিল। বলিল,—না। মিসেস্‌ চৌধুরী বারান্দায় বসে আছেন।

শরৎ চৌধুরী বলিল,—হুঁ!···এখনো সে যায়নি তার বন্ধুর কাছে?

মার্থা বলিল,—তিনি যাবেন, এমন কথা আমি শুনিনি।

শরৎ চৌধুরী বলিল,—শিপ্রাকে একবার ডেকে দেবে?

উঠিয়া মার্থা গেল শিপ্রাকে ডাকিতে···শিপ্রার দেখা মিলিল না।

মুক্তি বলিল,—বৌদি খানিক আগে বেরিয়েছেন। বললেন, একটু ঘুরে আসি।

মার্থা ফিরিল শরতের ঘরে। শরৎ পাশ ফিরিয়া শুইয়াছে···দু'চোখ মুদ্রিত!

মার্থা আর ডাকিল না; মাথার শিযরে চেযার ছিল, সেই চেয়ারে বসিল।

শিপ্রা ফিরিল, বেলা তখন পাঁচটা। ফিরিয়া সে আসিল শরতের ঘরে।

শরৎ তখনো ঘুমাইতেছে। শিপ্রা নিঃশব্দে মার্থার কাছে আসিল, মৃদু স্বরে বলিল,—কেমন আছে?

—ভালো। ঘুমোচ্ছেন। জ্বর একটু কম। ডেকেছিলেন·· আমার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা কইলেন ··

—আমাকে খুঁজেছিল?

—হ্যাঁ···তার পরই ঘুমিয়ে পড়েছেন।

শিপ্রা নিঃশব্দে বাহিরেয বারান্দায আসিল। বারান্দায ছিল বেতের চেয়ার। সেই চেয়ারে বসিল।

মার্থাও আসিল।

শিপ্রা বলিল,—আমার কথা কিছু বলেছে না কি?

—কল্লোলের নাম করেছিলেন। বলছিলেন, আপনি তাঁর কাছে গেছেন!

শিপ্রা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিল মার্থার পানে···মার্থা তবে জানে? কল্লোলের নাম লইয়া শিপ্রাকে শরৎ যে-সব কথা বলে? আভাসে-ইঙ্গিতে মার্থাকেও তা বলিয়াছে?

শিপ্রার মনের মধ্যে যেন কুরুক্ষেত্র পর্ব্ব! সে কোনো কথা কহিল না। মার্থাও নির্ব্বাক্!

অনেকক্ষণ পরে মার্থা ডাকিল—মিসেস চৌধুরী ··

শিপ্রা চাহিল মার্থার পানে।

মার্থা বলিল,—আপনি সুখী নন্, বুঝেছি। আমাকে ক্ষমা করবেন, এ-কথা বলা আমার অনধিকার-চর্চ্চা···

শিপ্রা বলিল—না, না, আপনি ঠিক কথা বলছেন। ঐশ্বর্য্যে পুরুষ-মানুষ সুখী হয়, মেয়ে-মানুষ হয় না।

মার্থা বলিল—কল্লোলের সঙ্গে আপনার অনেক দিনের বন্ধুত্ব?

—হ্যাঁ।

—তিনি কেমন লোক?

শিপ্রা বলিল—ভালো নয়! তবে আমার সঙ্গে তার একটু তফাৎ আছে—like me he never meant to be bad.

এ কথায় মার্থার বিস্ময়ের সীমা নাই! মার্থা চাহিল শিপ্রার পানে···বলিল,—কিন্তু শুনেছি, উনি এই বর্ম্মায় বিবাহ করেছেন··· বর্ম্মীজ স্ত্রী···

শিপ্রা বলিল,—জানি। কল্লোলবাবু ভেবেছিলেন, বিয়ে করে জীবনে নূতন অধ্যায় সুরু করবেন···এইখানেই থাকবেন! ভেবেছিলেন আমার সঙ্গে জীবনে আর কখনো দেখা হবে না!

মার্থা বলিল—He was a very old friend?

শিপ্রা চাহিল আকাশের পানে···একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—My only friend and very old ··অদৃষ্ট, ভগবান্···এ-সব আমি কোনো দিন মানিনি মার্থা! এখন দেখছি, দু'জনে এখানে আবার হঠাৎ দেখা হলো! ইচ্ছা করলে মানুষ তার ভাগ্যকে বদলাতে পারে না দেখছি!

যে-পথে মন চলেছে, সে-পথ ত্যাগ করে অন্য পথে চলবে···এ-কথা যারা বলেন, তারা নির্ব্বোধ !

মার্থা বলিল—কিন্তু যত বই পড়ি···

বাধা দিয়া মার্থা বলিল—বইয়ে সত্য কথা লেখা থাকে না ! নিজেদের জ্ঞানী, পণ্ডিত, ফিলজফার বলে প্রচার করবে বলে লেখকের দল মানুষের পরিবর্ত্তনের কথা লিখে নভেল-নাটক শেষ করে। ও-সব রূপকথা বিশ্বাস করো না···ও সব কথা ধাপ্পা···idle talks।

মার্থা বলিল—কিন্তু···

শিপ্রা বলিল—মনকে মানুষ তবু ফেরাবার চেষ্টা করে···এ-কথা আমি মানি। কিন্তু এত রকম জটিল ব্যাপার পৃথিবীতে আছে !···তোমায় আমি বোঝাতে পারবো না মার্থা···কোনো মতে নিজেকে আমি ঠিক করে নেবো বলে' প্রাণপণে চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমার এই স্বামী···তুমি বুঝবে না, চিরদিন উনি আমাকে আঘাত করেছেন, চিরদিন অপমান করেছেন ! মনকে ফেরাতে গেছি ··উনি ফিরতে দেননি ! ওঁর দিকে মনকে উন্মুখ করেছি নিজেকে অসহায় নিরুপায় ভেবে···কিন্তু সে-মনকে চিরদিন উনি বিদ্রূপ করে ফিরিয়ে দেছেন !···স্বামী বলে উনি···

শিপ্রার কণ্ঠ উত্তেজনায় ভরিয়া উঠিয়াছে, মার্থা লক্ষ্য করিল ! লক্ষ্য করিয়া মার্থা বলিল—আমি জানি মিসেস চৌধুরী, আমি বুঝি ! আমিও একদিন খুব বেশী আঘাত পেয়েছি···ভালোবাসার উপর কি শ্রদ্ধা, কি বিশ্বাস না ছিল ! কিন্তু আঘাত পেয়ে বুঝেছি, মেয়ে-মানুষের ভালোবাসা কোনো দিন সার্থক হবার নয় ! পুরুষ-মানুষ তার স্বার্থ নিয়ে এত বেশী মেতে থাকে যে আমাদের ওরা মানুষ বলে স্বীকার করে না ! যথন দায়ে ঠেকে, তখন এসে পায়ের কাছে দাঁড়ায়···কৃতাঞ্জলি-পুটে ! না হলে···

কথা শেষ হইল না, মুক্তি আসিল। বলিল—বিষ্ণু এসেছে বৌদি···

শিপ্রার চমক ভাঙ্গিল। শিপ্রা বলিল—বিষ্ণু কোথায় ?

—তোমার ঘরের সামনে।

শিপ্রা বলিল—যাচ্ছি।

শিপ্রা আসিল, প্রশ্ন করিল—কি কথা বিষ্ণু ?

বিষ্ণু বলিল—কলকাতা থেকে একজন বাঙালী সাহেব এসেছেন। কার্ড দেছেন। বললেন, জরুরি দরকার।

—তুমি বলেছো, বাবুর অসুখ ?

—বলেছি। তাতে বললেন তোমাদের মেম-সাহেবের সঙ্গে দেখা করবো।

কার্ডখানা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া শিপ্রা দেখিল। কার্ডে ইংরেজীতে নাম লেখা

পী, ব্যানার্জী বার-এ্যাট্-ল

শিপ্রা ভ্রূ কুঞ্চিত করিল, বলিল—কোথায় সে সাহেব ?

—ড্রয়িং-রুমে।

শিপ্রা আসিল ড্রয়িং-রুমে। মধ্য-বয়সী একজন বাঙালী সাহেব বসিয়া আছেন। মুখে মোটা সিগার।

শিপ্রাকে দেখিবামাত্র বাঙালী-সাহেব উঠিয়া অভিবাদন জানাইলেন, বলিলেন—গুড্ আফ্টারনুন্ মিসেস চৌধুরী···

প্রত্যভিবাদন সারিয়া শিপ্রা বলিল—আপনি মিষ্টার চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে চান ?

—হ্যাঁ। কিন্তু শুনলুম, মিষ্টার চৌধুরীর খুব অসুখ! আমার কাজ খুব জরুরি···তাই আপনাকে বিরক্ত করতে হলো। ক্ষমা করবেন।

শিপ্রা বলিল—কি প্রয়োজন, বলুন!

বাঙালী সাহেব বলিলেন—আমার নামে পী ব্যানার্জী ··অর্থাৎ প্রসন্ন ব্যানার্জী। মানে, গুণেন রায় আছেন মিষ্টার চৌধুরীর পার্টনার। তাঁর তরফ থেকে ফার্ম্ম সম্বন্ধে কলকাতার হাইকোর্টে নালিশ হয়েছে···মিষ্টার চৌধুরী ডিফেন্‌ডাণ্ট। তাঁরা বলছেন, মিষ্টার চৌধুরী না কি ফার্ম্মের বহু টাকা নষ্ট করেছেন। তাঁরা না পাচ্ছেন টাকা, না পাচ্ছেন খাতাপত্র দেখতে। কোর্ট থেকে আমি রিসিভার এ্যাপয়েণ্ট হয়েছি।···এখানে আমি এসেছি, মানে, আপোষে যদি একটা মীমাংসা হয়! নাহলে ওঁরা ক্রিমিনাল কেশও করতে পারেন। বর্ম্মার অফিস থেকে কাগজ-পত্র সব আমি পেয়েছি।

শিপ্রা বলিল—আমাকে এ-সব কথা বলা মিথ্যা! কারবার সম্বন্ধে কোনো কথা আমি জানি না। এবং মিষ্টার চৌধুরীর এত বেশী অসুখ যে এ-সময়ে এ-সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে কোনো কথা হতে পারে না।··আপনি ইচ্ছা করলে স্বচক্ষে তাঁকে দেখতে পারেন···তাঁর এ্যাটেনডিং ফিজিশিয়ান্‌ও এখানে আছেন।

ব্যারিষ্টার ব্যানার্জী একটা নিশ্বাস ফেলিলেন, ফেলিয়া বলিলেন—এক্সকিউজ মী মিসেস চৌধুরী···কোর্টের কাজ করতে এসেছি বলে আমি মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিইনি! মিষ্টার চৌধুরীর এমন অসুখ, জানা ছিল না। আই প্রে, উনি শীঘ্র সুস্থ হোন! আমি এখানে ওয়েট করবো তাঁর জন্য। আমি চাই কোর্টে জম-জমাট্ কিছু হবার আগে আপোষে সব মিটে যায়!

শিপ্রা বলিল—আপনাকে ধন্যবাদ!

ব্যানার্জী সাহেব বলিলেন—আপনাকে তাহলে আর বিরক্ত করবো না। আমি উঠি। গুড্ বাই···

ব্যানার্জী বসিলেন না।

ব্যানার্জী চলিযা গেলে শিপ্রা আবার আসিল বারান্দায় মার্থার কাছে।

মার্থা বলিল—ক্যালকাটা ফ্রেণ্ড?

শিপ্রা বলিল—না, ব্যারিষ্টার। এঁদের কারবার নিয়ে সেখানে হাইকোর্টে কি মকদ্দমা হয়েছে। সেই মামলার ব্যাপারে উনি এসেছেন মিষ্টার চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে।

মার্থার দুই চোখ যেন কপালে উঠিল! মার্থা বলিল—বাট বাই নো মীন্স হী শুড্ বী উয়োরিড।

শিপ্রা বলিল—ভদ্র আছেন। উনিও বললেন, এখন এ কথা হতে পারে না। হী উইল্ ওয়েট···

মার্থা বলিল—এবার একটু ঘুরে আসি। আমার সেই হোম্ ডিউটি। আবার আসবো।

মার্থার মুখে স্নিগ্ধ হাসি···ও-হাসিতে শিপ্রা কি দেখিল···আবেগে সে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। বলিল—একটা কথা ছিল···

মার্থা বলিল—রাত্রে এখানে আসবো। মিষ্টার চৌধুরী ভালোই থাকবেন··রাত্রে সে-কথা শুন্‌বো···ইউ আর সো সুইট্··

শিপ্রা বলিল—এ্যাণ্ড ইউ আর ওয়ান্ডারফুল! কিন্তু সে কথা নয়। মানে···

কথার সঙ্গে সঙ্গে শিপ্রা হাত হইতে ব্রেশলেট খুলিল। খুলিয়া বলিল—তোমার নার্সিং হোমে আমার খুব সিম্প্যাথি···তারি সামান্য নিদর্শন এই ব্রেশলেট তোমাকে নিতে হবে।

মার্থা চমকিয়া উঠিল···দু' পা সরিয়া গিয়া বলিল—O my···নো, নো, নো মিসেস্ চৌধুরী!

মার্থার হাত ধরিয়া শিপ্রা বলিল—না নিলে আমার দুঃখের সীমা

থাকবে না। প্লীজ মার্থা···এর দামে তোমার একজন রোগীও যদি সামান্ত কম্‌ফর্টস্‌ পায়, আমার আনন্দ হবে।

শিপ্রার ছু' চোখের দৃষ্টিতে কি আকুতি!

এ দান মার্থা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। বলিল—দাও তবে···

আবেগ-ভরে ব্রেশলেট বুকে চাপিয়া মার্থা চক্ষু মুদিল। এই হীরা-পান্নার বদলে সে পাইবে নূতন এক্সরে যন্ত্র···অপারেশন্‌ টেব্‌ল্‌···মেশিন···

মার্থার ছু'চোখে উজ্জ্বল দীপ্তি!

শিপ্রা নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া···একাগ্র দৃষ্টি মার্থার মুখে নিবদ্ধ। তার মন বলিতেছিল, নৈরাশ্য ভোগ করিযাও মার্থা আজ কি-সুখে সুখী! ভাগ্যবতী মার্থা!

২৫

বসিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক সময় কল্লোলের খেয়াল হইল, ঘটা করিয়া সকলের কাছে বিদায় লইয়া আসিয়া এমন চুপচাপ বসিয়া আছে সে কি বলিয়া? জীবনে নাটকের অনেক পালা অভিনয় করিয়াছে! এখনো সে-অভিনয়ের বিরাম হইবে না?

সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল সে যা করিযা বেড়াইতেছে, নিছক সৌখীন বিলাস ছাড়া তা আর কিছু নয়! জীবনে কোনো দায়িত্ব নাই···যখন যেমন খেয়াল!··গল্পে-উপন্যাসে এমনি রোমান্স-বিলাস দেখা যায়।···যে-সব কথা বলিয়া বিদায় লইয়াছে, সে কথাগুলাও গল্প-উপন্যাস হইতে চুরি! মা-শী, গঙ্গা···তারা যেন মানুষ নয়··তাদের দেহ-মন যেন দেহ-মন নয়! কল্লোল যেন তাদের ভাগ্য-বিধাতা! কল্লোলকে তারা

চায় এবং নাটকের শেষ-পাতায় মামুলি-বচন আওড়াইয়া কল্লোল যেন বিরাট কীর্ত্তি করিয়া চলিয়া আসিয়াছে!

চমৎকার!

গল্প-উপন্যাসের সমাপ্তি এমনি ভাবে ঘটিলে পাঠক-পাঠিকা রুদ্ধ-নিশ্বাসে স্তম্ভিত হইয়া থাকে! কিন্তু সত্যকার জীবনে এ-সব খেয়ালের শেষ এমন করিয়া হইতে পারে না! এ-খেয়ালের জের টানিয়া সারা জীবন

হাতে পয়সা আছে। সে-জন্য ক্ষুধা-পিপাসার যাতনা ভোগ করিতে হয় না···রোমান্স করিয়া বেড়াইতেছে!

মন বলিতে লাগিল, সুখ আর আরাম খুঁজিয়া বেড়াইতেছ, সে সুখ আর আরাম কি শুধু এই নারী-মৃগয়ায়? ইহারি জন্য কি মনুষ্য-জন্ম?

প্ল্যাটফর্ম্মের দিকে চোখ পড়িল। কিছুক্ষণ আগে যে প্ল্যাটফর্ম্ম জন বিরল ছিল, সে প্ল্যাটফর্ম্মে আবার এখন লোকের পর লোক আসিয়া জমিতেছে। কুলির ছুটাছুটি··যাত্রীদের কলরব। প্ল্যাটফর্ম্ম চকিতে আবার সজীব হইয়া উঠিয়াছে।

কে যেন ঘাড় ধরিয়া কল্লোলকে তুলিয়া দিল। কল্লোল চলিল টিকিট-ঘরের সামনে। একজন বাঙালী ভদ্রলোক টিকিট চাহিলেন— মান্দালে···

কল্লোল পার্শ বাহির করিল এবং সে-ভদ্রলোকের টিকিট কেনা হইলে নোট দিয়া সে-ও টিকিট চাহিল,—একখানা থার্ড ক্লাশ···মান্দালে।

বুকিং-ক্লার্ক টিকিট দিল। কল্লোল টিকিটখানা হাতে লইয়া দেখিল, মান্দালের টিকিট।

এখন···

প্ল্যাটফর্ম্মে গাড়ী ইন্ হইযাছে। জনস্রোতে গা ভাসাইয়া কল্লোল তার মালপত্র-সমেত আসিয়া থার্ড ক্লাশের একখানা কামরা অধিকার করিয়া বসিল।···

মাঝে মাঝে মনে হইতেছিল, স্বপ্ন দেখিতেছে না তো? তখনি আবার চেতনা জাগে···না, স্বপ্ন নয়!

বাঁশী বাজাইয়া ট্রেণ প্ল্যাটফর্ম্ম ছাড়িয়া চলিল। কল্লোল চাহিল বাহিরের দিকে। বৈকালের পড়ন্ত রৌদ্রে বহিঃপ্রকৃতি শ্রান্তিভারে সমাচ্ছন্ন।

হঠাৎ মনে হইল, ট্রেণ চলিয়াছে এবং সেই ট্রেণের কামরায বসিযা সে চলিয়াছে মান্দালে। ট্রেণের এ-যাত্রায় লক্ষ্য আছে···যাত্রা-শেষে কি করিবে, তাও তার অজানা নয়। কল্লোলের কিন্তু কোনো লক্ষ্য নাই! না আছে চলার লক্ষ্য! যাত্রার অবসানে কি করিবে না, তাহার লক্ষ্য!

কিন্তু এমন এক কথা লইয়া আর কত ভাবিবে? আর চিন্তা নয়। মান্দালে চলিয়াছে···দেখা যাক, সেখানে···নূতন জীবন! কবির গান মনে পড়িল। আপন-মনে গুণ-গুণ করিয়া কল্লোল গাহিতে লাগিল

এসো গো নূতন জীবন
এসো গো কঠোর নিঠুর নীরব,
এসো গো ভীষণ শোভন!
এসো অপ্রিয় বিরস তিক্ত,
এসো গো অশ্রু-সলিল-সিক্ত
এসো গো ভূষণ-বিহীন, রিক্ত
এসো গো চিত্ত-পাবন।

মনের গহনে অস্ফুটে সমুত্থিত এ-গান কখন্ আবেগের আতিশয্যে কণ্ঠে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, কল্লোলের খেয়াল ছিল না! হঠাৎ যখন গাহিতেছে

থাক্ বেণু-বীণা মালতী-মালিকা,
পূর্ণিমা-নিশি, মায়া-কুহেলিকা,
এসো গো প্রখর হোমানল-শিখা
হৃদয়-শোণিত প্রাশন!

তখন খেয়াল হইল, ট্রেণ একটা জংশন-ষ্টেশনে থামিয়াছে! প্ল্যাটফর্ম্মে বিপুল কলরব এবং তার সামনে প্রবীণ এক ভদ্রলোক বসিয়া বিমুগ্ধ নয়নে কল্লোলের পানে চাহিয়া আছেন!

সারা দেহ-মনে কেমন ধাক্কা লাগিল! কল্লোল গান থামাইল।

সামনের ভদ্রলোকটি বলিলেন—চমৎকার! বাঃ!······থামলেন কেন?

কল্লোল কোন জবাব দিল না, ভদ্রলোকের পানে চাহিয়া রহিল। চোখ মেলিয়া চাহিয়া সে যেন উপলব্ধি করিতে চায়, এখনো মনে স্বপ্নের লীলা চলিয়াছে কি না!

ভদ্রলোক বলিলেন—রবীন্দ্রনাথের গান?

কল্লোল বলিল—হ্যাঁ।

ভদ্রলোক বলিলেন—আমাদের মনের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা···কি গভীর ভাবেই তিনি উপলব্ধি করেছেন। আর উপলব্ধি করে' এমন অমর ভাষায়-ছন্দে তা গেঁথেছেন!

কথার শেষে ভদ্রলোক একটা নিশ্বাস ফেলিলেন।

কল্লোলের চোখে বিস্মিত দৃষ্টি! সে-দৃষ্টি ভদ্রলোকের মুখে নিবদ্ধ!

ভদ্রলোক বলিলেন—আপনি কোথায় চলেছেন ?

কল্লোল বলিল—মান্দালে।

—ও···বাঃ! আমিও চলেছি মান্দালে। সেখানে আমি থাকি।··· মান্দালের কোথায় আপনার থাকা হয় ?

কল্লোল বলিল—মান্দালেতে আমি থাকি না। বেড়াতে চলেছি।

—বটে! তাহলে চলুন, আমার ওখানে উঠবেন। আপনার কোনো অসুবিধা হবে না। আমি একা থাকি।···চাকর-বাকর আছে। একটা কারবার খুলে বসেছি। চলছে!···কিন্তু এত রকমের দুর্গ্রহ! যাক্, আমার সে-দুঃখ আমারি আছে!

ঘণ্টা পড়িল। বাঁশী বাজাইয়া ট্রেণ আবার চলিতে সুরু করিল।

ভদ্রলোক বলিলেন—আর একখানা গান হোক্ মশায়। আপনার গলাটি বেশ···তার উপর রবীন্দ্রনাথের গান···সোনায় সোহাগা!

কল্লোলের বিস্ময়ের সীমা নাই! ভদ্রলোক বলিলেন, কারবার করেন! সে-কারবার আবার এই বর্ম্মা-মুল্লুকে তার উপর থার্ড-ক্লাশ কামরার যাত্রী! অথচ রবীন্দ্রনাথের গানের উপর এমন অনুরাগ!···

কল্লোল বলিল—আপনার কিসের কারবার ?

—কাঠের।

কল্লোল বলিল··কাঠের কারবার করেন! নীরস শুক্‌নো কাঠ! অথচ গান ভালো বাসেন···এবং রবীন্দ্রনাথের গান!

হাসিয়া ভদ্রলোক বলিলেন—কাঠের কারবার করলেও মনে এক দিন রসের কারবার ছিল মশায়। তাছাড়া কঠিন কাঠেও কবিত্ব আছে। জানেন না সেই রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার কাহিনী? কোন

বৈয়াকরণিক এই কাঠকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন—শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে। কবি কিন্তু ও-কথা বলেন্‌নি! তিনি বলেছিলেন, নীরস তরুবরো পুরতো ভাতি!

ভদ্রলোকের নাম দ্বিজনাথ ভাদুড়ী। মান্দালের কাছাকাছি একটা ষ্টেশনে ষ্টেশন-মাষ্টার আসিয়া ভদ্রলোককে খাতির করিল। মান্দালেয় ভদ্রলোকের মস্ত কারবার।

ষ্টেশনে ভদ্রলোকের ভক্স-অল্ গাড়ী আসিয়াছিল তাঁকে লইতে। মোটরের সঙ্গে আসিয়াছিল বাঙালী ম্যানেজার। পোষাকে, চাল-চলনে ম্যানেজারটি পুরাদস্তুর সাহেব। ভক্স-অলে উঠিয়া ভদ্রলোক বসিলেন। কল্লোলকে পাশে বসাইলেন। ম্যানেজার বসিল ড্রাইভারের পাশে।

দেখিয়া-শুনিয়া কল্লোলের তাক্ লাগিয়া গেল! এত যার পয়সা, ট্রেনে সে চড়ে থার্ড ক্লাশ কামরায়!

কল্লোলের এ বিস্ময় ভদ্রলোক বুঝিলেন। হাসিয়া বলিলেন—থার্ড ক্লাশে ট্রাভ্‌ল্ করেছি বলে' আশ্চর্য্য হচ্ছেন!

ঈষৎ অপ্রতিভ কণ্ঠে কল্লোল বলিল—আজ্ঞে না ··অর্থাৎ···

হাসিয়া ভদ্রলোক বলিলেন,—বহু-কষ্টে পয়সা রোজগার করেছি। প্রথম-মুখে সে-পয়সায় আরাম করেছি চোখ-কাণ বুজে!·· বাইরে কারবার, আর ঘরে সংসার সাজিয়ে বসেছিলুম। কিন্তু মানুষ পয়সাই করতে পারে! আসল সুখ-ভোগ···তা নির্ভর করে ভাগ্যের উপর!

কল্লোল বুঝিল, দ্বিজনাথ ভাদুড়ীর ঐ হাসির অন্তরালে অনেকখানি বেদনার গ্লানি চাপা আছে!···সে কোনো জবাব দিল না।

মোটর আসিয়া সুসজ্জিত বাড়ীর ফটকে দাঁড়াইল। বাড়ী আর সজ্জা দেখিয়া কল্লোল বুঝিল, এ সব গড়িয়া তুলিতে পয়সার জোর চাই অসামান্য-রকম!

বাড়ীতে অনেক লোক-জন। কারবারটি বাড়ীর কাছেই। সেখানে বহু লোক কাজ করে। বাড়ীর মস্ত কম্পাউণ্ড। বাড়ীতে টেলিফোন আছে, ঘরে বিলিয়ার্ড-টেবল···ডিনার-টেবল, রেডিয়ো-সেট···অর্থাৎ পয়সা থাকিলে সে-পয়সায় মানুষ যে-ভাবে যত দিক দিয়া আরাম-সুখ সংগ্রহ করিতে পারে, তার কোনো ত্রুটিই নাই।

রাত্রি প্রায় দশটা বাজিয়া গিয়াছিল। বেয়ারাকে দ্বিজনাথ বলিয়া দিলেন—বাবুর জন্য আমার পাশের কামরাটা ঠিক করে দাও। আর বাবুকে বাথরুমে নিয়ে যাও।

কল্লোলের দিকে চাহিয়া বলিলেন—স্নান করে ফেলুন। ট্রেণে যে-রকম কয়লা আর ধূলো মাথা হয়েছে, রীতিমত ক্লীনিং দরকার। আমিও স্নান করি গে। তার পর যা দু'টি পাওয়া যায়, খেয়ে নিয়ে শয়ন! কেমন?

মৃদু হাস্যে কল্লোল বলিল—নিশ্চয়।

দ্বিজনাথ বলিলেন,—কাল সকালে আলাপ-পরিচয় হবে।

কল্লোলকে লইয়া বেয়ারা চলিয়া গেল।

তার পর টেবিলে বসিয়া আহার। আহারে সমারোহ নাই। টেবিল পাতা থাকিলেও আহার বাঙালী প্রথায়। ভাত-ডাল-ঝোল-চাটনি-দই আর কাটা ফল।

দ্বিজনাথ বলিলেন—এক কালে বিলিতি ডিস্ ছাড়া মুখে আর কিছু রুচতো না। পঞ্চতন্ত্রের সেই গল্প জানেন তো?···কিছুই কিছু নয়!··· এখন আবার দায়ে পড়ে পুনর্মূষিক!

কল্লোল নির্ব্বাক্। মান্দালের টিকিট কিনিবার সময় ভাবিয়াছিল, হয়তো পথে কোথাও খেয়াল-বশে নামিয়া প'ড়িবে। নামা হইল না··· অকস্মাৎ পাশে আসিয়া বসিলেন দ্বিজনাথ ভাদুড়ী! এবং বুকে এত ব্যথা পুষিয়াও সে দ্বিজনাথ ভাদুড়ী কল্লোলকে ডাকিয়া তাঁর এখানে আনিলেন! মনে-মনে হাসিয়া কল্লোল ভাবিল, নূতন জীবন চাহিযাছিল··· দেখা যাক্, এখানে তার জীবনের নূতন অধ্যাযে ভাগ্য-বিধাতা কি লেখা লিখিয়া দেন!

২৬

পাঁচ-সাত দিন পরের কথা।

দ্বিজনাথ ভাদুড়ীর গৃহে কল্লোল রহিযা গেছে। খায়দায়, ঘুরিয়া বেড়ায। দ্বিজনাথ ভাদুড়ী বলেন—আর দু'টো দিন আমায একটু মাপ করবেন। অডিটর আসছে। হিসাব-পত্রগুলো তাই দেখে দিচ্ছি। আর কোনো কাজ তো করি না, শুধু এইটুকু।

কল্লোলের মনে অনেকখানি কৌতূহল! বাড়ীর ব্যবস্থা ক'দিনে যা দেখিযাছে, যেন রাজার রাজত্ব! এ রাজ্যে রাণী ছিল। রাজপুত্র-রাজ-কন্যাও ছিল। তার চিহ্ন চারিদিকে·· ছেলেদের বাইক্, মেয়েদের ডলি-পুতুল, ঘরে ডবল-বেড্ খাট···আনলায় রকমারি শাড়ী ব্লাউশ! এমন সব সাজানো, দেখিলে মনে হয়, এ-সব জিনিষ যাদের, তারা যেন কিছুক্ষণের জন্য বাহিরে গিয়াছে ··নিমন্ত্রণে কিম্বা হাওয়া খাইতে!

ভাবে, কোথায় গিয়াছেন? কোনো দিন দেখা নাই! কলিকাতায় গিয়াছেন? তা গেলেও বাড়ীর চেহারা এমন! এ বাড়ীতে একটু যেন আলাদা ধরণ! মনে হয়, সচল-জীবন সহসা যেন থমকিয়া থামিয়া গিয়াছে!

মনে কৌতূহল জাগে! কিন্তু কাকেই বা জিজ্ঞাসা করিবে? বেয়ারা-চাকরকে? জিজ্ঞাসা করা চলে না।

সেদিন বৈকালের দিকে কল্লোল বেড়াইতে বাহির হইতেছিল, নিত্য-কার মতো· দ্বিজনাথ ভাদুড়ী বলিলেন—বেড়াতে চলেছেন?

কল্লোল বলিল—হ্যাঁ।

দ্বিজনাথ বলিলেন—দু'চার মিনিট যদি অপেক্ষা করেন, তাহলে আমিও বেরুই। মানে, এক সঙ্গে ··

কল্লোল বলিল,—আপনার কাজ?

—কাজ আজ শেষ করেছি। ওরা এখন সব বুঝে নিচ্ছে। ·· রোজ আপনি কোথায যান?

মৃদুহাস্যে কল্লোল বলিল,—কোনো নির্দ্দিষ্ট জায়গা নেই। এখানে-সেখানে ঘুরি। তবে ইরাবতীর ধারটা ভালো লাগে।

দ্বিজনাথ বলিলেন—রাণীর মঠ দেখেছেন? রাজা ছিলেন থিবো··· তাঁর রাণী সুরাইয়া। অনেক টাকা খরচ করে রাণী সুরাইয়া মঠ করে দেছেন। এককালে আগাগোড়া না কি সোনায় মোড়া ছিল!···দেখবার জিনিষ! ওয়াণ্ডারফুল!

কল্লোল বলিল—কোনো ওয়াণ্ডারফুল জিনিষ দেখেই আর আমার ওয়াণ্ডার হয় না দ্বিজবাবু।

দ্বিজনাথ ভাদুড়ী মৃদু হাস্য করিলেন, বলিলেন,—ছেলেমানুষ··· জীবনের কতটুকুই বা দেখেছেন! আর কি-বা দেখেছেন!

কল্লোল বলিল—নিজের জীবনকেই যা দেখেছি, তার উপর নতুন আর কিছু না দেখলেও মনে ক্ষোভ হবে না!···

দুজনে মোটরে চড়িয়া বাহির হইলেন। মোটরে বসিয়া দ্বিজনাথ

বলিলেন,—গাড়ী নিলুম। না হলে অত দূর যাওয়া যাবে না। রাণীর মঠ হলো এখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে।

রাণীর মঠ দেখা হইল। কল্লোল বলিল,—যত যা দেখছি দ্বিজবাবু, সবেতেই শুধু মানুষের দম্ভ-প্রচার! ঠাকুর-দেবতার আসন পাতবো, তার জন্য চাই মণিরত্ন…যেন ধূলা-জঞ্জালে তাঁর দারুণ ঘৃণা! তার উপর ঠাকুরকে নিয়ে যারা আত্মহারা, তাদের থাকবার জন্য এমন রাজপ্রাসাদ, এমন আমীরী ব্যবস্থা…এ সব দেখে লজ্জা করে!

দ্বিজনাথ ভাদুড়ী বলিলেন,—তার মানে?

কল্লোল বলিল—বিলাসী বাবুর যেমন বাড়ীতেই মন বসে না… বনে-বাগানেও তিনি বিলাস চান্…এও ঠিক তেমনি! কিন্তু তবু ঐ সব বিলাসী বাবুর বড়মানুষি ক্ষমা করা চলে! ঠাকুর-দেবতার উপর দিয়ে যারা বড়মানুষির গর্ব্বকে উঁচু করে তোলে, তাদের আমি অত্যন্ত হেয় মনে করি। নিজের বিলাস-কলুষ মন নিয়ে তারা ঠাকুর-দেবতার নামে কালি ছড়ায়…এই আমার মত!

দ্বিজনাথ ভাদুড়ী বলিলেন—তা ঠিক নয় কল্লোল বাবু! ধরুন, আমি এককালে খুব গরীব ছিলুম, আমার বাবাও ছিলেন গরীব। তার পরে আমার খুব পয়সা হলো…আমার বাবার নামে ইউনিভার্সিটিতে মোটা টাকা স্কলারশিপ্ হিসাবে দেবার ব্যবস্থা যদি করি, কিম্বা আমার বাবার নামে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করি, সেখানেও আপনি বলবেন, দম্ভ-প্রচার করছি?

কল্লোল বলিল,—নিশ্চয়। আমার মনে হয়, দীন-দুঃখীর জন্য মন কাঁদলে তাদের সেবায় হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাই হলো আসল কাজ…সে হাসপাতালের নাম আপনি পাঁচু স্যাক্রা হাসপাতাল রাখেন যদি, তাহলেও

আসল কাজে ফাঁকি ঘটবে না। এত বড় দরদের কাজে বাপের নাম লটকে দিলেই আমার মনে এই কথাটা শুধু বিঁধবে যে বাপের সাবাস ছেলে বটে! বহুৎ টাকার মালিক···! বড়মানুষ···! অজস্র টাকা খরচ করে এমন হাসপাতাল খুলেছে! টাকার কুমীর! এইটেই রটনা করতে চান্!

দ্বিজনাথ বলিলেন,—আপনার এ-কথায় আমি সায় দিতে পারছি না, কল্লোলবাবু। এ নিয়ে এখন তর্ক করতে চাই না···কারণ এর যা বিচার আমরা করি, তা নিজেদের মন দিয়ে। যে-মন নির্ম্মল, কারো কাছে কোনো রকম আঘাত পায়নি, ব্যথা বা হিংসার জ্বালা ভোগ করেনি, এমন মনের লোক ঐ হাসপাতালটাই দেখবে! হাসপাতালের মধ্যে দম্ভের চিহ্ন খুঁজবে না! কিন্তু না, বলেছি তো এ নিয়ে তর্ক করবো না। তর্ক চলে না!···

· ·

বেড়াইতে বেড়াইতে দু'জনে আসিয়া বসিলেন মঠের সংলগ্ন স্বচ্ছ দীঘির পাথরে-বাঁধানো ঘাটে।

শুক্লপক্ষ। মাথার উপর আকাশ-ভরা জ্যোৎস্না।···স্নিগ্ধ বাতাস বহিতেছে। মন্দির হইতে অগুরু-সুরভি আসিয়া সে-বাতাসে মিশিয়া স্নিগ্ধ প্রশান্তির সমাবেশ করিয়াছে। কাছে-দূরে বহু মন্দির। সে সব মন্দিরে আরতি হইতেছে···আরতির বাদ্য-ঘণ্টা-রব!

পরের দিন সকালে কল্লোল আসিল বসিবার ঘরে। সে-ঘরে সাহেবী-পোষাক-পরা এক ভদ্রলোক বসিয়া দ্বিজনাথ বাবুর সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন।

কল্লোল একান্তে বসিয়া খপরের কাগজ খুলিল।

সাহেবী পোষাক-পরা ভদ্রলোক বলিতেছিলেন,—পেগুতে আছে বর্ম্মা ট্রেডার্স,—তার ম্যানেজিং-এজেণ্টস হলো কলকাতার চৌধুরী এণ্ড রায়। রায় হলেন গুণেন রায়; আর চৌধুরী শরৎ চৌধুরী। শরৎ চৌধুরী

এখন রেঙ্গুনে। গুণেন রায় রোগে পঙ্গু। তাঁর তরফ থেকে কারবার দেখাশোনা করে, এমন লোক নেই। হাইকোর্টে নালিশ হয়েছে। আমি রিসিভার। রেঙ্গুনে গিয়েছিলুম। চৌধুরীর খুব অসুখ। পেগুর অফিসের খাতা-পত্র দেখে জানতে পারছি, আপনার ফার্ম্মের সঙ্গে ওদের বহুৎ টাকার কারবার হয়েছে। তাই আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি। মানে, ওদের সেই transactionগুলোর একটা হিসাব চাই।

শরৎ চৌধুরীর নাম শুনিয়া কল্লোলের মন খবরের কাগজে আবদ্ধ থাকিতে পারিল না। সে উৎকর্ণ হইয়া বসিল।

দ্বিজনাথ ভাদুড়ী বলিলেন—বেশ, এতে বিরক্ত হবার কি আছে!··· বেলা দশটায় আপনি অফিসে যাবেন। ম্যানেজারের নামে চিঠি দিচ্ছি। সে চিঠি তাঁকে দিলে তিনি আপনাকে সাহায্য করবেন।···আপনার নাম?

ভদ্রলোক বলিলেন—প্রসন্ন ব্যানার্জ্জী।

কথা শেষ করিয়া দ্বিজনাথ তখনি চিঠি লিখিয়া সে-চিঠি ভদ্রলোকের হাতে দিলেন। ধন্যবাদ দিয়া ভদ্রলোক উঠিবার উদ্যোগ করিলেন। দ্বিজনাথ বলিলেন—এখানে কোথায় আছেন?

ভদ্রলোক বলিল - ইণ্ডিয়া হোটেলে।

—ও···তা বেশ! তা হলে এই ব্যবস্থাই হলো··

প্রসন্ন ব্যানার্জী চলিয়া গেলেন।

দ্বিজনাথ চাহিলেন কল্লোলের পানে। খবরের কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া কল্লোল তাঁর পানেই চাহিয়াছিল। দ্বিজনাথ বলিলেন—সর্ব্বত্র আমরা শুধু গোলযোগের সৃষ্টি করে বেড়াই। এই শরৎ চৌধুরী···শুনেছি, লোকটা লক্ষপতি···ছেলেমেয়ে নেই···নিজে আর স্ত্রী। তবু পয়সা-কড়ির উপর এমন গ্রীড্ যে বন্ধুকে অসহায় দেখে আজ তার টাকাকড়ি-গুলো গাপ্ করছে!···

কল্লোল বলিল—লোকটাকে আমি চিনি। শুধু পয়সা-কড়ির গ্রীড্ নয়…নানা রকম বদখেয়ালিও আছে সেই সঙ্গে।

দ্বিজনাথ বলিলেন—আপনি চেনেন তাঁকে? আলাপ আছে?

—আলাপ ওঁর সঙ্গে নয়…মানে, ওঁর স্ত্রী খুব intellectual lady…তাঁকে আমি জানি। বেশ ভালো রকম জানি। বেচারী স্ত্রী!

—বেচারী!…দ্বিজনাথের দুই চোখ ঈষৎ বিস্ফারিত হইল। তিনি কহিলেন—তার মানে?…ও বুঝেছি, যে-পুরুষ স্ত্রীকে অবহেলা করে'… হুঁ…এ-অবহেলার মানে আমি বুঝি কল্লোলবাবু।

কথাটা শেষ করিয়া দ্বিজনাথ নিশ্বাস ফেলিলেন।

সে-নিশ্বাসে অনেকখানি বেদনার আভাস!…কল্লোল চাহিয়া রহিল দ্বিজনাথের পানে… বিস্ময়ে অবিচল দৃষ্টি!

দ্বিজনাথ বলিলেন,—সব থেকেও আমার কিছু নেই কল্লোলবাবু!… পথ থেকে আপনাকে ধরে নিয়ে এলুম। এমনি করে' মানুষের সঙ্গ সংগ্রহ করছি আজ। অথচ…

দ্বিজনাথের প্রসন্ন মুখে বিষাদের মলিন ছায়া! কল্লোল বলিল— ও-সব কথা থাক্ দ্বিজবাবু…দুঃখ-বেদনা আমাদের সকলের মনেই অল্প-বিস্তর জমে আছে। তা নিয়ে আলোচনা…তাতে দুঃখ বাড়ে বৈ কমে না!

দ্বিজনাথ বলিলেন—সবচেয়ে দুঃখ এই যে পরস্পরের দুঃখ আমরা কেন যে বুঝি না।…এক-এক সময় অহঙ্কারে এমন মত্ত থাকি!… অথচ কোনো অহঙ্কারই মানুষের সাজে না…শক্তি-সামর্থ্য, রূপ-যৌবন, টাকা-পয়সা… কোনোটারই যখন গ্যারান্টি নেই! কিন্তু আমার দুঃখ একটু অন্য রকমের। তবু ভাবি, এ দুঃখ আমার প্রাপ্য…যা করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত!

প্রায়শ্চিত্ত! কল্লোল চমকাইয়া উঠিল! দুঃখ…প্রায়শ্চিত্ত… সকালে আজ দ্বিজনাথের হইল কি? বড়-বড় ফিলজফির কথা…

তার পর কথায়-কথায় দ্বিজনাথ বলিলেন —হতভাগা বুদ্ধির বশে অল্প বয়সেই বর্ম্মায় পালিয়ে আসি। এখানে-ওখানে কাজ জুটতো···কিন্তু তাতে মন ভরতো না। মনে ছিল মস্ত বড় এ্যামবিশন্, টাকার পাহাড়ে উঠে বসবো !···সুযোগ ঘটলো এই মান্দালেতে।···এক বর্ম্মীজ পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হলো। বুড়ো মা-তান্ সাহেবের ছিল কাঠের মস্ত কারবার। সে কারবারে চিঠিপত্র লেখবার কাজ পেলুম। মা-তান আমাকে মাথায় তুলে নিলে। তার বয়স হয়েছিল,··বুদ্ধি দেবার মতো লোক ছিল না!···তার বাড়ীতে ছিল আমার রাজার হালে বাস!··সে-বয়সে আমার চেহারা ছিল ভালো। মা-তানের ছিল দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী···আমার উপর তার নজর পড়লো। কনসেন্সের সঙ্গে আমার বিরোধ চললো! সে-স্ত্রী মস্ত লোভ দেখালে, এ কারবার আমার হবে। কনসেন্সের সঙ্গে তখনো আমি রফা করে নিতে পারিনি। এমন সময় প্লেগে মা-তান্ মারা গেল·· তার প্রথম পক্ষের ছেলে-মেয়ে, মা-তানের ভাইপো, তারাও গেল! যেন ভাগ্যের ইঙ্গিত! বাঁচবার মধ্যে রইলো শুধু মা-তানের দ্বিতীয় পক্ষ, আর রইলুম আমি! কনসেন্সকে আর স্বীকার করা চললো না! দ্বিতীয় পক্ষটিকে গ্রহণ করলুম·তার লোভে নয়! এই বিপুল ঐশ্বর্য্য-সম্পদকে কায়দা করতে সে হবে আমার stepping-stone··তাই! কিন্তু স্ত্রীলোকের মন·বুঝে নিলে আমার ভালোবাসার পাত্র রিক্ত··তাকে গ্রহণ করেছি তার ঐ পয়সার লোভে!···সাত-আট বৎসর এমনি কাটলো। আসলে কারবারের মালিক হলুম।···কিন্তু that loveless union··ভয়ঙ্কর অস্বস্তি হতো! শেষে একটা ওজর দেখিয়ে একদিন মা-তানের বৌ সোচিকে বললুম, একবার বাড়ী যাবো···সেখানে জমি-জমা আছে, তার বিলি-ব্যবস্থা করে আসবো। সজল চক্ষে সোচি বললে, কবে ফিরবে? বললুম, যত শীগগির পারি। সে বাধা দিল না।···গেলুম চলে কলকাতায়। টাকার মানুষ হয়ে ফিরেছি···

সে-পরিচয় ব্যাঙ্কের চেকে দিক্-বিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। ব্যারিষ্টার এন্ সান্যালের বিদুষী কন্যা আমার গলায় বর-মাল্য দিলেন···তিন-চার মাস পরে মান্দালেতে ফিরে এলুম। মিসেস কল্যাণী ভাদুড়ীকে সঙ্গে নিয়ে আসতে পারলুম না ··সোচির ভয়ে। এখানে সোচিকে নিয়ে আমার দিন কাটতে লাগ্‌লো···মাঝে মাঝে দেশে জমিদারী দেখবার ছুতো করে কলকাতায় যাই। মনে সর্ব্বক্ষণ ভয়, পাছে জানাজানি হয়ে যায়! সোচিকে এই ভয় ছিল যে কারবার তখনো তার নামে! যদি আমায় তাড়িয়ে ছ্যায়? সে-যা জীবন! ওঃ! শেষে এই দু'বছর আগে সব ফাঁশ হয়ে গেল! ওখানে নিজের ছেলে-মেয়ে ··এখানে আমার ফলন্ত কারবার। তারা থাকবে কেন সেখানে? ভাইকে সঙ্গে করে এখানে এসে উপস্থিত হলেন স্ত্রী কল্যাণী···ছেলেমেয়ে নিয়ে। সোচি সব জানতে পারলে। জেনে সে যা করলে···বেপরোয়া নাট্যকারের নাটকেও তা ঘটে না! কারবারটি আমার নামে লেখাপড়া করে দিয়ে সে গিয়ে মঠে ঢুকলো। দেবতার পায়ে নিজেকে নিবেদন করে দিলে! আমার কীর্ত্তি দেখে স্ত্রী কল্যাণী রুখে বললেন আমার সঙ্গে আমার স্ত্রী হয়ে এখানে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়! আমাদের বিয়ে?·· তিনি বললেন -দায়ে পড়ে সেইটুকু মাত্র তাকে স্বীকার করতে হবে নিরুপায়ে···কিন্তু আমাকে স্বামী বলে তিনি গ্রহণ করতে পারবেন না। ছেলেমেয়ে নিয়ে তিনি কলকাতায় চলে গেলেন! আমি তাঁদের মাসহারা পাঠাই···ষ্টাইল বাঁচিয়ে যাতে থাকতে পারেন··· এমন টাকা। বাঙালীর স্ত্রী আগে দুর্লঙ্ঘ্য বিধি-বশে শত দুর্ভোগ সত্ত্বেও স্বামীর পায়ে পড়ে থাকতো চিরদিন। এ-কালের বিদুষী স্ত্রী · তিনি সেই বঙ্কিমবাবুর ভ্রমরের কথা কোট করে' বললেন—স্বামী যদি ভক্তির যোগ্য, ভালোবাসার যোগ্য হয়, তবেই তাকে ভক্তি-ভালোবাসা!···আমি এখানে পড়ে আছি! টাকার কামনা করেছিলুম···টাকা রোজগার

করছি! তবে এ-টাকা আর নিজের টাকা বলে মনে করি না। মনে হয় holding it as a trust…স্ত্রী-পরিবারের জন্য সংস্থান। স্ত্রী আমাকে স্বীকার করতে পারলেন না…সোচির জন্য!…আমার মুক্তি নেই কল্লোল বাবু! একা, নিঃসঙ্গ…শুধু টাকা শিরোধার্য্য করে বসে আছি! ভাবি, এ-টাকায় জীবনে কি পেলুম!…

দ্বিজনাথ নিশ্বাস ফেলিলেন।

কল্লোল নির্ব্বাক্ স্তম্ভিত! দ্বিজনাথবাবুর জীবনের কথা যেন এ নয়… এ যেন কোনো নূতন লেখকের লেখা একটা মেলো-ড্রামার কাহিনী!

২৭

পরের দিন সন্ধ্যার পর দ্বিজনাথ আর কল্লোল বসিয়া কথা কহিতেছিল।

দ্বিজনাথ বলিলেন—আমার জীবনে একটা ব্যাপার আমি লক্ষ্য করলুম কল্লোল বাবু। সে-ব্যাপার এই যে, মানুষের সঙ্গে মিলে-মিশে মানুষের সমাজে যদি বাস করতে চান্, তাহলে কোনো মানুষটিকেই অস্বীকার করে চলবার উপায় নেই! যতই বেপরোয়া হন্, এ্যাডভেঞ্চারের স্পিরিটে মন যতই ভরে থাকুক, আর পাঁচ-জনকে এড়িয়ে চলবার যো নেই। কাজেই সে পাঁচ জনকে অস্বীকার করবেন কি করে'?…স্বীকার যদি না করেন তাহলে মানে, complication-এর সৃষ্টি হবে! এবং সে জটিলতায় অশান্তি বাড়বে বৈ কমবে না!

কল্লোল একাগ্র-মনে শুনিতেছিল…তার মনের উপর দিয়া অতীত-দিনের ঘটনাগুলি পর-পর বায়োস্কোপের ছবির মতো উদয় হইয়া আবার তখনি মিলাইয়া অদৃশ্য হইতেছিল! জীবনে যখনি যাহা সে চাহিয়াছে,

তখনি একেবারে সব-বাঁধন কাটিয়া তাহা পাইবার জন্য মাতিয়া উঠিয়াছে !

তার পর ?

পাইবা-মাত্র পাওয়ার সব আনন্দ, চাওয়ার সব আকুলতার অবসান ঘটিয়া গিয়াছে ! এক-একবার মনে হইয়াছে কলেজের বন্ধুর দল··· বিনোদ, অম্বর, ললিত···তারা সেই সনাতন ধারায় গা ভাসাইয়া চলিত দেখিয়া কল্লোল তাদের বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছে No risk, no gain··· কিন্তু সারা জীবন এত রকমের রিস্ক বহিয়া সে কি gain করিল ? ··

দ্বিজনাথ বলিলেন—সোচির উপর নিজের হীন স্বার্থপরতার কথা মনে করে কতবার তার কাছে গিয়েছি···বলেছি, ফিরে এসো সোচি···ছলনার খোলশ ফেলে দিয়ে সত্য করে নিজেকে তোমার হাতে সঁপে দেবো ! হেসে সোচি জবাব দেছে, কাপড় যদি ছিঁড়ে যায়, যত ভালো করেই রিপু করো, সে-কাপড় টেঁকে না !···কোনো লোভ, কোনো-কিছুর মায়া সোচিকে টলাতে পারেনি !···

দ্বিজনাথ নিশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন,—অথচ ঐ মঠে নীরস কতকগুলো রুটিন মেনে চলে কি-সুখ সোচি পায়···জানি না। একদিন ঐ সোচি শুধু দুটো আদর-সোহাগের কথা পেলে কি রকম বিগলিত হয়ে যেতো !···

কল্লোল বলিল—কবির সে কথা জানেন না দ্বিজনাথ বাবু ? তিনি বলেছেন, মিছে কথা ভালোবাসা···

তিলেক দরশ-পরশ মাগিয়া
বরষ বরষ কাতরে জাগিয়া
পরের মুখের হাসির লাগিয়া
অশ্রু-সাগরে ভাসা !
জীবনের সুখ খুঁজিবারে গিয়া
জীবনের সুখ নাশা !···

মানে, ভালোবাসা বলে আমরা যে এত বাগাড়ম্বর করি, এ-ভালোবাসা বিশ্লেষণ করুন, কি দেখবেন ?

দ্বিজনাথ বলিলেন,—শুধু এক-তরফের স্বার্থ আর সুখ !···কিন্তু ·

কথা শেষ হইল না। কার্ড পাঠাইয়া ঘরে আসিয়া দেখা দিলেন কলিকাতার সেই রিসি·ার প্রসন্ন ব্যানার্জী।

দ্বিজনাথ বলিলেন—আসুন

প্রসন্ন ব্যানার্জী বলিলেন—ধন্যবাদ !···এখানকার হিসাব-পত্র দেখলুম। রেগুলার স্কাউণ্ড্রেল !···মিষ্টি কথায় বন্ধুকে ভুলিয়ে নিঃশব্দে আগাগোড়া রাহাজানি করে আসছে !

দ্বিজনাথ বলিলেন—তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই মিষ্টার ব্যানার্জী ! যারা ধনী, অসঙ্কোচে তারা পরের টাকা গাপ্ করতে পারে। নিঃস্ব অভাগারাই শুধু দারুণ অভাবে নিজেদের পিষে মারে···তবু পরের টাকা-পয়সায় তাদের দুর্ব্বার লোভ জাগে না !

মৃদু হাস্যে কল্লোল বলিল—কাবও তাই বলে গেছেন, ধনীর হস্ত করে সমস্ত গরীবের ধন চুরি !

প্রসন্ন ব্যানার্জী বলিলেন—এত বড় বোনেদী ঘর···কিন্তু শরৎ চৌধুরীর অসুখ···কার সঙ্গেই বা কথা কই ? মানে, শরৎ চৌধুরীর প্রচুর টাকা আছে···আমি চাই, হিসাব করে তাঁর পার্টনার-বন্ধুর যা-কিছু হরণ করেছেন, সেটা তিনি ফিরিয়ে দ্যান্···নিঃশব্দে সব গোলমাল মিটে যাবে। না হলে আমার রিপোর্ট পেশ করলে শরৎ চৌধুরীর নামে ক্রিমিনাল কেস হবে।

দ্বিজনাথ চাহিলেন কল্লোলের পানে, বলিলেন,- তা হলে এই কল্লোল বাবু আছেন। শরৎ চৌধুরীর স্ত্রী ওঁর বান্ধবী। বান্ধবীর সম্মান-রক্ষার জন্য উনি মিসেস চৌধুরীর সঙ্গে কথা কয়ে···

কল্লোল বলিল,—কিন্তু বৈষয়িক ব্যাপারে বন্ধু-বান্ধবের intervention! সে intervention উচিত হবে না দ্বিজ বাবু।

দ্বিজনাথ বলিলেন—এ তো সরাসরি শরৎ চৌধুরীর সঙ্গে কথা নয়! তাঁর স্ত্রীকে আপনি ভিতরের কথাটুকু খুলে বলবেন। নাহলে এটুকু বুদ্ধি আমার খুব আছে যে যে-লোক বন্ধুর সঙ্গে এতখানি বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে, তাকে আপনি সদুপদেশ দিতে গেলে সে তাতে কর্ণপাতও করবে না। রামায়ণের রাবণ-রাজা কারো কথা শোনেনি··· সীতা দেবীকে সসম্মানে রামচন্দ্রের হাতে সমর্পণ করবার জন্য সকলে যখন তাকে উপদেশ দিয়েছিল। মহাভারতের দুর্য্যোধনও পাণ্ডবদের সূচ্যগ্র-পরিমিত ভূমি দিতে রাজী হয়নি!

প্রসন্ন ব্যানার্জ্জী বলিলেন,—সেইটেই হলো মানুষের মস্ত বড় মানসিক দুর্ব্বলতা···কিম্বা শয়তানী! এবং এই শয়তানী-বুদ্ধি মানুষ ত্যাগ করেনি বলে আদালতের মারফৎ উকিল-কৌঁশুলীর দল স্রেফ কথা আর বুদ্ধি মূলধন নিয়ে কারবার করে লক্ষপতি হচ্ছে!

কল্লোল বলিলেন—তাছাড়া জানেন তো, মিষ্টার চৌধুরীর সঙ্গে মিসেস চৌধুরীর মনের মিল নেই···মোটে না।

দ্বিজনাথ বলিলেন—আচ্ছা, আমার ফার্ম্মের সঙ্গে তো কারবার··· আমিও যেতে রাজী আছি। শরৎ চৌধুরী মশায়কে বলবো'খন··· মামলা-মকর্দ্দমা বাধলে আমার খাতাপত্র এখান থেকে কলকাতা হাই-কোর্টে চালান হবে এবং সে খাতাপত্র সেখানে চির-জন্মের মতো বন্ধ থাকবে· তাতে আমার মহা-অসুবিধা···তাই আমি দায়ে পড়ে বলতে এসেছি মশায়, মিটিয়ে ফেলুন!

কল্লোল বলিল—কিন্তু একটা প্রবচন আছে জানেন তো···চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী!

হাসিয়া দ্বিজনাথ বলিলেন—একজন চোর যদি সে-ধর্ম্মের কাহিনী অন্য চোরকে বলে, তা হলে হয়তো চোর শুনবে। আমিও তো চুরি-বিদ্যায় শরৎ চৌধুরীর নীচে নই!

সে-রাত্রে পরামর্শে ইহাই স্থির হইল তিন জনে একবার রেঙ্গুনে গিয়া·

সে-দিন সন্ধ্যার পর রেঙ্গুনের হোটেলে মা-শী এক-রাশ ফুল লইয়া মেম-সাহেবের কাছে আসিয়াছিল···বাছাই-করা মশু্মী ফুলের রাশ।

শিপ্রা তাকে দাম দিতে গেল, মা-শী দাম লইল না। বলিল,—এ বিক্রীর ফুল নয় মেম-সাব।

শিপ্রা বিস্ময় বোধ করিল, বলিল—দাম না নিলে আমি এ-ফুল নেবো না!

মা-শীর দু'চোখে করুণ আকুতি···মা-শী বলিল—মেম-সাব আমাকে চেনেন না। কল্লোল বাবু আমার স্বামী · আর মেম-সাহেব হচ্ছেন তাঁর বন্ধু!

এ-কথায় শিপ্রা চমকিয়া উঠিল!

কল্লোলের স্ত্রী···এই বর্ম্মীজ্ ফুলওয়ালী!

মা-শী বলিল কল্লোলের সঙ্গে তার বিবাহের কথা। নিঃসঙ্গ একা কল্লোল রেঙ্গুনে আসিয়া ব্যাধি-ভারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল···তখন এই মা-শীর মা-বাপই তাকে···তার পর মা-শীকে এক দিন বিবাহ করিয়া গৌরবে···

সে-গৌরবে মা-শীর যে-পুত্র, সে আজ ডাগর হইয়াছে!

শিপ্রা বলিল,—ছেলে আছে? তাকে নিয়ে আসবে মা-শী?

—আনবো।···

পরের দিন মা-শী তার ছেলেকে আনিল। ছেলের মুখে কল্লোলের মুখ যেন হুবহু বসানো! শিপ্রার বুকে নিশ্বাসের বাষ্প জমিয়া উঠিল। সে-বাষ্প ঠেলিয়া ছেলেকে সে-আদর করিল, যত্ন করিল ··

তার পর সন্ধ্যার সময় ছেলেকে লইয়া মা-শী চলিয়া যাইবে, শিপ্রার হু'চোখের কোণে জল আসিয়া জমিল।

মা-শী বলিল সে জানে···স্বামী মা-শীকে চায় না। তার কারণ, স্বামীর যোগ্য যদি কেহ থাকে তো সে মেম-সাহেব! মা শী শুনিয়াছে ঐ গঙ্গার বাড়ীতে অনাদির বৌয়ের কাছে···মেম-সাহেবের উপর স্বামীর কতখানি মমতা···

শিপ্রা কহিল,—চুপ! চুপ! এ তুই কি বলছিস্ ফুলওয়ালী।

মা-শী বলিল,—আমি জানি মেম-সাব·· তোমার মনে সুখ নাই। সাহেব তোমাকে মানে না! তোমার উপর সাহেবের দরদ নাই!

শিপ্রা কোনো কথা বলিল না···বলিতে পারিল না। নিরুপায় অসহায়ের মতো শুধু ভাবিতেছিল তার দুঃখ কতখানি, তা এই বর্ম্মীজ মেয়েটাও বুঝিয়া ফেলিয়াছে!

মা-শী বলিল,—সাহেব মরে গেলে কল্লোল বাবুকে যদি পাও···তুমি খুশী হবে···না?

শিপ্রা জবাব দিল না। তার দু'চোখের কোণে অশ্রু।

মা-শী বলিল, মাশীর বন্ধু মা-তুন্। তার স্বামী ছিল ভারী বদ। মা-তুন্ বড় ভালো মেয়ে। মা-তুনকে তার স্বামী খুব মারধোর করিত। একদিন নেশার ঝোঁকে স্বামীটা জলে পড়িয়া মরিয়া গেল। তার পর মা-তুন বিবাহ করিয়াছে লৌ-চিন্‌কে। মা-তুনকে লৌ-চিন খুব পেয়ার করে। যেমন দুঃখ পাইয়াছিল, মা-তুনের এখন তেমনি সুখ!···

মা-শী চুপ করিল···অবিচল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল শিপ্রার পানে।

নিজের নিঃসঙ্গ অসহায়তার মাঝে শিপ্রা দু'হাতে মা-শীর ছেলেকে কখন্ যে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়াছে, শিপ্রার খেয়াল ছিল না!

নিশ্বাস ফেলিলা মা-শী বলিল,—তুমি সুখী হইবে, স্বামী পাইবে··· তাহাতেই আমার সুখ, মেম-সাব। কিন্তু স্বামী কোথায়, বলিতে পারো? তাহা হইলে আমি উপায় করি। আমাকে চায় না··· জানি · আমি তার বাঁদীর মতো। স্ত্রী হইবার যোগ্যতা আমার নাই! সে যেন পাগল! তাকে যদি আনিয়া দিতে পারি, তোমার ভালো-বাসায় তার সে পাগলামি সারিবে।

২৮

তিন-চার দিন পরের কথা।

শুক্লপক্ষের সন্ধ্যা। জ্যোৎস্নার ধারায় আকাশ-পৃথিবী মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে।

হোটেলের বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসিয়া আছে শিপ্রা। চোখে উদাস দৃষ্টি···সে-দৃষ্টি সুদুর আকাশের গায়ে নিবদ্ধ।

শিপ্রা ভাবিতেছিল, জ্যোৎস্নার এত আলো···এ আলো তার জীবনের অন্ধকারকে এতটুকু ধুইয়া মুছিয়া দিতে পারে না? নিজেকে স্বেচ্ছায় সেই যে এক দিন শরৎ চৌধুরীর সঙ্গে বাঁধিয়া দিয়াছে, সে-বাঁধন কাটা এমন অসম্ভব?

মুক্তি আসিয়া পাশে দাঁড়াইল, ডাকিল,—বৌদি···

নিশ্বাস ফেলিয়া শিপ্রা চাহিল মুক্তির পানে।

মুক্তি বলিল—কল্লোল বাবু···

মনের উপর যে অন্ধকার স্তূপাকার হইয়া জমিতেছিল, সে অন্ধকারে যেন আলোর রশ্মি ফুটিল! শিপ্রা উঠিয়া বসিল।

মুক্তি বলিল—কল্লোল বাবু···

শিপ্রা বলিল—ও···এখানে নিয়ে আয়।

মুক্তি বলিল—তাঁর সঙ্গে আরো দু'জন ভদ্রলোক।

শিপ্রা বলিল—বসবার ঘরে তাঁদের বসিয়ে কল্লোল বাবুকে শুধু এখানে নিয়ে আসবি।

কল্লোল আসিল।

সামনে চেয়ার দেখাইয়া শিপ্রা বলিল—বসুন···

কল্লোল বসিল।···

শিপ্রা কল্লোলের পানে চাহিয়া রহিল···কল্লোলের মুখে কথা নাই।

মৃদু-হাস্যে শিপ্রা বলিল—হঠাৎ আবার ফিরে এলেন যে!···কার উপরে মায়া হলো?

কল্লোল বলিল—এসেছি একটু বৈষয়িক কাজে···মায়ায় নয়, গরজে নয়। সঙ্গে আর দুটি ভদ্রলোক এসেছেন···প্রসন্ন বাবু আর দ্বিজনাথ বাবু। শরৎ বাবুর সঙ্গে তাঁদের বিশেষ কথা আছে। বৈষয়িক কথা।

শিপ্রা বলিল—ও···আপনাকে বন্ধু বলে মুরুব্বি ধরেছেন বুঝি?

কল্লোল বলিল,—তা নয়।···কিন্তু তার আগে, ভালো কথা, শরৎ বাবু আছেন কেমন?

শিপ্রা বলিল—ভালো।

কল্লোল বলিল.—শুনে খুশী হলুম।···আমাকে সঙ্গে নিয়ে এঁদের আসবার কারণ···

কল্লোলের কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। আসার সম্বন্ধে আসল কথা···শিপ্রার

সঙ্গে সে-কথা কহিয়া লাভ নাই! কারবারের কথা···মামলা-মকর্দ্দমার কথা। কল্লোল জানে, সে-সবের সঙ্গে শিপ্রার কোন সম্পর্ক নাই!

তবু···

কল্লোলকে নীরব দেখিয়া শিপ্রা হাসিল। মৃদু হাসি। হাসিয়া সে বলিল,—বলুন···কারণ শুনি।

কল্লোল বলিল—মানে, শরৎ বাবু ওঁর পাটনার গুণেন বাবুর সঙ্গে কি না কি তঞ্চকতা করেছেন···কারবার নিয়ে। সে জন্য কলকাতার হাইকোর্টে মামলা-মকর্দ্দমা চলছে। প্রসন্ন বাবু···অর্থাৎ ব্যানার্জ্জী সাহেব হয়েছেন কারবারের রিসিভার···তাছাড়া এখানকার ফার্মের খাতাপত্র দেখে ব্যানার্জ্জী সাহেব যে-সব হিসাব পেয়েছেন, তা না কি শরৎ বাবুর পক্ষে খুব ক্ষতিকর!

বাধা দিয়া শিপ্রা বলিল—আমার কাছে এ সব কথা বলার কোনো মানে নেই, কল্লোল বাবু।···যাঁর কারবার, তিনি এখন অনেকটা সুস্থ হয়েছেন! আপনার ব্যানার্জ্জী সাহেবদের নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা কইলেই ভালো হয়!

কল্লোল বলিল—কিন্তু আমি তো জানি শিপ্রা···শরৎ বাবু কি-রকম মানুষ!···ওঁদের সঙ্গে আমার আসবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তবে তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব··· অর্থাৎ একটা ফৌজদারী মামলা সুরু হলে তার অমর্য্যাদা তোমাকে আঘাত করবে, তাই তোমার মঙ্গলের জন্য···

কল্লোলের কথা শেষ হইল না···শিপ্রার পানে চাহিয়া সে কথা বলিতেছিল। যে-কথা বলিতেছিল, তার মাঝখানে শিপ্রার দু'-চোখের দৃষ্টিতে কৌতুকের যে-আভাস দেখিল···কল্লোলের কথা শেষ হইল না।

মুখে শ্লেষের হাসি···শিপ্রা বলিল—আমার মঙ্গলের জন্য আপনার এতখানি মাথা-ব্যথা···আপনি আমায় অবাক্ করলেন কল্লোল বাবু!

এ কথা কল্লোলকে বিঁধিল! কল্লোল বলিল—মাথা-ব্যথা হয়তো নয়, শিপ্রা! কারণ কোনো-কিছুতে কারো উপর আমার এমন মমতা নেই যে তার জন্য মাথা-ব্যথা করবে! তা নয়! তবে এঁরা ভাবলেন, যখন বন্ধুত্ব আছে··

শিপ্রা বলিল—বন্ধুত্ব আপনি তাহলে স্বীকার করেন?

কল্লোল বলিল—বাদানুবাদের জন্য তৈরী হয়ে আসিনি শিপ্রা। তবে এসেছি যখন···

শিপ্রা উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—ও-ঘরে ভদ্রলোকরা এসে বসেছেন ·· তাঁদের চায়ের ব্যবস্থা করতে বলি।···চায়ের পর···যাঁর কাছে এসেছেন, তাঁর কাছেই আপনি ওঁদের নিয়ে গিয়ে কথা বলবেন। আমাকে মধ্যস্থতা করতে বলবেন না···সে-মধ্যস্থতা আমি করতে পারবো না!

কথাটা বলিয়া শিপ্রা চলিয়া গেল।

কল্লোল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।···

শিপ্রা ফিরিল পাঁচ-সাত মিনিট পরে। বলিল—ওঁদের চা পাঠাতে বলেছি। আপনিও তো খাবেন?

কল্লোল বলিল—না, আমি চা খাবো না।

—সরবৎ?

—না।

—খানকতক প্যাষ্ট্রী? বিস্কিট্? চকোলেট? ফল?

মাথা নাড়িয়া কল্লোল জবাব দিল,—না।

—বেশ!

কল্লোল চাহিয়া রহিল আকাশের দিকে···শিপ্রা সকৌতুকে কল্লোলের পানে চাহিয়া·

তার মনের মধ্যে ঝড়ের কলরোল···

হঠাৎ শিপ্রা ডাকিল—কল্লোল বাবু···

কল্লোল ফিরিয়া শিপ্রার পানে তাকাইল।

শিপ্রা বলিল—নিরুদ্দেশের পথে তো যাত্রা করেছিলেন···একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো ?

—করো···

শিপ্রা বলিল,—মা-শী···সে-বেচারীকে নিয়ে এমন নিষ্ঠুর খেলা না হয় নাই খেলতেন !

কল্লোল এ আঘাতের জন্য প্রস্তুত ছিল না। নিরুত্তরে সে শিপ্রার পানে চাহিয়া রহিল।

শিপ্রা বলিল—নিজেকে তো জানেন···স্বার্থের জন্য মানুষকে মানুষ মনে করেন না ! আপনি ভাবেন, মানুষ আপনার জামা-কাপড়-জুতোর সামিল···যখন যাকে দরকার, যতটুকু দরকার ! তার পর ছেঁড়া কাপড়-জামা-জুতোর মতোই ত্যাগ করেন !···বেচারী মা-শী· ·এতে আপনার আশ্চর্য হবার কিছু নেই, তা আমি জানি। কিন্তু ভাবি, আপনাকে নিয়ে কেউ যদি এমন খেলা খেলতো ?

একটা নিশ্বাস···শিপ্রা রোধ করিতে পারিল না।

এ-কথায় কল্লোল ফোঁশ্ করিয়া উঠিল। বলিল—এমন খেলা কেউ খেলেনি···তুমি বলতে চাও ?

শিপ্রা বলিল—যদি কেউ খেলে থাকে, তাহলে আপনার আরো হুঁশিয়ার হওয়া উচিত ! এ বেদনা কতখানি নির্ম্মম হয়ে বাজে, তা যখন বুঝেছেন··

কথা শেষ হইল না। মুক্তি আসিল। তার সঙ্গে হোটেলের বয়। বয়ের হাতে চায়ের ট্রে···

শিপ্রা বলিল—এখানে চায়ের দরকার নেই মুক্তি···উনি খাবেন না। ও-ঘরে চা দেওয়া হয়েছে?

—হয়েছে।

শিপ্রা চাহিল কল্লোলের পানে, বলিল—আপনি তাহলে ও-ঘরে যান··· ওঁদের চা খাওয়া হলে কাজের জন্য যাঁর কাছে এসেছেন, তাঁর কাছে নিয়ে যাবেন··· আমি ব্যবস্থা করেছি! মিছে আপনাদের দেরী হবে কেন?···এ সব কথা বলিয়া শিপ্রা চলিয়া গেল।

কল্লোল উঠিল। মুক্তির পানে চাহিয়া বলিল—কোন্ ঘরে ওঁরা বসেছেন, আমাকে নিয়ে চলো তো।

মুক্তি বলিল—আসুন।

২৯

শরৎ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন প্রসন্ন ব্যানর্জ্জী এবং দ্বিজনাথ ভাদুড়ী।

কল্লোল আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইল। বারান্দায় কেহ ছিল না।

নীচে পথে লোকের ভিড়···গাড়ীর ভিড়···হাসি-গল্প-কলরব···দূরে কোথায় রেডিয়োয় গান চলিয়াছে।

কল্লোলের মন এ-সবের সংস্পর্শ ছাড়িয়া কোন্ নিরুদ্দেশের পথে ভাসিয়া চলিয়াছে···সম্পূর্ণ অবলম্বনহীন···

হঠাৎ পাশে··· যেন মা-শ্রীর কণ্ঠ!

চমকিয়া কল্লোল ফিরিয়া চাহিল! কল্পনা নয়, স্বপ্ন নয়···মা-শ্রীই!

মা-শ্রী বলিল—মেম-সায়েবের কাছে এসেছি।

কল্লোল কোনো জবাব দিল না।

মা-শী কহিল—সেদিন গান শুনেছি···গানে বলছিল,—আকাশে কোথায় থাকে সূর্য্য···পুকুরের পদ্ম তাকে চাহিয়া যদি কাঁদে তো সে কান্নায় মানুষ হাসে। খুব এ সত্য কথা!

কল্লোল নিরুত্তর।

মা-শীর মুখে মলিন হাসি। মা-শী বলিল,—মেমসায়েব কোথায়?

কল্লোল কহিল,—জানি না।

মা-শী চলিয়া যাইতেছিল,—কল্লোল চাহিয়া দেখিল···দ্বিজনাথ ভাদুড়ীর কথা মনে পড়িল···তাঁর সোচি! সোচিকে কল্লোল দেখে নাই···কিন্তু মনে-মনে সোচির যে-মূর্ত্তি আঁকিয়াছে··বর্ম্মীজ মেয়ে বলিয়া তুচ্ছ করিলে কি হইবে, দ্বিজনাথকে সর্ব্বস্ব দিয়া মঠে গিয়া ঢুকিয়াছে!···এ ত্যাগ···এ ত্যাগের দাম পৃথিবীতে ক'জন বুঝিবে? কল্লোল বুঝিত না। এখন মনের উপর এ সব প্রশ্ন তাল পাকাইয়া ওঠে!···ঐ মা-শী···

সহসা ও-ঘরে তীব্র কলরব···চীৎকার··

কল্লোল উৎকর্ণ হইয়া শুনিল···

তীব্র কণ্ঠে শরৎ চৌধুরী বলিল—ডু হোয়াট্ ইউ ক্যান্···আই ওণ্ট গিভ ইউ এনি আন্সার!··

তার পর মৃদু কণ্ঠ···এ কণ্ঠ প্রসন্ন ব্যানার্জীর। প্রসন্ন ব্যানার্জী বলিলেন—আপনি ভাবেন, বর্ম্মায় বসে আপনি নিস্তার পাবেন? আপনার মান-ইজ্জৎ···

এ কথার উপর আবার সেই অশনি-হুঙ্কার,—আই কুড টেক কেয়ার অফ মাই মান-ইজ্জৎ!

দ্বিজনাথ ভাদুড়ী বলিলেন—আমাদের এখানে আসা তাহলে অন্যায় হয়েছে!

শরৎ চৌধুরী বলিল—নিশ্চয়। এ্যাণ্ড হোয়েন আই এ্যাম্ ইল্···

তার পর তীব্র আহ্বান—শিপ্রা···

এবং ঠিক এই সময়টিতে কল্লোল আসিযা দাঁড়াইল শরৎ চৌধুরীর ঘরের দ্বারে।

শরৎ তাকে দেখিল। কহিল—কে?

দ্বিজনাথ ভাদুড়ী বলিলেন—উনি কল্লোল বাবু। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে ওঁর জানাশুনা আছে, সেই খাতিরে···

—খাতির! ও···

শরৎ চৌধুরী খাট ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। শ্লেষ-মিশ্রিত স্বরে কহিল,—জানাশুনা···ইয়েস্! কল্লোল···Sipra's lover···

কল্লোল কহিল—চুপ··

—কিসের চুপ! আই নো অল! ইউ স্কাউণ্ড্রেল···

শরৎ যেন ক্ষেপিযা উঠিয়াছে! সে অগ্রসর হইযা আসিল দ্বারের দিকে।

দ্বিজনাথ ভাদুড়ী তাকে ধরিলেন। শরৎ চৌধুরীর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। ক্রোধ, উত্তেজনা···তার উপর দুর্ব্বল শরীর···

শরৎ চৌধুরী বলিল—উই টু কাণ্ট লিভ আণ্ডার সেম্ সান্···একবৃন্তে দুই পক্ষী বসে না কখনো!·· ছাড়ুন আমায়!

দ্বিজনাথ ভাদুড়ী বলিলেন—ডুয়েল লড়তে চান্?···বেশ, আগে তার জন্য জায়গা ঠিক করে তারিখ নির্দ্দেশ করুন, তার পর···

দ্বিজনাথের বাহু-বন্ধন হইতে মুক্তি-লাভের জন্য শরৎ চৌধুরীর প্রাণপণ-প্রযাস···

এবং এম্নি প্রয়াসের মাঝখানে শিপ্রা আসিয়া দ্বারের সাম্নে দাঁড়াইল। শরৎ চৌধুরী, দ্বিজনাথ ভাদুড়ী, প্রসন্ন ব্যানার্জী···কাহারো পানে লক্ষ্য না করিয়া কল্লোলের হাত ধরিয়া শিপ্রা বলিল—আসুন কল্লোল

বাবু···আমার এ-অপমান চোখে দেখে আজ যদি আপনি পালিয়ে যান, তাহলে আমার জীবনের জন্য আপনি হবেন দায়ী!···আমার বাঁচবার ইচ্ছা আছে···আমি বাঁচতে চাই···আপনি আমার সে-বাঁচা বাঁচবার ব্যবস্থা করে দিন।

কল্লোল হতভম্ব! দ্বিজনাথ ভাদুড়ী স্তম্ভিত! প্রসন্ন ব্যানার্জ্জীর মনে হইতেছিল, চোখের সামনে তিনি যেন থেলো মেলো-ড্রামার অভিনয় দেখিতেছেন।

শরৎ চৌধুরী গর্জ্জন তুলিল—আউ উড শুট্ ইউ বোথ্!

শিপ্রার ভ্রূক্ষেপ নাই। সবলে কল্লোলের হাত ধরিয়া টানিয়া কল্লোলকে লইয়া সে সরিয়া আসিল।

বারান্দায় দাঁড়াইল না সিঁড়ি বহিয়া নীচে নামিল। তার পর হোটেল ছাড়িয়া পথে··

পথে অনেক ট্যাক্সি···একখানা ট্যাক্সিতে কল্লোলকে লইয়া বসিয়া শিপ্রা বলিল—ষ্টেশন···

কল্লোলের যেন চেতনা নাই···যন্ত্রের মতো সে চলিয়াছে· শিপ্রার ইঙ্গিতে।

ষ্টেশনে নামিয়া শিপ্রা ষ্টেশনে ঢুকিল না···ষ্টেশনের ওদিকে যে-পার্ক, কল্লোলকে লইয়া সেই পার্কে আসিয়া বসিল।

ডাকিল—কল্লোল বাবু···

অশ্রুর বাষ্পে শিপ্রার কণ্ঠ গাঢ়।

কল্লোল কোনো জবাব দিল না, শিপ্রার পানে নিরুপায় দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

শিপ্রা বলিল—এক দিনের একটা ভুলের জন্য সারা জীবন দুঃখ-কষ্ট

কেন ভোগ করবো ? ··কেন ? কি এমন অপরাধ করেছি আমি ?···আমি বাঁচতে চাই···পাবো না বাঁচতে ?

কল্লোল বলিল—কি তুমি বলতে চাও শিপ্রা ?

শিপ্রা বলিল—আমাকে আপনি আশ্রয় দিন। একা আমি এ-ভার বইতে পারছি না। ভয় হয়, কখন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবো !

কল্লোল বলিল—তার মানে ?

শিপ্রা বলিল—এত-বড় পৃথিবীতে এমন জায়গা মিলবে না, দু'জনে যেখানে শান্তিতে বাস করতে পারি ?

কল্লোল বলিল—শান্তি কিসে, সেইটেই বুঝতে পারি না শিপ্রা ! জানি না !

শিপ্রা বলিল—ঐ ইতর জেলশি···আমি সব সহ্য করতে পারি···সহ্য করেছি ! কিন্তু এই জেলশি আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে !

কল্লোল বলিল—বিবাহ করেছে !···স্বামী···স্বামীর দল চায়, স্ত্রীর মনে বাইরের কোনো পুরুষের ছায়া পড়বে না !

শিপ্রা বলিল—আশ্চর্য্য ! স্ত্রী বলে স্বামী যত অধিকার দাবী করুক, জগতে ঐ স্বামীকেই তার সমস্ত জগৎ বলে স্ত্রী স্বীকার করে নেবে, তা কখনো সম্ভব হয় ! কে কাকে এমন সর্ব্বস্ব করে মানতে পারে ? ··না, আপনি চুপ করে থাকবেন না ! বলুন···

কল্লোল একটা নিশ্বাস ফেলিল। নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—জীবনে আমার অভিজ্ঞতা বড় কম নয়, শিপ্রা। সে অভিজ্ঞতায় দেখলুম, খেয়াল করে এই যে কাকেও মানবো না···কাকেও স্বীকার করবো না···শুধু নিজেকে স্বীকার করে অপর-সকলকে অস্বীকার···এর চেয়ে অভিশাপ আর নেই ! শান্তি বলো, সুখ বলো, সে সুখ সে শান্তি পরস্পরের সঙ্গে এমন জড়িয়ে আছে যে, এ সুখ-শান্তির জন্য নিজেদের গণ্ডীর সবটুকুকে

স্বীকার করে চলা ভিন্ন উপায় নেই, শিপ্রা! স্বামী নিজের সুখ-সুবিধাটুকু স্বীকার করবে এবং স্ত্রীর সুখ-দুঃখ করবে অস্বীকার, এতে স্বামি-স্ত্রী··· কারো পক্ষে বাঁচা সম্ভব নয়। স্বামী স্বামী! তাই বলে স্ত্রীর উপর স্বামীর সর্ব্বগ্রাসী অধিকার চলতে পারে না। এই দাম্ভে মেয়েদের মনকে ছেঁচে পিষে মারার ব্যবস্থাকে আমি বলি পৈশাচিক! সে যুগে চললেও আজ এই জাগ্রত মনের যুগে ও সর্ব্বগ্রাসী দাবী দাম্ভ বা অধিকার চলতে পারে না। চালাতে গেলে সংসার হবে কুরুক্ষেত্র-সমরাঙ্গন!

শিপ্রা বলিল—আমাকে তবে এ কুরুক্ষেত্র থেকে উদ্ধার করবেন না কন? এ শর-শয্যার জ্বালা আমার অসহ্য হয়েছে, কল্লোল বাবু···

কল্লোল বলিল—কিন্তু আমাকে তুমি বিশ্বাস করবে, এমন যোগ্যতা আমার নেই. শিপ্রা। নিজেকে আমি নিজে বিশ্বাস করি না! তার উপর সারা-জীবন সব-কিছুকে আমি অস্বীকার করে আসছি। তুমি জানো এখানে ঐ মা-শী···গঙ্গা···তার পর কলকাতায়···কিন্তু সে কথা থাক! আমার মন দুর্ব্বল, সেই জন্যই আমার পক্ষে তোমার ভার নেওয়া সম্ভব নয়!

সজল দৃষ্টিতে শিপ্রা চাহিয়া রহিল কল্লোলের পানে।

কল্লোল বলিল—তুমি জানো না. তোমাকে আমি কামনা করেছি চিরদিন···কিন্তু কখনো তুমি ধরা দাওনি! তাতে তুমি নিজেই বেঁচেছো, তা নয়। আমিও রক্ষা পেয়েছি।···অর্থাৎ কামনা করে তোমাকে পাইনি বলেই একমাত্র তুমিই আমার কামনার ধন হয়ে থাকবে চিরকাল। তাই তুমি থাকো।·· আমি তোমাকে পেতে চাই না! তোমার উপর আমার মনের ভাব···কি বলবো?···শ্রদ্ধা. প্রীতি, ভালোবাসা, পূজা · যা খুশী বলতে পারো···ধূলোয় মিশিয়ে তোমায় আমি খর্ব্ব করতে পারবো

না! চিরদিন তোমাকে আমি রাখতে চাই·· সাধনার স্বর্গের মতো! কবির সেই গান মনে আছে?

শিপ্রার মুখে বিবর্ণতা···শিপ্রা জবাব দিল না।

কল্লোল বলিল—সেই গান

আমি চঞ্চল হে
আমি সুদূরের পিয়াসী···

আমি চিরদিন চঞ্চল·· যত তুমি দূরে থাকবে, ততই আমি-সুদূরের পিয়াসী থাকবো! ও-দূর ভেঙ্গে কাছাকাছি-পাশাপাশি পেলে তোমার অমর্য্যাদা করবো···আমারো আর কামনা করবার মতো জগতে কিছু থাকবে না! জীবনে অনেক অন্যায় করেছি। কিন্তু তোমাকে হাতে পেয়ে ঝরা-ফুলের মতো ঝরিয়ে ফেলে দেবো শেষে এত-বড় অন্যায় করবার সুযোগ আমাকে তুমি দিয়ো না! এ-চিন্তাতেও আমি শিউরে উঠি!

শিপ্রার চোখের সামনে অন্ধকার জমিতেছিল।

শিপ্রা বলিল—তাহলে তুমি আমায় ফিরে যেতে বলো আবার সেই স্বামীর কাছে?

—না। যে-অপমান সে করেছে, শাস্ত্র আর মন্ত্র তাকে যত বড় আসনই দিক, তার কাছে ফিরে যাওয়া আর চলে না! ফিরে না গেলে সমাজ হয়তো তোমার নিন্দা করবে! কিন্তু ফিরে গেলে তুমি তোমার নিজের যে-অপমান করবে, তার সীমা থাকবে না··· সমাজের অনেক উপরে যে-মনুষ্যত্ব, সেই মনুষ্যত্ব তোমাকে ত্যাগ করবে!

—তাহলে?

...লিল—কি দুঃখেই বা তুমি শরৎ চৌধুরীর কাছে যাবে? ...স-ঐশ্বর্য? তাতে সুখ নেই, শিপ্রা। আসল সুখ নিজেকে মানুষ ... বাঁচিয়ে রাখতে পারায়। মনে-প্রাণে এই সত্যকে যদি স্বীকার ... পারো, তাহলে দেখবে বাঁচার মতো বাঁচা তোমার ...হবে।

শেষ

প্রকাশক ও মু...—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
... কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা